আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের

শিব-রামের অভেদতত্ত্ব

ও

শ্রীরামাবতারকথা

বিষয়ক উপদেশ।

প্রকাশক

শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ, বি, এল্,

উত্তরপাড়া (হুগলী)।

সন ১৩৩৪ সাল] [মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ, বি, এল্,
উত্তরপাড়া (হুগলী)।

মুদ্রক—
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভোতিকা,
এম্, এ, বি, এল্, কাব্যতীর্থ।
১নং সরকার লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকারের ৺কাশীধামে অবস্থানকালে এবং যে সময়ে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে, তৎপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে অনেকেই এবং বঙ্গদেশীয় কোন কোন বিদ্বদ্বরও তাঁহাকে শ্রীরামতত্ত্বসম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিবার জন্য প্রার্থনা করেন। জ্ঞানবন্ধু কুতার্কিকগণ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যাবাসী সরলপ্রাণ রামভক্তগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিতই পরমারাধ্যপদ গ্রন্থকারের সমীপে শ্রীরামাবতারবিষয়ক তত্ত্বসমূহের সমীচীন ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পর, পূজ্যচরণ গ্রন্থকার বঙ্গদেশে আসিলে এতদ্দেশীয় অনেক ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যানুরাগী পুরুষগণও কতিপয় বৈদিক-আর্য্যভাববিচ্যুত স্থূলদর্শী, সম্যগ্‌বিচারবিমুখ পুরুষবৃন্দ দ্বারা শ্রীরামচরিত্রে আরোপিত কলঙ্কের মোচনার্থ তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন। প্রাগুক্ত প্রার্থনাসমূহের ফলেই, বোধ হয়, প্রথমে 'অবতারতত্ত্ব' এবং পরে 'রামায়ণ-বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতত্ত্বকৌমুদী' শীর্ষক কিছু উপদেশ একাধিক সংখ্যায় 'উৎসব' নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল; তবে রমার জিজ্ঞাসাই জ্ঞানপিপাসু, সংসারতরণেচ্ছু জগতের জন্য এবং বিশেষতঃ ব্যথিতপ্রাণ রামভক্তগণের জন্য অমৃতময়ী শ্রীরামাবতারকথার পূর্ণভাবে অবতরণ করাইয়াছে। এজন্য মুমুক্ষু জগৎ চিরদিন রমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। শিবরাত্রিতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য পরমপুরুষার্থলাভেচ্ছু সাধকবৃন্দ ত রমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছেনই, এখন সুধাসিক্ত

শ্রীরামকথা শুনিবার ভাগ্য লাভ করায় তাঁহাদের সে পাশ আরও দৃঢ়তর হইল।

শিবরাত্রিতত্ত্ব শ্রবণের পর সীতারামতত্ত্বের শ্রবণেচ্ছা যে প্রাকৃতিক, শিবরাত্রিতত্ত্ব ও সীতারামতত্ত্ব যে মূলতঃ ভিন্ন নহে, এই গ্রন্থের প্রথম অংশে লিখিত উপদেশগুলি হইতে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন, শিব-রামের অভেদতত্ত্ববিষয়ক অপূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শিবরামের অভেদদর্শনের কি প্রয়োজন এবং ইহার স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগেই এই উপদেশগুলি দেখিতে পাই:—"শিবরামের অভেদ-দর্শন না হইলে, কেহ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না; শিবরামের স্বরূপ যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের পূর্ণভাবে অভ্যাস হয় না; শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই যথার্থ আত্মকল্যাণপ্রার্থি-মনুষ্যগণ সর্ব্বদা যত্নশীল; যাঁহারা বিজ্ঞানের পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা যথার্থ বেদবিৎ, তাঁহারা শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, শিবরামের অভেদ-দর্শনই পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ বিজ্ঞান।" ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে শিব-রামের অভেদ-দর্শন মানবের একান্ত অভীপ্সিত পদার্থ। জ্ঞানী হউন, যোগী হউন বা ভক্ত হউন, দার্শনিক হউন বা বৈজ্ঞানিক হউন অথবা অভাববিশিষ্ট সাধারণ সংসারবাসাই হউন, শিবরামের অভেদ-দর্শনই বস্তুতঃ সকলের চরম লক্ষ্য। শিব-রামের অভেদ-দর্শনই যথন পূর্ণ দর্শন, শিব-রামের অভেদ-দর্শনই যথন পূর্ণ বিজ্ঞান, তথন কোন্ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক শিব-রামের অভেদ-দর্শনসাধনে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন? শিব-রামের অভেদ-দর্শনই যথন অপূর্ণ মানবকে পূর্ণ করিবার উপায়, তথন কোন্ অপূর্ণ মানব এ দর্শনের নিমিত্ত লালায়িত না হইবেন?

সুখ বা আনন্দের প্রার্থনা, পূর্ণত্বের আকাঙ্ক্ষা, সংসারবাসী অতএব

অভাববিশিষ্ট দুঃখমগ্ন মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। সত্য বটে, সংসারে মানুষ মাত্রেই দুঃখাপনোদনপূর্ব্বক সুখলাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে, সত্য বটে হীনশক্তি শক্তিমান্ হইবার, অল্পজ্ঞ বহুজ্ঞ হইবার, অপূর্ণ মানব পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সকলেই ইহা অবগত নহে যে, সুখ বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, এবং কিরূপে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞান বস্তুতঃ কোন্ সামগ্রী এবং কিরূপে ইহা লাভ করা যায়, পূর্ণত্ব কাহাকে বলে এবং কিরূপে মানুষ পূর্ণ হইতে পারে। পাশ্চাত্য সুধীগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, Happiness (সুখ), Progress (উন্নতি), Highest Good (নিঃশ্রেয়স), Equilibrium (পূর্ণত্ব—মানুষজীবনের পূর্ণাবস্থাজনিত একীভাব বা সাম্যভাব) ইহারা প্রতীচ্যদেশবাসিগণেরও অন্বেষণীয় এবং লব্ধব্য পদার্থ, কিন্তু জানি না, আজ পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসিগণের মধ্যে কাহারও নয়নে উক্ত পদার্থসমূহের যথার্থ রূপ পতিত হইয়াছে কি না, অথবা যে উপায়ে ইহাদের সমাগম হইতে পারে তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাহার সন্ধান পাইয়াছেন কি না। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন, পূর্ণত্বপ্রাপ্তি মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু দুই একজন ইহাকে সম্ভব বলিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে ইহাকে সম্ভব করা যাইতে পারে তাহার উপায় বলিয়া দিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমি এখানে পাঠকবর্গের নিমিত্ত পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের 'মানবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিলাম :— "পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই নিখিল প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তিনি সাম্যাবস্থার শাস্ত্রবর্ণিত রূপ অবলোকন করেন নাই; যে উপায় অবলম্বন করিলে, সাম্যাবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তন্নিরূপণে পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত স্পেন্‌সারের মতে মানবজীবনের পূর্ণাবস্থাজনিত একীভাবের নাম সাম্যভাব। পণ্ডিত স্পেন-সার বলিয়াছেন, যাবৎ সর্ব্বাঙ্গীণপূর্ণতাপ্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণসুখে সুখী

হওয়া না যায়, তাবৎ পরিণামক্রমসমাপ্তি হয় না। *" "পরিণামের কি অন্ত আছে? জগৎ চিরদিনই কি, এই প্রকারে অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে? চিরদিনই কি, অনন্ত-পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিয়া যাইবে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না, পরিণামের অন্ত আছে, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই পরিণামের শেষ সীমা, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তি হইলেই, পরিণামের নিরোধ হইবে।" † কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে উপায়ে এই সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তি সমধিগত হয়, পণ্ডিত স্পেন্সার সে উপায় বলিয়া দিতে পারেন নাই। অতএব দুঃখজিহাসু, পূর্ণত্বপ্রাপ্তির উপায়ের স্বরূপজিজ্ঞাসু জগদ্বাসিগণের পক্ষে ইহা হইতে আর শুভতর সংবাদ কি হইতে পারে:—শিব-রামের অভেদদর্শন হইতেই পূর্ণত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; শিবরামের অভেদ-দর্শন ব্যতিরেকে কেহ (কি সাংসারিক দৃষ্টিতে, কি পারমার্থিক দৃষ্টিতে) কৃত-কৃত্য হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সকলেরই হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া থাকে, বহু হৃদয়বান্ পুরুষ ভারতের বর্ত্তমান ব্যাধিত অবস্থার কারণের অন্বেষণ করিয়াছেন এবং যথাবুদ্ধি ভেষজেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এতাবৎ ক্লেশকর অবস্থার কিছু উপশম হয় নাই। তাই মনে হয়, বোধ হয় ব্যাধির তত্ত্ব যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হয় নাই, সুতরাং যথার্থ ভেষজও প্রযুক্ত হয় নাই। অতএব ভারতের বর্ত্তমান দুঃখকর অবস্থার প্রকৃত নিদান এবং ইহার উপযুক্ত ভেষজবিষয়ক সংবাদ ভারতের দুঃখে

* "Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which Evolution presents, cannot end until equilibrium is reached; and that equilibrium must at last be reached."—*First Principles by H. Spencer, P. 516.*

† "And now towards what do these changes tend? Will they go on for ever or will there be an end to them? * * * * In all cases there is a progress toward equilibration."

—*First principles by H. Spencer, pp. 483-84.*

সহানুভূতিপূর্ণ পুরুষমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত হইবে। অতএব বর্ত্তমানকালের বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের পক্ষে এই সংবাদ বিশেষ উপকারক হইবে :—
" 'বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ কেন দিন দিন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন ?' এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সারতম উত্তর—'বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ শিব-রামবিমুখ হইয়াছেন বলিয়া' "। ভেষজের সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম, এখন কি উপায়ে ভেষজের প্রযোগ করা যাইবে তাহা বিবেচ্য, কিরূপে শিব-রামের অভেদ-দর্শনরূপ সাধনা করিতে হইবে তাহা চিন্তনীয়। ইহার নিমিত্ত প্রথমে 'শিব' কোন্ পদার্থ তাহা জানিতে হইবে, তদনন্তর 'রামের' স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে, তাহার পরে শিব এবং রাম যে অভিন্ন এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অতএব প্রথমে শিবতত্ত্ব, তৎপরে রামতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে, এবং তদনন্তর যোগ বা উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের অভেদের উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ 'শিব' বা 'রাম' বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ নহে, আমরা সাধারণতঃ শিব এবং রামের যে ভাবে উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা তাঁহাদের যথার্থ উপাসনা নহে, এবং এই নিমিত্তই আমরা উপাসনার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হই না। শিব এবং রামের অভেদ-দর্শনপূর্ব্বক যে উপাসনা তাহাই তাঁহাদের যথার্থ উপাসনা। শিব-রামের যথার্থভাবে উপাসনা করিতে পারিলে সকল পুরুষকারই পূর্ণরূপে কৃত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে এবং 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন এবং দিতেছেন।

এই গ্রন্থের পাঠ হইতে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, শ্রীরামাবতারতত্ত্ব মানবের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় বস্তু, জানিতে পারিবেন, শ্রীরামাবতারতত্ত্ব অবগত না হইলে মানুষ কখনও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, এবং এ কথা যে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে বলা হয় নাই পাঠকগণ তাহাও অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থগুলিতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থলিখনের পূর্ব্বশৈলী একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিবেন সন্দেহ নাই। অনেকেই বলিয়াছেন, এই নবীন রীতিই ভাল, দুরূহ বিষয় সকলের তত্ত্বোপদেশে এই রীতি বিশেষতঃ উপযোগী, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপদেশ দান করিলে উপদিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের বিশেষতঃ সুগম হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার পূর্ব্বরীতিরই পক্ষপাতী, তবে অধিকাংশ পাঠকগণের সমীপে বর্ত্তমান রীতিই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। দুই এক জন আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করায় এই বিষয়ে কিছু বলা উচিত মনে করিলাম।

বিচারশীল পাঠক দেখিবেন যে পূর্ব্বগ্রন্থগুলিতেও এই রীতিই আছে, তবে ঠিক এ ভাবে নাই বটে। প্রশ্নোত্তররীতিই উপদেশ দানের প্রাকৃতিক রীতি, বেদ-শাস্ত্রেও আমরা এই রীতিই দেখিতে পাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু যাইয়া জিজ্ঞাসা নিবেদন করিলে, তত্ত্বোপদেষ্টা তাঁহার জিজ্ঞাসার বিনিবৃত্তি করিয়া দিতেন। বেদ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও কিছু বলিবে না, পুত্র এবং শিষ্যভিন্ন অন্য কাহাকেও উপদেশ দিবে না এবং জিজ্ঞাসা করিলেও যদি যথাযথভাবে জিজ্ঞাসা না করে, যদি অন্যায়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেও বলিবে না। শাস্ত্রের এই উপদেশগুলি যে অনুদারহৃদয়ের পরিচায়ক নহে, ইহাদের অন্তরে যে গূঢ় কল্যাণময় অভিপ্রায় আছে, আশা করি, প্রেক্ষাবান্ পুরুষমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। জিজ্ঞাসুতে যথোচিত জিজ্ঞাসুলক্ষণ না থাকিলে বক্তার বিবক্ষা উদ্দীপিত হয় না, তাঁহার উপদেষ্টৃত্ব-শক্তির পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি হয় না। আজ-কাল আমাদের প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাই এবং অনেক সময়ে প্রশ্ন করিলেও আমরা তাহা যথাযথভাবে করিতে পারি না। শাস্ত্র জিজ্ঞাসু বা শিষ্যে যে সকল গুণ থাকা উচিত বলিয়াছেন (বলা বাহুল্য, নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া আসিলেই কেহ যথার্থ জিজ্ঞাসু হইতে পারেন না) তাঁহাতে সে সকল গুণ

না থাকিলে জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হ'ন না, তাঁহার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তিনি গুরুবক্ত্র হইতে সংসারতারক, সর্ব্বদুঃখমোচক, চিরশান্তিবিধায়ক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হ'ন না। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের যথার্থ জিজ্ঞাসুত্বেরই প্রয়োজন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ (তন্মধ্যে প্রকাশক একজন) যথার্থ জিজ্ঞাসুর লক্ষণ কি, কি করিলে যথার্থ জিজ্ঞাসু হওয়া যাইতে পারে, পূজ্যচরণ গ্রন্থকারের নিকট এই বিষয়ক উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তা'ই আরাধ্যপদ গ্রন্থকার প্রস্তাবিত বিষয়ে উপদেশ দিবার সময়ে এই বিষয়েও কিছু কিছু উপদেশ দিয়াছেন, আদর্শ জিজ্ঞাসুর রূপ ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়াছেন; উপদেশগুলি হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, জ্ঞানপিপাসা, সরলতা, নিরভিমানতা, গুরু-বাক্যে অচল শ্রদ্ধা ইহারা জিজ্ঞাসুর মুখ্যগুণ। রমাতে জিজ্ঞাসুর মুখ্য লক্ষণ বিদ্যমান আছে; রমার আদর্শ হইতেই আমরা যথার্থ শিষ্যত্ব শিখিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় না এবং সে জ্ঞান বেদ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রশ্ন হইবে, বেদার্থ গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে? উত্তর—গুরুভক্তি দ্বারা। * অতএব গুরুভক্তিই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষিতব্য বা অর্জ্জিতব্য; তা'ই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার কৃপা করিয়া প্রকাশককে জিজ্ঞাসু করিয়া (তাহাকে এবং যদি কেহ তাহার ন্যায় প্রয়োজনবিশিষ্ট থাকেন তাঁহাকে) গুরুভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন, প্রকাশকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। আশা করি, আমার এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের এতদ্বিষয়ক উপদেশ-গুলির যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

---

* এ গুরুভক্তির স্বরূপ শ্রুতিতে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

শ্রুত হইয়াছি, সপ্ত জ্ঞানভূমির প্রথম ভূমি শুভেচ্ছা বা জিজ্ঞাসা। বেদ বা গায়ত্রীই প্রথমে জীবহৃদয়ে জিজ্ঞাসারূপে উদিত হ'ন এবং তিনিই আবার বক্তা বা গুরুরূপে তাহার উত্তর প্রদান করেন। তবে যত দিন আমরা শুদ্ধচিত্ত না হইতে পারি ততদিন আমরা বেদরূপী নিত্যগুরুর এই আন্তর সূক্ষ্ম উক্তি শুনিতে পাই না। ততদিন আমাদিগকে তপো-নির্দ্দগ্ধকল্মষ শুদ্ধচিত্ত বেদময় স্থূলরূপধারী গুরুদেবের (যিনি বেদ বা গায়ত্রীরই অপররূপ) নিকট হইতেই এই উত্তর শ্রবণ করিতে হয়। বক্তা-ও-জিজ্ঞাসু-বিষয়ক এই মূলতত্ত্বই তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৩ পৃষ্ঠাতে রমার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে :—"দাদা আপনিই ত জিজ্ঞাসুরূপে .... বক্তৃরূপে লীলা করিতেছেন" ইত্যাদি।

কোন কোন কারণে আমরা 'শিবরাত্রি'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম :—

"পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের উপদেশ পাঠপূর্ব্বক কেহ কেহ 'উপদেশগুলি সর্ব্বত্র আমাদের সুবোধ্য নহে' এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহা-দিগের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন—কোন স্থান একটু দুর্ব্বোধ্য মনে হইলে তাঁহারা যেন পাঠ না ত্যাগ করেন, একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যেন পড়িয়া যান, একটু পরে হয়ত তাঁহাদেরই চিত্তের অনুকূল, হৃদয়তৃপ্তি-কর, সুগম এবং মধুর সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সকাশ হইতে সকল প্রকার অধিকারিগণই তাঁহাদের স্ব-স্ব জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ আশা করেন, অধিকারিবিশেষে তাঁহার সকল উপদেশই উপাদেয় ও মধুর। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার যথাসম্ভব সকল অধিকারীর জন্যই উপদেশ দিয়াছেন।"

উত্তরপাড়া, ইতি
—শ্রাবণী শুক্লা একাদশী, ১৩৩৪ সাল। বিনীতপ্রকাশকস্য।

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীরামাবতারকথা।

বিষয়ানুক্রমণিকা।

বক্তা এবং জিজ্ঞাসুদ্বয়ের মঙ্গলাচরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

না হইলে, রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের পূর্ণভাবে অভ্যাস হয় না ; শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই যথার্থ আত্মকল্যাণপ্রার্থি-মনুষ্যগণ সর্ব্বদা যত্নশীল ; যাঁহারা বিজ্ঞানের পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা যথার্থ বেদবিৎ, তাঁহারা শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, শিবরামের অভেদ-দর্শনই, পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ বিজ্ঞান।—এই কথার ব্যাখ্যা।

হরিবংশে রুদ্র ও বিষ্ণুকে যথাক্রমে অগ্নি ও সোম এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলা হইয়াছে ; যোগবাশিষ্ঠ-বর্ণিত অগ্নি ও সোমের স্বরূপ ; 'গ্রোভ্' (Grove) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বাশিষ্ট ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ; ঋগ্বেদাদিতে অগ্নি ও সোমের স্বরূপ ; জড়বিজ্ঞান অগ্নি ও সোমকেই জগতের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন ; জড়বিজ্ঞান 'ম্যাটার' ও 'এনার্জ্জী' (Matter and Energy) বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন, তাহা 'অগ্নি' ও 'সোম' এই পদার্থদ্বয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, জড়বিজ্ঞান শিবরামের বা অগ্নি ও সোমের বাহ্যরূপ—জড়রূপই দেখিয়াছেন, ইহাদের অন্তর্যামীকে, হরি-হরের যথার্থ রূপকে দেখিতে পান নাই, এই নিমিত্ত পূর্ণ শান্তির মুখদর্শনে ক্ষমবান্ হ'ন নাই ; হরি, বিষ্ণু বা রাম-ছাড়া শিব বা শিব-ছাড়া রাম থাকিতে পারেন না, শিব ও রাম ইহাঁরা অবিনাভাবসম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ ; রুদ্রহৃদয়োপনিষদ্-বর্ণিত শিব-রামের অভেদতত্ত্ব ; কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বরগীতা-বর্ণিত হরি-হরের অভেদতত্ত্ব ; বেদ-শাস্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থতত্ত্ব ধারণায় রাখিতে না পারিবার কারণ ; আমাদের শাস্ত্রশ্রবণজনিত জ্ঞান বৈকল্পিক ; কিরূপ 'শ্রবণ' সার্থক হইয়া থাকে ; শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমস্তই অনর্থক হয় ; আজকাল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার

করেন, ম্যাটার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে, ইহা কোন প্রকৃষ্টতর শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হইয়া কর্ম্ম করে; 'ম্যাটার' কখনও 'স্পিরিট্'বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, স্পিরিট্ও কদাচ ম্যাটার ছাড়া থাকে না; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে দ্বিবিধ ভূতের কথা; ঐতরেয় আরণ্যকপ্রোক্ত ভোক্তৃভূত ও ভোগ্যভূতের কথা; অগ্নি বিশ্বজগতের ভোক্তা এবং সোম ভোগ্য; তমোগুণের অধিক্যবশতঃ ভূতসকল ভোগ্যরূপে এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য-হেতু জীবগণ ভোক্তৃরূপে বিভাজিত হইয়াছে; ঐতরেয় আরণ্যকবর্ণিত ভোক্তৃ ও ভোগ্যের স্বরূপ বিষয়ক উপদেশ মানবকে কৃতকৃত্য করিতে সমর্থ, কিন্তু বিজ্ঞানের (Science) উপদেশ সমর্থ নহে; যোগের স্বরূপ; মানুষ যোগাভ্যাস না করিয়া থাকিতে পারে না; 'শিব' ও 'রাম' শব্দের অর্থ; প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দনের মধ্যে একের নিরোধ হইলে অন্যের নিরোধ হয়, অতএব যুগপৎ হঠযোগ ও রাজযোগের অভ্যাস কর্ত্তব্য; রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের যুগপৎ সাধন ও শিবরামের ধ্যান, পূজা বা যোগ এক কথা; 'হঠ' ও 'রাজ'যোগের যথাক্রমে শিব ও রামই আদ্যুপদেষ্টা; শিব ও রামের একীভাবই পূর্ণত্বপ্রাপ্তি; কাহারও যে, কোন বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও স্বভাবতঃ বিরাগ হয় তাহার কারণ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নন্দকিশোরের প্রধানতঃ যে সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে :—

অবতার কাহাকে বলে, ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল সংশয় উদিত হয়, সেই সকল সংশয়ের নিরসন কিরূপে হইতে পারে? ভগবান্ যে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার কি কোন কারণ আছে? অযোধ্যাতে যে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? অযোধ্যার স্বরূপ কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবতারবিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসু রমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

ভগবানের নিজপ্রয়োজন না থাকিলেও, জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই তাঁহার শরীরগ্রহণের মুখ্য কারণ ; যখন পুরাণ ও ইতিহাস, যাহারা বেদেরই প্রব্যক্তভাব, ভগবানের অবতারের কথাতে পরিপূর্ণ, তখন বেদে অবতারের কথা না থাকিতে পারে কি ? রাগদ্বেষাতীত অখিলবস্তুতত্ত্ববিৎ সমাধিশীল পুরুষগণ বলিয়াছেন বলিয়া এবং অনাদিকাল হইতে যথার্থ ভক্তগণ ভগবান্‌কে স্থূলরূপে দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ভগবানের অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু রমার কোন সংশয় হয় না ; রমার জানিবার ইচ্ছা হয়—ভগবান্ কিরূপে, কোথা হইতে স্থূলরূপ ধারণ করেন ? মানুষের জন্ম ও ভগবান্ বা দেবতাদিগের জন্ম, এই উভয়বিধ জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি ? যাদৃশ ভক্তি হইলে, ভগবান্‌কে স্থূলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ধ্যান করিবার সময়ে ভগবান্ ভক্তের অভিমত ব্যক্তরূপে দর্শন প্রদান করেন, তাদৃশ ভক্তির সাধন কি ? যাঁহার নাম জপ করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, ভক্তবৃন্দ, ভববন্ধন-বিমোচক সেই ভগবান্‌কে কিরূপে বাঁধিয়া থাকেন ? সীতাদেবীর জন্মকথা না শুনিলে, রামাবতারকথার পূর্ণভাবে শ্রবণ হইবে না ; অদ্ভুতরামায়ণে সীতা-দেবীর কথা ; অরূপীর (অশরীরীর) যে রূপবিধারণ, তাহা জীবের

প্রতি কেবল অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছু নহে; অগস্ত্যসংহিতোক্ত অবতারের কারণ, উপাসকদিগের কার্য্যার্থ অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়া থাকে; ভগবান্ ভৌতিক হস্তপদাদিবিরহিত হইয়াও গ্রহণ-গমনাদি কার্য্য করিতে পারেন; 'সীতা ও রাম অভিন্ন' এতদ্বাক্যের অর্থোপলব্ধি না হইলেও, ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসু রমার আনন্দ হইবার কারণ; 'এক' হইতেই অনন্ত সংখ্যার উৎপত্তি হয়; পরমার্থতঃ 'এক'ই সব; সর্ব্বাঙ্ক সর্ব্বসম্বদ্ধ; যিনি সীতা তিনিই রাম, তিনিই গৌরী, তিনিই শিব; সীতারামাদির অভেদ সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। ৫২—৬৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীর-গ্রহণের সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতা বিষয়ক বিচার।

ভগবান্ যখন হস্তপদাদি করণ ব্যতিরেকে সকল কার্য্য করিতে পারেন, তখন তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণের আবশ্যকতা কি?—এই প্রশ্নের উত্তর; প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সুধী-গণের মধ্যে অনেকেই 'অসৎ কদাচ সৎ হয় না এবং সৎও কদাচ অসৎ হয় না' এই কথা অভ্যুপগম করিলেও, ইহাঁরা 'অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান', 'বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য' ইত্যাদি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের উপদেশকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; যাহা কিছু স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে; প্রশ্নোপনিষদ্ বুঝাইয়াছেন, 'সর্ব্বপদার্থই স্বয়ংপ্রকাশ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাতে সম্যগ্রূপে অবস্থান করে'; ব্রহ্মই কি বিশ্বের প্রকৃতি? প্রকৃতি

কোন্ পদার্থ? কারণ হইতে কার্য্যের অপক্রমণ সিদ্ধ হয় না; কার্য্য হইতে কারণ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে; যাহা যাহার ব্যাপক, তাহা তাহার কারণ, যাহা পরম কারণ তাহা পরব্রহ্ম; কারণ হইতে কার্য্য কখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, কোন বস্তুই বস্তুতঃ নূতন নহে; উপাদান ও নিমিত্ত কারণের স্বরূপ; ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি—উপাদান কারণ এবং ব্রহ্মই ইহার নিমিত্ত কারণ; 'প্রকৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি; উপাদান কারণেরই 'প্রকৃতিত্ব' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতিত্ব মায়ার, নির্গুণ ব্রহ্মের নহে; মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, অতএব ব্রহ্মকে 'প্রকৃতি' বলিলে দোষ হয় না; শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বিশ্বকার্য্যের কারণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ ও তাহাদের যাথার্থ্য বিচার; জগদুৎপত্তির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ? অথবা কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, আকাশাদি ভূত বা পুরুষই জগতের কারণ? কালাদির সমূহ কি জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ? অথবা জীবাত্মাই কারণ? শুদ্ধ তর্ক-যুক্তি দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না; অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে ধ্যান-যোগের আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য; 'শ্রুতিই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূতি', 'বেদই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়কারণ', 'বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ'; সোপাধিক ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; ঈশ্বর-পদার্থের স্বরূপ; ঈশ্বর সদামুক্ত, সদা ঐশ্বর্য্যশালী, ঈশ্বরের সমান বা তদধিক ঐশ্বর্য্য কাহারও হইতে পারে না; ঐশ্বর্য্যাদি উপাধির ধর্ম্ম; ঈশ্বর উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই তাঁহার বশীভূত; জাত্যন্তরপরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতে হইয়া থাকে; সিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণ নানা শরীর ধারণ করিতে পারেন; যোগীবর যাহা করিতে পারেন, নিত্যযোগী ঈশ্বর যে তাহা করিতে পারিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে; যাহার যাহা বিশ্বাস করিবার প্রকৃতি নাই, তাহাকে তাহা বিশ্বাস করান যায় না; যোগিগণ অস্মিতা দ্বারা সংকল্প-

প্রভাবে নির্ম্মাণচিত্তের সৃষ্টি করেন; স্থূল শরীর গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরের করুণা পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না; সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি যে কারণে স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, ভগবান্ সেই কারণেই অবতারগ্রহণ করিয়া থাকেন; ভগবান্ হস্তপদাদি করণ ব্যতিরেকে সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন, প্রতীচ্য শারীর বিজ্ঞান দ্বারা এই সত্যের প্রতিপাদন; রমা মনে করিতেছে, এই সকল কথা শুনিয়া তাহার বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই, তাহার প্রাণ এখন ইহাই জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কি করিয়া সে তাহার করুণাময় শ্রীরামচন্দ্রকে যথার্থভাবে ডাকিতে পারিবে, কিরূপে তাঁহার প্রতি তাহার পূর্ণ অনুরাগ হইবে; রমার বিশ্বাস, 'ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন', এই কথায় সন্দেহ হইবার পূর্ব্বে সে তাহার প্রাণাভিরামকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে; তাহার বিশ্বাস, যে আপনাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানে এবং যে 'আমি তোমার' বলিয়া শ্রীরামচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সে অনায়াসে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা পাইয়া থাকে; 'রাম'নামের প্রতাপ অপার—অনির্ব্বচনীয়; 'রাম' নাম জপ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হয়; রমা মনে করে, তাহার পক্ষে শুদ্ধ রামকথা শ্রবণ যত হিতকর, যত মনোহর, অন্য কথা তত নহে; নামমাহাত্ম্য বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে; নাম স্মরণমাত্রে নামী সম্মুখতা প্রাপ্ত হ'ন; গোঁসাইজী বলিয়াছেন, নির্গুণ ও সগুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম হইতে নামই বড়। ৬৫—৯৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরমপাবনী রামাবতার-কথা অনন্তা ও অনন্ত-বৈচিত্র্যময়ী, কল্পে, কল্পে রামাবতার-কথার কিছু কিছু ভেদ আছে।

———o———

King Half tone Press ... tta

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীভৃগুশিবরামচরণকমলেভ্যো নমঃ।

শিব-রামের অভেদতত্ত্ব

ও

ভূভারভঞ্জন, ভবাব্ধিবরিষ্ঠপোত, করুণৈকসীম, শরণাগতবৎসল, কৃপাপীযূষজলধি, সর্ব্বভূতসুহৃৎ, শান্ত, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বলোকসুখাবহ, সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত, সর্ব্বক্লেশাপহরণ, লোকাভিরাম, শঙ্করপূজিত, শঙ্কর-পূজক, জানকীবল্লভ, হনুমৎ-প্রাণ, বেদাত্মা, পূর্ণমূর্ত্তি, পূর্ণাবতার

শ্রীরামচন্দ্রের অবতারকথা।

বক্তা এবং জিজ্ঞাসুদ্বয়ের মঙ্গলাচরণ।

"সংসারসাগরতরীকৃতনামধেয়ং ধ্যেয়ং সমাধিরসিকৈ-র্মুনিভিঃ সদৈব। দৈবং বিনাপি দদতং খ্রিয়মানতেভ্যো বন্দে বিভুং রঘুপতিং করুণৈকসীমম্॥"—শ্রীরামগীতগোবিন্দ।

যাঁহার নাম সংসার সাগরের তরণিস্বরূপ, যাঁহার "রাম" এই দ্ব্যক্ষর নাম ভবার্ণবতারক, যিনি সমাধিরসিক মুনিগণের সদা ধ্যেয়, যিনি তাঁহাদের প্রাণাভিরাম, হৃদয়াভিরাম, যাহার কোন ভাগ্য নাই, কোনরূপ সুকৃতি নাই, সে যদি প্রণত হইয়া কেবল 'রাম' 'রাম' নাম উচ্চারণ করে, তাহাকেও যিনি স্বর্গ, অপবর্গ,—সর্ব্বপ্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদান করেন, অগতির গতি, অশরণের একমাত্র শরণ্য সেই করুণৈকসীম (যাঁহা হইতে অধিক করুণা আর কাহারও নাই, হইতে পারে না, যিনি করুণারূপে অবতীর্ণ), সেই সর্ব্বব্যাপক, পবিত্রতম-রঘুবংশে অবতীর্ণ জগৎপতিকে আমি বার, বার প্রণাম করিতেছি, পুনঃ পুনঃ তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় চরণে নমোনমঃ করিতেছি।

শ্রীরামঃ শরণং মম।

শ্রীরামাবতারকথা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—রমা ও শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়,

বিদ্যানন্দ, বি, এল্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জিজ্ঞাসু রমার কৃতজ্ঞহৃদয়ে বাল্মীক্যাদির চরণে নমস্কার এবং সরল হৃদয়োচ্ছ্বাস।

জিজ্ঞাসু রমা—আদি কবি বাল্মীকির চরণকমলে তাঁহার শরণাগত দাসা কৃতজ্ঞতানতহৃদয় রমা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছে; দাদা বলিয়াছেন, বাল্মীকি ভৃগুপুত্র, বাল্মীকি ভার্গব, বাল্মীকি নারায়ণের স্বংশাবতার, আমি তা'ই সেই করুণাসাগর, পরোপকারপরায়ণ ভগবান্ বাল্মীকিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, প্রেমবিগলিত-হৃদয় সর্ব্বভূতের নৈসর্গিক সুহৃৎ ভার্গব নারায়ণ বাল্মীকি দুঃখময়

জগৎকে রামচরিত্রসুধাসিক্ত করিয়াছেন, স্বয়ং (অন্যের সাধ্য নহে বলিয়া) স্বীয় অমৃতময় চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, যাঁহার এত দয়া, এত প্রেম, তিনি যে করুণৈকসীম শ্রীরামচন্দ্রের অংশাবতার, তাহা বিশ্বাস হইয়াছে, আমি তা'ই তাঁহার চরণে নমোনমঃ করিতেছি। আর গোঁসাইজী, দাদার মুখে শুনিয়াছি, পূজ্যচরণ শ্রীমৎ তুলসীদাস গোস্বামী বাল্মীকিরই অংশাবতার। দাদার কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আহা, গোঁসাইজী যদি বাল্মীকির অংশাবতার না হইতেন, তাহা হইলে কি, তাঁহার হৃদয়ে এমন রামভক্তির বিকাশ হইত, তাঁহার চিত্ত কি এমন করুণাপূর্ণ, এমন পরহিতার্থী হইতে পারিত? যদি এই তামস কলিযুগে গোঁসাইজীর আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, রামপ্রাণ ভারত প্রাণাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে একেবারে ভুলিয়া যাইত, একেবারে প্রাণহীন হইত, এখনও যে অনেকে 'সীতারাম' 'সীতারাম' নাম উচ্চারণ করে, এখনও যে দেবপ্রার্থিতবাস পুণ্যময় ভারতের অনেক গৃহে 'সীতারাম' 'সীতারাম' নাম ধ্বনিত হয়, তাহা কি, গোঁসাইজীর অপার করুণার ফল নহে? অতএব আমি বাল্মীকির অবতার সর্ব্বজনসুহৃৎ শ্রীমৎ তুলসীদাস গোস্বামীর চরণকমলে বার বার প্রণাম করিতেছি। আহা! গোঁসাইজীই বলিয়াছেন—আমি সকলের চরণকমলে নমস্কার করিতেছি, তোমরা আমার সকল মনোরথ পূর্ণ কর, যাঁহারা সর্ব্বকল্যাণগুণভাজন রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের গুণবর্ণন করিয়াছেন, আমি সেই কলির কবিদিগকেও প্রণাম করিতেছি ("চরণকমল বন্দোঁ সবকেরে, পুরবহুঁ সকল মনোরথ মেরে। কলিকে কবিন করোঁ পরণামা, জিন বরণে রঘুপতি গুণ গ্রামা॥")। বাল্মীকির অবতার না হইলে, করুণাময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অংশে জন্ম না হইলে, এত বিনয়, এত করুণা, এমন রামভক্তি কি, গোঁসাইজীর হৃদয়ে বাস করিত? তাহার পর, পূজ্যপাদ ভার্গব

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের চরণকমলে কৃতজ্ঞ রমা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছে, যদি অসম্ভব না হয়, যাবৎ স্মৃতি থাকিবে, যাবৎ শক্তি থাকিবে, তাবৎ রাত-দিন, দিন-রাত মনে মনে প্রণাম করিবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানি না, দাদা! তোমার মত করুণা আর কাহারও কাছ থেকে পাই নাই, দাদা! কৃপা ক'রে গুরুভক্তি দেও, প্রত্যক্ষ শ্রীরামচন্দ্র-জ্ঞানে তোমাকে যেন সর্ব্বদা নমোনমঃ করিতে পারি, কোন অবস্থাতে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই, তোমার অনুপম করুণার কথা ভুলিয়া না যাই, যেন তোমার উপদেশকে হৃদয়ে একমাত্র হৃদয়াভিরাম জানিয়া সদা আদর ক'রে ধরিয়া রাখিতে পারি, আমি যেন তোমার হইতে পারি।

দাদা! শ্রীরামনবমী বা পূর্ণাবতার, করুণৈকসীম, সর্ব্বদুঃখহর, শরণাগতপালক, ভূভারভঞ্জন, প্রাণাভিরাম, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। শিবাসমেত শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে, নিতান্ত অপাত্র জড়মতি রমাকে কত অমৃতময় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অনির্ব্বচনীয়, অননুভূত আনন্দে রমার বোধহীন, ভক্তিহীন হৃদয় পরিপূরিত করিয়াছেন, যাহা কখনও শুনি নাই, এমন কত উপাদেয় কথা শুনাইয়াছেন, আমি না চাহিলেও, আপনা হইতে আমাকে অমূল্য জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়াছেন, আমি এইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, দুঃসাহস হইলেও, আপনিই আমাকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে অধিকার দিয়াছেন, আমার এই দুঃসাহস আপনার অহৈতুকী দয়া হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে, অতএব আমার কোন দোষ নাই, আমার এই প্রগল্‌ভতা, আমার বিশ্বাস, আমার ক্ষমাসার দাদার কাছে অক্ষমার্হরূপে বিবেচিত হইবে না।

শিব-শিবার কথা শুনিবার পর শিবরামকিঙ্করের মুখ হইতে সীতারামের কথা শুনিবার ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারে না, যিনি শিব, তিনিই যে, রাম, যিনি সীতা, তিনিই যে, শিবা।

আপনি বহুবার বলিয়াছেন, এখনও বলিয়া থাকেন, "যিনি শিব, তিনিই রাম, শিব শিবরূপে রাম-কথা শ্রবণ করেন, লোকশিক্ষার্থ 'রাম' নাম জপ করেন, আবার তিনিই রামরূপে শিবকথা শ্রবণ করেন, অহরহঃ 'শিব' 'শিব' নাম জপ করিয়া থাকেন।" আপনি যখন 'শিব-পূজিত রাম', 'শিবপূজক রাম', 'শিবধ্যানরত রাম' 'নিয়তশিবধ্যেয় রাম', 'শঙ্করস্তুত রাম,' 'শঙ্করস্তাবক রাম' এইরূপে 'রাম' নাম কীর্ত্তন করেন, আপনার নয়নযুগল হইতে যখন শিবরাম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিরাম অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, তখন রমার পাষাণসম কঠিন হৃদয়ও আর্দ্রীভূত হয়, তাহার চক্ষুও তখন অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না। রামায়ণ-মাহাত্ম্যতে লিখিত হইয়াছে, রামায়ণের সমান অন্য গ্রন্থ নাই, রামায়ণ সকল উপমার উপমেয়, অতএব এমন কোন্ কবি আছেন, যিনি শব্দ দ্বারা রামায়ণের উপমা দিতে সমর্থ? ("রামায়ণ সম কোউ নহি, সব উপমা উপমেয়। উপমা ভাষা ঔরকী, কৈসে কোউ কবি দেয়")। আপনি কতবার বলিয়াছেন, "রামায়ণ সাক্ষাৎ বেদ, প্রাচেতস (মহর্ষি বাল্মীকি) হইতে সাক্ষাৎ বেদ রামায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, রামায়ণ যে বেদ তাহাতে কোন সংশয় নাই"। ইহাও আপনারই কথা, 'সীতারাম' এবং যাহাতে সীতারামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহা অভিন্ন, রামায়ণ সীতারামের পরামূর্ত্তি। রামায়ণবেদচন্দ্রিকাতে উক্ত হইয়াছে, 'রাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, যিনি সকলের আরাম-

স্থল, সকলের প্রেমাস্পদ, সকলের রমণীয়, যিনি বিশ্বের বরণীয়, যোগিগণ সব ছাড়িয়া যে অনন্ত নিত্যানন্দ চিদাত্মাতে নিত্য রমণ করেন, সেই পরম-প্রেমাস্পদ, পরমরমণীয় পরব্রহ্মই 'রাম' শব্দের অভিধেয়। যাঁহার পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলে, যিনি ধর্ম্মমার্গ দান করেন, যাঁহার সর্ব্বতিমিরনাশক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকাশক নাম উচ্চারণ করিলে, যিনি জ্ঞানমার্গ দান করেন, যাঁহার ধ্যান করিলে, যিনি বিষয়বৈরাগ্য প্রদান করেন (অর্থাৎ পরম রমণীয় রামরূপের ধ্যান করিলে, রামাতিরিক্ত সর্ব্ববিষয়ের অসারত্ব—অরমণীয়ত্ব-বোধ উৎপন্ন হওয়ায় রাম ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কাহারও চিত্ত অনুরাগী হইতে পারে না) এবং যাঁহার নমস্কার ও স্তবাদি দ্বারা পূজা করিলে, যিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, জগতে তাঁহার 'রাম' এই আখ্যা হইয়াছে। রামায়ণবেদ বা সীতারামের চরিত্র শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত ভাগ্যহীন ভিন্ন আর কে প্রাণারাম সর্ব্বাশ্রয় সীতারামকে আশ্রয় করিতে, অবিরাম 'সীতারাম' নাম কীর্ত্তন করিতে, নিরন্তর সীতারাম-চরিত্র শ্রবণ করিতে সমুৎসুক না হইয়া থাকিতে পারেন? পুরাণ ও ইতিহাসস্তুত, সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার, শরণাগতবৎসল, সর্ব্বকলুষ-নাশন, জ্ঞানময়, প্রেমময় সীতারামের মধুর চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক, জানি না কোন্ আর্ত্তহৃদয়, কোন্ জিজ্ঞাসু বা মুমূর্ষু ব্যক্তি, কোন্ অর্থার্থী, কোন্ ধর্ম্মপিপাসু, কোন্ বিদ্বান্, কোন্ ভক্তিসুধাপানেচ্ছু, কোন্ ভগবানের সেবা-কাঙ্ক্ষী ইহাঁদের চরণে লুণ্ঠিত, বিলুণ্ঠিত না হইয়া, প্রেমলক্ষণা ভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া, আর গতি নাই জানিয়া, ইহাঁদের চরণকমলে প্রপন্ন না হইয়া, মুহূর্ত্তকালও স্থির থাকিতে সমর্থ হয়? যিনি দুঃখময় মর্ত্ত্যধামকে সুখময় অমরপুরী করিয়াছিলেন, যাঁহার পৃথিবীতে অবস্থানকালে কোন পত্নীকে দুর্ব্বিষহ পতি-বিরহানলে দগ্ধ হইতে হয় নাই, কোন প্রজাকে দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই, কোন মাতা-পিতার হৃদয় সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদি

শোকশরে বিদ্ধ হয় নাই, যাঁহার পৃথিবীতে অবস্থানকালে অকালমৃত্যু ছিল না, দুর্ভিক্ষ ছিল না, কোন ব্যক্তিকে মহামারীর হৃদয়প্রকম্পক রূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক শিহরিতে হয় নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া প্রজাসুখবর্দ্ধনে সতত ব্যস্ত থাকিতেন, আহা! যে রামচন্দ্র ব্যথিত কুকুরের ক্রন্দনকেও উপেক্ষা করেন নাই, তাহারও রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহারও দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, যে রাজাধিরাজ, করুণাময়, সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে সনাথ ও অনাথ এই উভয়েরই সমান আদর ছিল, সম্মানার্হ ও সর্ব্বজনোপেক্ষিত অকিঞ্চন এই উভয়েই যাঁহার দর্শনলাভের সমানাধিকারিরূপে বিবেচিত হইতেন, যিনি জীবলোকের ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, যিনি বেদাত্মা, বেদতত্ত্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রস্বরূপ, নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ সজ্জনগণ সতত যাঁহার সেবা করিতেন, যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী, যিনি গাম্ভীর্য্যে সাগর, ধৈর্য্যে যিনি হিমাচল, বীর্য্যে যিনি বিষ্ণু, দৃশ্যে যিনি চন্দ্রমা, ক্রোধে যিনি কালাগ্নি, ক্ষমাগুণে যিনি পৃথিবীসম, দানশক্তিতে যিনি কুবেরতুল্য, সত্যনিষ্ঠায় যিনি ধর্ম্মস্বরূপ, প্রপন্নের যিনি নিত্য আশ্রয় এতাদৃশ শ্রীরামচন্দ্র, আর যিনি জগৎকে জ্ঞান-ভক্তি শিখাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিখিল কোমল ভাবের বিশুদ্ধ পূর্ণ রূপ প্রদর্শনার্থই যাঁহার এই দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে আগমন, কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত রামরূপ ভিন্ন অন্যরূপে গমন করিত না, আহা, যাঁহার চরিত্র স্মরণ করিলে, অসহ্য দুঃখে ও নিতান্ত দুরবস্থাতে পতিত ব্যক্তিরও সহিষ্ণুতা-শক্তি জাগিয়া উঠে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, কোন কালে, কোন কবি যাঁহার আদর্শচরিত্রের প্রতিকৃতি কল্পনা-তুলিকা দ্বারাও আঁকিতে পারেন নাই, যাঁহার

শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ।

সীতাদেবীর সংক্ষিপ্ত স্বরূপ।

মাতৃভাবের উপমা নাই, পাতিব্রত্যের তুলনা নাই, যাঁহার ধৈর্য্যের সীমা নাই, কোমলতার দৃষ্টান্তস্থল নাই, যাঁহার বিমল তেজস্বিতা অনুপমেয়, শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রেম, ও দুঃখিতের প্রতি করুণা অতুলনীয়, যাঁহার সুস্নিগ্ধ সোমময় হৃদয় দেখিয়া অগ্নিকেও শীতবীর্য্য হইতে হইয়াছিল, যাঁহার সমান তপস্বিনী ত্রিলোকে নাই, পরমাত্মাকে পাইবার জন্য জীবের কি ভাবে সাধনা করিতে হয়, যিনি জীবকে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, অজ্ঞান-নাশের জন্য কিরূপ কঠোর তপশ্চরণ আবশ্যক, জগৎস্বামীকে স্বামীরূপে লাভ করিতে হইলে, কিরূপ সাধনা করিতে হয় তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে যিনি 'বেদবতী' রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বেদের আশ্রয়চ্যুত হইলে শাস্ত্রের কিরূপ দুর্গতি হয়, বেদ-ছাড়া শাস্ত্র, ও রাম-ছাড়া সীতা যে সমান তাহা বুঝাইবার জন্য যিনি বিবিধ লীলা করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত, কামোপহত অবিবেকীর কিরূপ দুরবস্থা হয়, যিনি জগৎকে তাহা স্পষ্টভাবে শিখাইয়াছেন, যাঁহার কৃপায় মৃত জীবিত হইয়াছে,—এ সীতারাম যদি বিশ্ববরণীয় না হ'ন্, চিরস্মরণীয় ও সদাকীর্ত্তনীয়-নাম না হ'ন্, আরামস্থল জ্ঞানে সমাশ্রিত ও কৃতজ্ঞতাবিগলিত-হৃদয়ে সম্পূজিত না হ'ন্, তাহা হইলে, স্থির করিতে হইবে, মনুষ্যহৃদয় কাষ্ঠ-পাষাণাদি হইতেও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে, তাহা হইলে, নিশ্চয় করিতে হইবে, সংবিদ্ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন, ভাবসমূহ (Feelings) আর বাসযোগ্য নহে জানিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জন্মান্তরের বহু সুকৃতি-নিবন্ধন, যে রমা আজ পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের দাসী হইতে পারিয়াছে, সে রমা, জড়-রমা হইয়া দুর্লভ মানবজীবন পরিসমাপ্ত করিবে না, সে রমার হৃদয় কাষ্ঠ-পাষাণাদিবৎজড় থাকিবে না, রমা নিশ্চয় ভার্গব শিবরামকিঙ্করের কৃপায় ভবরোগবৈদ্য শিবরামের চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য

স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিবে, শিবরামকিঙ্করের কৃপায় শিবরামের নিত্য কিঙ্করী হইবে।

আপনি ত 'শিবরামকিঙ্কর', তবে শিবাসমেত শিবের বা শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনের পর সীতারামের স্বরূপ বর্ণন না করিলে, আপনি কি তৃপ্ত হইতে পারিবেন? শিবের হৃদয় রাম, রামের হৃদয় শিব, শিবের প্রাণ রাম, রামের প্রাণ শিব; যিনি গৌরী, যিনি শিবা, তিনিই সীতা, অতএব আপনি কি মনে করিতে পারিবেন, সীতারামের স্বরূপবর্ণন ব্যতিরেকে পূর্ণভাবে শিব-শিবার স্বরূপ বর্ণন হইতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবরামের অভেদ-দর্শন ব্যতিরেকে কেহ কি (কি সাংসারিক দৃষ্টিতে, কি পারমার্থিক দৃষ্টিতে) কৃতকৃত্য হইতে পারেন?

বক্তা—বড় ভাল কথা বলিলে রমা। রাম-ছাড়া শিব বা শিব-ছাড়া রাম কখন থাকিতে পারেন না, তোমার যে, এই পরম হিতকর জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। সকলে না হইলেও, কেহ কেহ গুরু, সজ্জন ও শাস্ত্রমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক যিনি শিব, তিনিই রাম, শিবের হৃদয় রাম, রামের হৃদয় শিব এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি শিবরামের অভেদ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, অত্যল্প ব্যক্তি শিবরামের অভেদ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

যিনি হরিবংশের হরিহরাত্মক রূপের বর্ণন শ্রবণ করিয়াছেন, 'শিব' ও 'বিষ্ণু' যে, বস্তুতঃ অভিন্ন, তিনিই তাহা অবগত আছেন। যাঁহারা শাস্ত্রপাঠী, শাস্ত্রে যে, শিব ও বিষ্ণুর অভেদপ্রতিপাদক বহু বচন আছে, তাঁহাদের তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; যিনি বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনিই পিতামহ (ব্রহ্মা), এক পরমেশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা হইয়াছেন, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহে কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন ভাষায় এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ববিৎ, অথবা যাঁহারা প্রকৃত বেদজ্ঞ, তাঁহারাই শিবরামের অভেদ উপলব্ধি করেন, কিম্বা করিবার চেষ্টা করেন, হরিহরের অভেদ জ্ঞানই

মানুষকে পূর্ণ করে, মানুষকে সংসার-সাগর হইতে বিমুক্ত করে। জগৎকে যাঁহারা অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যে শিবরামের স্বরূপ জানিতে অবশভাবে সচেষ্ট, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হরিবংশে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, অগ্নি যেমন অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলে অগ্নিই হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট রুদ্র, বিষ্ণু হ'ন। রুদ্রকে অগ্নিময়, এবং বিষ্ণুকে সোমময় বলিয়া জানিবে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ অগ্নীষোমাত্মক। যে বেদ বিশ্বজগৎকে অগ্নি ও সোমের কার্য্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যে হরিবংশ প্রভৃতি ইতিহাস ও পুরাণে জগৎ অগ্নীষোমাত্মকরূপে—শিবরামাত্মক বা হরিহরাত্মকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে জগতের তত্ত্বানুসন্ধাননিরত কবিগণ যে, সেই অগ্নি ও সোম এই শক্তিদ্বয়ের পূজা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, (সকলেই তাহা স্বীকার না করিলেও) তাহা সত্যের সত্য। ফলতঃ পূর্ণভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কাহারও জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইবে না। আমি তা'ই বলিয়াছি, বলিতেছি, বলিব, দুর্ভাগ্য ভারতগগন ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ভারতের বস্তুতঃ দুর্দ্দিন, তা'ই বৈদিক-আর্য্যসন্তানগণ যথার্থভাবে শিবরামের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করে না, যথার্থভাবে রাজযোগ ও হঠযোগের অভ্যাস করে না, যথার্থভাবে ভক্তিযোগের অভ্যাস করে না, প্রাণ ও মন এই উভয়ের তত্ত্বনিরূপণের যথাপ্রয়োজন চেষ্টা করে না, শিব ও রাম অভিন্ন জানিয়া শিবরামের চরণে প্রপন্ন হয় না। বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ কেন দিন দিন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সারতম উত্তর—সনাতন বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ শিবরামবিমুখ হইয়াছে বলিয়া।

প্রকৃত বিজ্ঞানবিৎ বা প্রকৃত বেদজ্ঞ শিব-রামের অভেদ উপলব্ধি করেন।

বৈদিক আর্য্যসন্তান শিবরাম বিমুখ হইয়াছে বলিয়াই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু রমার যে, যে বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—রমা! ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু রমা—শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে যেভাবে কিছু বলিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পূজা সম্বন্ধে সেই-ভাবে কিছু বলুন। 'শিবরাত্রি' সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই, কি জিজ্ঞাসা করা উচিত, কিরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাহা'ত আমি জানি না, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার ও পূজা সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত আপনি কৃপা করিয়া, এই অধম জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করান, এবং ভার্গব শিবরামকিঙ্কর-রূপে তাহার উত্তর প্রদান করুন। দাদা! আপনিই'ত জিজ্ঞাসুরূপে এবং আপনিই'ত বক্তৃরূপে লীলা করিতেছেন, আমি ত জিজ্ঞাসু-নামধারিণী, অনন্যগতি, জড় রমা। তবে এখনও পূর্ণভাবে সরল হইতে পারি নাই, এখনও পূর্ণভাবে অভিমান-রাহুবিমুক্ত হইতে সমর্থা হই নাই, এখনও যথার্থ শিষ্যভাব আমাতে আসে নাই, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখের কারণ। আমি কি, আপনার কাছে সর্ব্বদা অন্তরে, বাহিরে জড়ের মত থাকিতে পারি? আমি কি, সর্ব্বদা বিনা বিচারে আপনার আদেশ পালন করিতে সমর্থা হই? আপনি বলেন, যাঁহার মনে শ্রীরামনামামৃত-মন্ত্রবীজ-সঞ্জীবনী প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার হলাহল পান করিতে, প্রলয়-

কালের প্রজ্জলিত অনলে কিংবা মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে ভয় হইবে কেন? আমার কি, এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে ? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, মুখে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিলেও, হৃদয়, বিপদে পতিত হইলে, ধৈর্য্যহীন হইত না, ভয়বিহ্বল হইত না। আপনার উপদেশ—মনে, মনে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে, শ্রীরামই আমার একমাত্র শরণ, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। আমি কি, আপনার এই মহামূল্য উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারি ? অতএব আমি ঠিক জড় নহি। 'আপনি আমাকে শাসন করুন', 'আমি আপনার প্রপন্ন', মুখে বলিলেও, আমার হৃদয়ে অদ্যাপি এই ভাব অচল আসন পায় নাই, আমি সর্ব্বদা সরলভাবে এইরূপ কথা বলিতে পারি না, এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গে, আমার অন্তরে, বাহিরে, অসরলতা লগ্ন হইয়া আছে। দাদা! শ্রীরামচন্দ্র, কে, তিনি কি নিমিত্ত, কোথা হইতে, কিরূপে বিগ্রহবান্ হইয়া মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমি যে, এই সকল বিষয় জানিবার নিতান্ত অযোগ্য, তাহা আমি অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, কিন্তু কি করিব? আপনার দুর্লভ সঙ্গ পাইয়া, আপনার মুখ হইতে 'গৌরীশঙ্কর' ও 'সীতারামের' কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া, 'গৌরীশঙ্কর' ও 'সীতারামের' প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, আশা হইয়াছে, গৌরীশঙ্কর ও সীতারামের শরণাগত হইতে পারিলে, আমার আর কোন ক্লেশ হইবে না, আমার সকল অভাব দূরীভূত হইবে, আমার সর্ব্বদুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হইবে। আমি এই নিমিত্ত 'গৌরীশঙ্কর' ও 'সীতারাম' নাম উচ্চারণ করিলে আনন্দ পাই, 'গৌরীশঙ্কর' ও 'সীতারাম' নাম উচ্চারণ করিলে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, আমার চিত্তের অবসাদ নষ্ট হয়, আমার প্রাণ উত্তেজিত হয়। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে, এত ফল পাই, তাঁহার রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার স্বরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না।

বক্তা—আচ্ছা, রমা! সীতারামকে তুমি কি ভাবে ভাবিয়া থাক? তোমার কি, ঠিক বিশ্বাস হয়, সীতারামকে ডাকিলে, তিনি তোমাকে দেখা দিবেন? তোমার অভাব মোচন করিবেন? তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? তোমার কি বিশ্বাস হয়, সীতারাম স্থূল শরীরে তোমাকে দেখা দিতে পারেন?

জিজ্ঞাসু রমা—আমি সীতারামকে মানুষভাবে ভাবিয়া থাকি, আমি সীতারামকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে পারি না, আমি মানুষ, মানুষভাবই আমার পরিচিত ভাব, আমি দেবতাকে, ঈশ্বরকে কি ক'রে ভাবিব দাদা?

জিজ্ঞাসু রমা সীতারামকে যে ভাবে ভাবিয়া থাকে।

আমার ঠিক বিশ্বাস হয়, সীতারামকে সরল ও কাতর প্রাণে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যথার্থ ব্যাকুলীভূতচিত্তে ডাকিলে, তিনি দেখা দিবেন, আমার অভাব দূর করিবেন, সর্ব্বভূতের সর্ব্বদুঃখহর সীতারাম আমার সর্ব্ব-দুঃখ হরণ করিবেন।

বক্তা—তোমার যে, এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? তুমি বলিলে, আমি সীতারামকে মানুষভাবে ভাবিয়া থাকি, আমি দেবতা বা ঈশ্বরভাবে তাঁহাকে ভাবিতে পারি না; তবে তোমার কিরূপে সীতা-রামের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে? মানুষে যাহা করিতে পারে না, মানুষে যাহা করে না, তোমার যে সীতারাম তাহা করিতে পারেন, তাহা করিবেন বলিয়া তুমি বিশ্বাস কর, সে সীতারামকে তুমি মানুষভাবে ভাবিয়া থাক, ইহা কি যথার্থ?

জিজ্ঞাসু রমা—মানুষমাত্রেই'ত একরূপ নহে, মানুষের মধ্যেও ত দেবতা আছেন, পিশাচ আছেন, মানুষের মধ্যেও ত দয়া, ক্ষমাদি সদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবসদৃশ মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, পরদুঃখে কাতর, পরোপকারপরায়ণ মানুষের রূপও নয়নে পতিত হইয়া থাকে।

বক্তা—তবে তুমি দেবতার রূপ ভাবিতে পার না বলিলে কেন? তুমি সীতারামকে কিরূপ মানুষ বলিয়া ভাবিয়া থাক?

জিজ্ঞাসু রমা—আমি সীতারামকে মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ মানুষ ব'লে ভাবিয়া থাকি। যে মানুষে অসাধারণ সদ্‌গুণগ্রাম বিরাজ করে, আমি তাঁহাকে আদর্শ মানুষ মনে করি, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভাবিয়া থাকি।

রমা সীতারামকে আদর্শ মানুষ ভাবে ভাবিয়া থাকে।

বক্তা—তোমার এইরূপ ভাব কিরূপে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে? তোমার হৃদয়ে এই প্রকার ধারণা যে, স্থান পাইয়াছে তাহার কারণ কি? মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন, তাহা তুমি কেমন ক'রে বিনিশ্চয় করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু রমা—এই প্রশ্নের উত্তর আমার যিনি আদর্শ মানুষ, আমার জ্ঞানে যিনি দেবতা, সেই ভার্গব শিবরামকিঙ্করই দিবেন, আমার যাহা কিছু ভাল, আমার যাহা কিছু জ্ঞান তাহা আপনা হইতে প্রাপ্ত।

বক্তা—আমি গৌরীশঙ্করকে, সীতারামকে পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, গৌরীশঙ্কর, সীতারাম করুণাময়, গৌরীশঙ্কর, সীতারাম ইচ্ছা করিলে স্থূল রূপ ধারণপূর্ব্বক ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, দেখা দিয়া থাকেন, অসংখ্য ভক্ত তাঁহাকে দেখিয়াছেন, দেখিয়া থাকেন, তুমি ইহা বিশ্বাস করিতে পার না?

জিজ্ঞাসু রমা—পূর্ণভাবে আপনার মত, তাহা বিশ্বাস করিবার শক্তি রমাকে এখনও ত দেন নাই দাদা! আপনার কৃপা হইলেই আমিও আপনার মত বিশ্বাস করিব, সীতারাম ঈশ্বর হইয়াও মানুষভাবে লীলা করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান্ সীতারাম না করিতে পারেন, এমন কার্য্য নাই। দাদা! এই বিশ্বাস অচল হইবে বলিয়াই'ত শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে

শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিতে একান্ত অভিলাষিণী হইয়াছি। আমি তর্ক করিতে জানি না, আমি আপনার অনুগ্রহে বুঝিয়াছি, তর্কাতীত বিষয়ের তর্ক দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না। আমার চিত্তকে বিমল করিয়া দিন, আমি যাহাতে ঠিক সরল হইতে পারি, সেই উপায় বলিয়া দিন, আমার হৃদয়ে ভক্তি দিন, শ্রদ্ধা দিন, সীতারামকে আমি যেন ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের মত ভালবাসিতে পারি, দাদা গো! সীতারামের জন্য আমাকে কাঁদিতে শিখান।

বক্তা—সীতারামের অবতার সম্বন্ধে তুমি যখন একটু চিন্তা কর, তখন তোমার কি মনে হয়? সীতারাম মানুষের মত স্থূলদেহ ধারণ করিতে পারেন, সীতারাম স্থূল দেহ ধারণ করিলেও, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, তাঁহার অনন্ত শক্তি, অপরিচ্ছিন্ন-ভাব সঙ্কুচিত হয় না, বাধিত বা পরিচ্ছিন্ন হয় না, ইহা ভাবিতে যাইলে, তোমার যে জন্য বাধা বোধ হয়, তাহা আমাকে জানাও, আমি তোমার সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু সীতারামকে কেন ঈশ্বরভাবে ভাবিতে পারে না।

জিজ্ঞাসু রমা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কিছুই জানি না, আমার যাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত, আপনি দয়া করে আমাকে তাহা জানিতে ইচ্ছুক করুন, আপনি দয়া করে আমার সংশয়ের নিরসন করিয়া দিন। আমি আপনার শরণাগত। মানুষ, কিরূপে দেবতা বা ঈশ্বরের স্বরূপ যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়; যিনি পূর্ণ, যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কোন কামনা নাই, তাঁহার করুণা—পরদুঃখ-দূরীকরণের ইচ্ছা হইতে পারে কি? আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, 'যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে, সীতা ও গৌরীর মধ্যে পৃথগ্‌ভাব নির্দ্দেশ করে, তাহারা ভ্রান্তিযুক্ত', 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রভৃতি যে, এক—অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই'। আমার জিজ্ঞাসা

হইয়াছে, তবে কি কারণে শৈব ও বৈষ্ণবাদির মধ্যে পরস্পর বিবাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়? তবে কেন পুরাণাদিতে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে? তবে কেন কৃষ্ণভক্ত, শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না? আনন্দরামায়ণ হইতে আপনি কৃষ্ণোপাসক ও রামোপাসকের পরস্পর বিবাদের কথা আমাকে শুনাইয়াছেন, আমি এই মনোরম আখ্যায়িকা শ্রবণপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়াছি, আমার বহু সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, "জানি, কৃষ্ণ হইতে রাম বা রাম হইতে কৃষ্ণ ভিন্ন নহেন, জানি উভয়ই এক, তথাপি কি করিব, আমার মন যে, অযোধ্যাপুরপালক সলক্ষ্মণ বালক রামে ধাবিত হয়" "ন নন্দসূনোঃ পৃথগস্তি রামো ন রামতোঽন্যো বসুদেবসূনুঃ। তথাপ্যযোধ্যাপুরপালবালে সলক্ষ্মণে ধাবতি মে মনীষা॥"—আনন্দরামায়ণ), রামোপাসকের এই কথা আমার চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়াছিল। পূজ্যপাদ গোঁসাইজীর (আহা! যাঁহার ভক্তিতে বাধ্য ভক্তবৎসল শ্যামসুন্দর, মুরলীধর মুরলী ত্যাগপূর্ব্বক হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন *) রামভক্তের—রামপ্রাণ গোঁসাইজীর প্রাণজুড়ান, হৃদয়রমণ এই কথা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে:— "শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ষোলকলা, কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ, রামচন্দ্র দ্বাদশকলা; তুমি ষোলকলা বা পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া, দ্বাদশকলার ভজন কর কেন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রামপ্রাণ গোঁসাইজী উত্তর দিয়াছিলেন, 'আজ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রকে আমি অতি কৃপালু কোশলাধিপতি বলিয়াই জানিতাম, তুমি আমার করুণাসাগর রাজাধিরাজ রঘুনাথকে

* "মুরলী লকুট দুরায়কে ধর্য়ো ধনুষ শর হাথ।
তুলসী লখি রুচি দাসকী নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥"—
তুলসীদাসজীর জীবনচরিত।

ঈশ্বরের দ্বাদশকলার অবতার বলাতে আমার রামভক্তি অত্যন্ত দৃঢ় হইল' ("ষোড়শ তজি দ্বাদশ কস ভজহু সমাধান করু নহি ঘর ব্রজহু। * * * রামহিঁ জান্যো মৈঁ লগি আজূ অতি কৃপালু কোশলমহবাজূ। তুম তো বারহ কলা বতায়ে ঈশ্বরকো অতি ভাব দৃঢ়ায়ে॥"—তুলসীদাসজীর জীবন-চরিত)। আমার এই কথা শুনিয়া জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে,—তুলসীদাসজী এইরূপ কথা বলিলেন কেন? তিনি কি বস্তুতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান্ বলিয়া জানিতেন না? তিনি কি তাঁহাকে কেবল অতি দয়ালু কোশলাধিপতি বলিয়াই জানিতেন? আর জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ষোল-কলা, শ্রীরামচন্দ্র দ্বাদশ-কলা' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

বক্তা—তোমার এই সকল কথার উত্তর আমি পরে (রামাবতার-বিষয়ক সম্ভাষণে) দিব। তুমি বলিয়াছিলে যে, তুমি রামচন্দ্রকে আদর্শ মানুষ ভাবেই দেখিয়া থাক, ঈশ্বরভাবে দেখিতে পার না, কেন তাহা পার না, তাহা ভাল করে ভাবিয়াছ কি?

রমা—আপনি যখন আমাকে এই বিষয় ভাল ক'রে ভাবিতে প্রেরণ করিবেন, যখন আমাকে এই বিষয় ভাল করে ভাবিবার শক্তি দিবেন, আমি তখন, ইহা ভাল করে ভাবিব। দাদা! সর্ব্বদুঃখহর শ্রীরামচন্দ্র যে, কৃপাময়মূর্ত্তি, তাহা বিশ্বাস হয়, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের ধ্যান করিলে মনে হয়, করুণাই যেন রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আহা! ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তপ্রবর গোঁসাইজীর জন্য মুরলী ছাড়িয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন, মুরলীধর যদুনাথ রঘুনাথ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নন্দকিশোরের যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

বক্তা—নন্দকিশোর! ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতাব সম্বন্ধে তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! নিবিষ্টচিত্তে রমা ও আপনার সম্ভাষণ শ্রবণ করিলাম, কত সুখী হইলাম, কত লাভবান্ হইলাম, বৈখরী ভাষা দ্বারা তাহা প্রকাশ্য নহে, তাহা স্বসংবেদ্য, তাহা একাগ্রচিত্তে স্বয়ং অনুভব করিবার সামগ্রী। বাল্মীকি, কে, তাহা জানিতাম না, বাল্মীকি পূর্ব্বে ব্যাধের কার্য্য করিতেন, অনেক জীব হত্যা করিয়া দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন, এবং তদ্দ্বারা কুটুম্ব পালন করিতেন, পরে ভাগ্যক্রমে, তাঁহার সপ্তর্ষির দর্শন লাভ হয়, এবং তাঁহাদিগ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তিনি 'মরা' 'মরা' নাম জপ করিতে করিতে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই লোকপ্রসিদ্ধ বাল্মীকিচরিত্রই আমার জানা ছিল। তুলসীদাস গোঁসাইজীর রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'বাল্মীকি', 'নারদ', 'অগস্ত্য' প্রভৃতি সৎসঙ্গপ্রভাবে হীনাবস্থা হইতে প্রকৃষ্ট উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজ নিজ মুখেই তাঁহারা তাহা বর্ণন করিয়াছেন ('বাল্মীকি নারদ ঘটযোনী। নিজ নিজ মুখন কহী নিজ হোনী॥'—তুলসীদাসকৃত রামায়ণ)।

বক্তা—সৎসঙ্গই যে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের একমাত্র কারণ, সজ্জনসঙ্গই যে, আনন্দবৃক্ষের মূল, পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি

সমৃদ্ধি, কীর্ত্তি, বিভূতি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনিই যে, সৎসঙ্গপ্রভাবে, তাহা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে সৎসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা আছে। সৎসঙ্গ বিনা বিবেকের উদয় হয় না, সাধুসঙ্গের মহিমা অপার—অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু রামকৃপা বিনা মহতের সঙ্গ সুলভ হয় না। ভক্তচূড়ামণি, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, 'মহতের সঙ্গ দুর্ল্লভ, অগম্য, অমোঘ; মহৎ পুণ্যোদয়বশতঃ যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হয় না ("মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।"—নারদভক্তিসূত্র)। সৎসমাগম, পরমেশ্বরের কৃপা দ্বারাই হইয়া থাকে। ভগবানের কৃপাই সাধুসঙ্গলাভের কারণ' ("লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।"—নারদভক্তিসূত্র)। গোঁসাইজী ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—("বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই। রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোই॥")। তুমি যাহা বলিতেছিলে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা পরে বলিতেছি, এখন আমার একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি কৃপা করে আগে আমার এই সংশয়টী মিটাইয়া দিন।

বক্তা—কোন্ বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—রামকৃপা বিনা সৎসঙ্গ সুলভ হয় না, এবং সৎসঙ্গ বিনা, রামকৃপালাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিষম কথা হইতেছে, কিরূপে ইহার সমাধান হইবে?

বক্তা—দেবর্ষি নারদ এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিয়াছেন, 'ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই', ভগবানের কৃপালাভ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভ ভিন্ন নহে। মহাত্মা বা ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ যত সুলভ, ভগবানের সঙ্গলাভ তত সুলভ নহে। করুণাময় ভগবান্ তাঁহার অহৈতুকী করুণাবশতঃ, তাঁহার 'সৌলভ্য'গুণনিবন্ধন সাধুরূপে দর্শন দেন, ভক্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্থূলরূপে অবতীর্ণ হ'ন, প্রকৃত ভক্ত বা সাধু

ভগবানেরই ব্যক্ত বা সুলভ রূপ। অতএব দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, 'যাহাতে সৎসমাগম হয়, তাদৃশ চেষ্টা কর, তাদৃশ চেষ্টা কর' ("তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।" "তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।"—নারদ-ভক্তিসূত্র)।

জিজ্ঞাসু নন্দ—সৎসঙ্গপ্রভাবে বা করুণাময় রামকৃপায় বাল্মীকি আদি-কবি হইয়াছিলেন. নিতান্ত হীনাবস্থা হইতে পরমা গতি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবা! রমা বাল্মীকি সম্বন্ধে যাহা বলিল, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, যদিও ভাল বুঝিতে পারি নাই, তথাপি 'বাল্মীকি ভৃগুপুত্র, বাল্মীকি ভার্গব, বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের অংশাবতার' এ সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে পাই নাই, এ সংবাদ আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়াছে, আমার অত্যন্ত উপকার করিয়াছে। কৃতজ্ঞতানতহৃদয়ে রমা যখন বাল্মীকিকে ভৃগুপুত্র জানিয়া, বাল্মীকিকে শ্রীরামচন্দ্রের অংশাবতার ব'লে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছিল, তখন আমার মনে হইয়াছিল, আজ আমার জন্ম সফল হইল, আজ আমি কৃতকৃত্য হইলাম। তাহার পর রমা যখন গোঁসাইজীকে কলির বাল্মীকি ব'লে প্রণাম ক'রেছিল, তখন আমার মনে 'রামকৃপার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তির রূপ' জাগিয়াছিল, রামকৃপা হইলে, 'জড়ও চেতন হয়, পঙ্গুরও গিরিলঙ্ঘনের সামর্থ্য হয়, জন্মান্ধেরও দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়, কুঞ্জরমূর্খও বৃহস্পতিসম প্রাজ্ঞ হয়, মূকও বাচাল হয়' এই কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল, আমি তখন বার, বার রমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, আমি যেন রমার মত শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারি, রমার মত সবল বিশ্বাসবান্ হইতে পারি, রমার মত কৃতজ্ঞ হইতে পারি, আমি তখন পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। বাবা! রমার সরলহৃদয়ে আপনার কৃপায় আপনার কথাতে

যেরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, আমার কবে, কিরূপ সাধনা করিলে, পূজ্যাচরণ জ্ঞানদাতা ভার্গব শিবরামকিঙ্করের চরণকমলে তাদৃশী অমল শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইবে? 'দাদা বলিয়াছেন, বাল্মীকি নারায়ণের অংশাবতার, দাদা বলিয়াছেন, বাল্মীকিই তুলসীদাস গোস্বামী; দাদার কথা কি, মিথ্যা হইতে পারে?' আমার কবে গুরুবাক্যে এই প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিবে? শিবরাত্রিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণের পর সীতারামের স্বরূপ সীতারামের অবতারতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়া প্রাকৃতিক, শিবরাত্রির স্বরূপবর্ণনের পর সীতারামের স্বরূপ বর্ণিত না হইলে, শিবরাত্রির স্বরূপ বর্ণন অবিকলাঙ্গ হইবে না, রমা যে ভাবে এই কথা বলিয়াছে, আমি কখনও সেইভাবে এই কথা বলিতে পারিতাম ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। "আপনি ত শিবরামকিঙ্কর, অতএব শিব-শিবার স্বরূপ বর্ণনের পর সীতারামের স্বরূপ বর্ণন না করিলে, আপনি কি তৃপ্ত হইতে পারিবেন, শিবরাত্রির স্বরূপ পূর্ণভাবে বর্ণিত হইল, আপনি কি তাহা ভাবিতে পারিবেন দাদা?" আহা, কিরূপ যুক্তিযুক্ত, কিরূপ বালকোচিত-সরলতাপূর্ণ, কিরূপ মধুর, প্রাণ-জুড়ান কথা রমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল!

বাবা! শিব-রামের অভেদ প্রদর্শনার্থ আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত হইলেও, দুরবগাহ হইলেও, তাহারা যে সারতম কথা, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। আমি আপনার সকল কথার আশয় ঠিকভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার এ সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আজ্ঞা পাইলে, আমার যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা আপনাকে জানাইতে উৎসাহী হই।

বক্তা—তোমার যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বিনা সংকোচে আমাকে জানাইতে পার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"শিবরামের অভেদ-দর্শন না হইলে, কেহ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না; শিবরামের স্বরূপ যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের পূর্ণভাবে অভ্যাস হয় না; শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই যথার্থ আত্মকল্যাণপ্রার্থি-মনুষ্যগণ সর্ব্বদা যত্নশীল; যাঁহারা বিজ্ঞানের পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা যথার্থ বেদবিৎ, তাঁহারা শিব-রামের অভেদদর্শনার্থই সতত চেষ্টা করিয়াই থাকেন, শিব-রামের অভেদ-দর্শনই পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ বিজ্ঞান।"

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! আপনার এই সকল দুরবগাহ, প্রমেয়বহুল উপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—বিস্তারপূর্ব্বক না বলিলে, আমার এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে না, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারপূর্ব্বক কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে, আমি এখন অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে, 'রুদ্রকে অগ্নিময় বলিয়া জানিবে; বিষ্ণু সোমাত্মক; স্থাবর-জঙ্গম জগৎ অগ্নীষোমাত্মক' ("রুদ্রমগ্নিময়ং বিদ্যাদ্বিষ্ণুঃ সোমাত্মকঃ স্মৃতঃ। অগ্নীষোমাত্মকং চৈব জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্॥"— হরিবংশ, ১২৫ অধ্যায়)। যিনি বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র; যিনি রুদ্র তিনিই পিতা-মহ (ব্রহ্মা); এক মূর্ত্তিই রুদ্র, বিষ্ণু ও পিতামহ এই ত্রিধা হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রই পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ করেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রই বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রই সূর্য্যরূপে প্রকাশ পান। ব্রহ্মার সহিত সঙ্গত দেব হরিহরকেই সকলে স্তব করিয়া থাকে। হরি-হরই পরম দেবতা-দ্বয়, অন্যান্য দেবতা হরিহরেরই ভিন্ন, ভিন্ন রূপ, হরি-হরই জগতের সৃষ্টি ও নাশ কারণ। রুদ্রের পরম বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পরম শিব। একই দ্বিধাভূত হইয়া লোকে নিত্য বিচরণ করেন। শঙ্কর বিনা বিষ্ণু ও কেশব বিনা শিব কখন থাকেন না, ইহাঁরা নিত্যসম্বদ্ধ। * যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, উষ্ণাত্মক তেজকে 'অর্ক বা অগ্নি' এবং শীতাত্মক তেজকে 'সোম' এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, যে অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই অগ্নি ও সোমের স্বরূপ কি? অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের

হরিবংশে রুদ্র ও বিষ্ণুকে যথাক্রমে অগ্নি ও সোম এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলা হইয়াছে।

* "এতে চৈব প্রবর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ। এতৎ পরতরং গুহ্যং কথিতং তে পিতামহ॥ * * * দেবৌ হরিহরৌ স্তোষ্যো ব্রহ্মণা সহ সঙ্গতৌ। এতৌ চ পরমৌ দেবৌ জগতঃ প্রভবাপ্যয়ৌ॥ রুদ্রস্য পরমো বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ পরমঃ শিবঃ। এক এব দ্বিধাভূতো লোকে চরতি নিত্যশঃ॥ ন বিনা শঙ্করং বিষ্ণুর্ন বিনা কেশবং শিবঃ। তস্মাদেকত্বমায়াতৌ রুদ্রোপেন্দ্রৌ তু তৌ পুরা॥"—হরিবংশ।

কার্য্য এবং পরস্পর পরস্পরের কারণরূপে ব্যবস্থিত আছে, ইহারা উভয়েই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে ("অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্য-কারণে চ ব্যবস্থিতে। পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"—যোগবাশিষ্ঠ)।

যোগবাশিষ্ঠবর্ণিত অগ্নি ও সোমের স্বরূপ; 'গ্রোভ' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বাশিষ্ঠ ধ্বনিনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

বায়ুাত্মা সোম হইতে বহ্নির এবং বহ্নি হইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যোগবাশিষ্ঠের এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে উপলব্ধি হইবে, গ্রোভ (Grove) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই বাশিষ্ঠ ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। * ঋগ্বেদে শতপথব্রাহ্মণে, প্রশ্নোপনিষদে, মৈত্র্যপনিষদে 'অগ্নি' ও 'সোম' এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান অগ্নি ও সোম এই পদার্থদ্বয়কেই যে, জগতের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জড়বিজ্ঞান, 'জড়বিজ্ঞান' বলিয়া, অগ্নি ও সোমের জড়রূপই দেখিয়াছেন, অগ্নি ও সোমে চিন্ময় পুরুষকে দেখিতে পান নাই। জড়বিজ্ঞান 'ম্যাটার' ও 'এনার্জী' (Matter and Energy) বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন, তাহা অগ্নি ও সোম এই পদার্থদ্বয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। শ্রুতিতে

ঋগ্বেদাদিতে অগ্নি ও সোমের স্বরূপ; জড়বিজ্ঞান অগ্নি ও সোমকেই জগতের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন; জড়বিজ্ঞান অগ্নি ও সোমের জড়রূপই দেখিয়াছেন।

* "It has been observed with reference to heat thus viewed, that it would be as correct to say, that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion; i. e., as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation and being inconceivable as an abstraction."—*Correlation of Physical Forces. p. 48.*

অগ্নি ও সোম যথাক্রমে 'অন্নাদ' ও 'অন্ন', 'প্রাণ' ও 'রয়ি' 'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য' ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি ভোগ্যা এবং চিন্ময়-পুরুষ ভোক্তা ("তস্মাত্রিগুণং ভোজ্যং ভোক্তা পুরুষোহন্তঃস্থঃ।"—মৈত্র্যুপনিষৎ)। জ্ঞান-ও-ক্রিয়াশক্তি-সম্মূর্চ্ছিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির আদ্যবিকার—আদ্যপরিণাম, যাহাকে 'মহত্তত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইতে বিশেষান্তকে (বিশেষ—অস্মদাদির প্রত্যক্ষযোগ্য পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ হইয়াছে অন্ত—শেষ পর্ব্ব যাহার), প্রাকৃত (প্রকৃতিপ্রভব—কার্য্যরূপ) 'অন্ন' বা 'সোম' বলা হইয়া থাকে। প্রতীচ্য বিজ্ঞান যদি জড়ৈকত্ববাদী না হইতেন, যদি বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট অগ্নি ও সোমের বা প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ যথাযথভাবে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, জড়বিজ্ঞান পূর্ণবিজ্ঞানপদবাচ্য হইতেন, তাহা হইলে, বিজ্ঞান হরিহরের বা শিবরামের স্বরূপ স্পষ্টভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, দেবতার অস্তিত্বে তাঁহার অবিশ্বাস হইত না। জড়বিজ্ঞান শিবরামের বা অগ্নি ও সোমের বাহ্যরূপ—জড়রূপ দেখিয়াছেন, অগ্নিও সোমের অন্তর্যামীকে, হরিহরের যথার্থ রূপকে দেখিতে পান নাই, এই নিমিত্ত পূর্ণশান্তির মুখদর্শনে ক্ষমবান্ হন নাই। যাবৎ বিশুদ্ধ সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হয়, তাবৎ কেহ পূর্ণ আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন না। জড়বিজ্ঞান বিশুদ্ধভাবে শিবরামের অভেদ দেখিতে পান নাই বলিয়া যে, কৃতার্থম্মন্য হইতে পারেন নাই, পরমানন্দভাজন হইতে সমর্থ হন নাই, তত্ত্বচিন্তক সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা বুঝেন। জড়ৈকত্ববাদীরা পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু শিবরামের অভেদদর্শন বিনা যে, তাহা হইতে পারে না, তাহা অদ্যাপি বিশদভাবে

জড়বিজ্ঞান শিব-রামের বা অগ্নি ও সোমের বাহ্যরূপ—জড়রূপই দেখিয়াছেন, ইহাদের অন্তর্যামীকে, হরিহরের যথার্থরূপকে দেখিতে পান নাই।

তাঁহারা অনুভব করিতে পারগ হ'ন নাই। অনেকে বলিবেন (সাধুভাবে বলাই উচিত), জগৎ অগ্নীষোমাত্মক, 'প্রাণ' ও 'রয়ি' এইপদার্থদ্বয় স্থূলজগতের উপাদান কারণ; অগ্নি ও সোম, প্রকৃতপ্রস্তাবে ভোক্তৃ ও ভোগ্য শক্তির বাচক, বিশ্বজগৎ হরি-হরাত্মক ; এক মহাসত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিধা হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করেন; হরি, বিষ্ণু বা রাম-ছাড়া শিব বা শিব-ছাড়া রাম থাকিতে পারেন না, শিব ও রাম ইহাঁরা অবিনাভাব সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসকল হইতে অবগত হইয়া, এইরূপ শব্দ উচ্চারণের শক্তি হইলেই কি, মানুষ কৃতার্থ হইতে পাবে? এইরূপ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সদুত্তর—না, পারে না'; বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্র-সকল হইতে উক্ত প্রশ্নের এই উত্তরই পাওয়া যায়। আমি তোমাদিগকে বহুবার বলিয়াছি, বৈখরী শব্দ উচ্চারণ করিলে, এক একরূপ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞান বৈকল্পিকজ্ঞান। ঋগ্বেদসংহিতার ১ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তে এবং ২য় মণ্ডলের ৪০ সূক্তে 'অগ্নি' ও 'সোম' এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা উক্ত হইয়াছে, কি নবীন, কি প্রাচীন, কোন বিজ্ঞান বা দর্শনই তৎসদৃশ সারগর্ভ কথা বলিতে পারেন নাই। প্রতীচ্য নবীন বৈজ্ঞানিকগণের 'ম্যাটার' ও 'মোশন', 'ম্যাটার' ও 'এনার্জী', 'ম্যাটার' ও 'স্পিরিট্', ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত পদার্থসকল যে,ঋগ্বেদের অগ্নি ও সোম নামক পদার্থদ্বয় হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহা বলা যায়। বেদের 'অগ্নি' ও 'সোম', উপনিষদের 'অগ্নি' ও 'সোম' বা 'প্রাণ' ও 'রয়ি', পুরাণেতিহাসের 'অগ্নি' ও 'সোম', ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা উমা, গৌরী, সীতা, রাধা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ্য ও ভোক্তৃ পদার্থ, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ঋগ্বেদ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, অখিল দেবতা অগ্নীষোমাত্মক,

হরি, বিষ্ণু বা রাম-ছাড়া শিব বা শিব-ছাড়া রাম থাকিতে পারেন না।

অতএব হরিবংশ, হরিহরের একত্ব প্রতিপাদনার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বেদমূলক। প্রাণশক্তির এক অংশ অগ্নি—তেজঃ, আলোক, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি রূপে, অপরাংশ সোম—জল, পৃথিবী প্রভৃতি অন্ন বা ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, হইয়া থাকে, অগ্নি ও সোম একত্র ক্রিয়া করিয়া স্থূল জগৎ সৃষ্টি করে। * রুদ্রহৃদয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্ব্বদেবাত্মক, সকল দেবতাই শিবাত্মক। রুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে রবি, ব্রহ্মা, অগ্নিত্রয়, বামপার্শ্বে উমাদেবী বিরাজ করিয়া থাকেন

রুদ্রহৃদয়-উপনিষদ্-বর্ণিত শিব-রামের অভেদতত্ত্ব।

("সর্ব্বদেবাত্মকো রুদ্রঃ সর্ব্বে দেবাঃ শিবাত্মকাঃ। রুদ্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে রবির্ব্রহ্মা ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ বামপার্শ্বে উমাদেবী বিষ্ণুঃ সোমোঽপি তে ত্রয়ঃ। যা উমা সা স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স হি চন্দ্রমাঃ॥"—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ)।

যাঁহারা গোবিন্দকে নমস্কার করেন, তাঁহারা শঙ্করকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা বৃষভ-ধ্বজকেও পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিরূপাক্ষের দ্বেষ করেন, তাঁহারা জনার্দ্দনকেও দ্বেষ করেন। যাহারা রুদ্রকে জানেন না, রুদ্রের স্বরূপ যাহারা বিদিত নহেন, তাঁহারা কেশবকেও জানেন না। যিনি রুদ্র তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, তিনিই হুতাশন, রুদ্র ব্রহ্ম-বিষ্ণুময়, জগৎ অগ্নী

---

* "সোমাপূষণাজননারয়ীণাং জননাদিবো জননা পৃথিব্যাঃ।
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা মং ২।সূ ৪০

"ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা।
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্বমামাস্বন্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা মং ২।সূ ৪০

"আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরিশ্যেনো অদ্রেঃ।
অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরুলোকম্॥"
—ঋগ্বেদ সংহিতা মং ১।সূ ৯৩

ষোমাত্মক। উমাশঙ্করের যে যোগ, সেই যোগই বিষ্ণু নামে উক্ত হইয়া থাকে। *

রুদ্রহৃদয় উপনিষদের এই সকল উপদেশের সহিত যে ঋগ্বেদের ও হরিবংশের প্রাগুক্ত উপদেশের কোন ভেদ নাই, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বরগীতাতেও অবিকল এইরূপ কথা আছে।

ভগবান্ শঙ্কর ও বিষ্ণু যে অভিন্ন, ভগবান্ শঙ্কর যে বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সনৎকুমারপ্রমুখ মুনিগণকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন, কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বরগীতা পাঠ করিলে ইহা অবগত হইবে। ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন—এই নারায়ণ যে, ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় নাই,যাহারা শিব-রামের অভেদদর্শী, তহাদিগকে আমার এই পর উপদেশ প্রদান করিবে, নারায়ণ আমারই পরমা মূর্ত্তি,নারায়ণই সর্ব্বভূতের আত্মভূত, শান্ত, অক্ষরসংস্থিত, যে সকল লোক নারায়ণ ও আমার

কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বরগীতা-বর্ণিত হরিহরের অভেদতত্ত্ব।

* "যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করং।
যেঽর্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্॥
যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দনম্।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম॥
*　　*　　*　　*
রুদ্রাৎ প্রবর্ত্ততে বীজং বীজযোনির্জনার্দনঃ।
যো রুদ্রঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স হুতাশনঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুময়ো রুদ্র অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ।
*　　*　　*　　*
উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে॥'
—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ॥

ভেদদর্শী, তাহারা মুক্তিভাজন হয় না, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়; যাহারা এই অব্যক্ত বিষ্ণুকে এবং দেব মহেশ্বর আমাকে একীভাবে দর্শন করে, তাহাদের পুনরুদ্ভব—পুনর্জ্জন্ম হয় না। অতএব অনাদিনিধন অব্যয় আত্মা বিষ্ণুকে আমি বলিয়া দেখিবে, শিব হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিবে, এবং যেমন আমার পূজা করিবে, সেইরূপ বিষ্ণুরও পূজা করিবে। *

জিজ্ঞাসু নন্দ—আমি শক্তিহীনতাবশতঃ আপনার অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, তথাপি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছি, মনে হইতেছে, সত্যজ্ঞানলাভের পথ আছে, সংশয়নিরসনের উপায় আছে, কৃতকৃত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। আহা, কি মধুময় কথাই শুনিতেছি, শিব-রামের অভেদরূপ দর্শন-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবার আশা হৃদয়ে জাগিতেছে। বাবা! 'ম্যাটার' ও 'মোশন', 'ম্যাটার' ও 'এনার্জী' (বা ফোর্স), 'ম্যাটার' ও 'স্পিরিট' (Matter and Spirit) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত এই সকল পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে সন্দর্শনপূর্ব্বক কোন দিন আপ্তকাম

---

* "উপদেক্ষ্যান্তি ভক্তানাং সর্ব্বেষাং বচনান্মম।
অয়ং নারায়ণো যোহসাবীশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ॥

নান্তরং যে প্রপশ্যন্তি তেষাং দেয়মিদং পরম্।
মমৈষা পরমা মূর্ত্তির্নারায়ণসমাহ্বয়া।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থা শান্তা চাক্ষরসংজ্ঞিতা॥

যেঽন্যথা মাং প্রপশ্যন্তি লোকে ভেদদৃশো জনাঃ।
ন তে মুক্তিং প্রপশ্যন্তি জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ত্বেনং বিষ্ণুমব্যক্তং মাং চ দেবং মহেশ্বরং। একীভাবেন পশ্যন্তি ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥ তস্মাদনাদিনিধনং বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ং। মামেব সম্প্রপশ্যধ্বং পূজয়ধ্বং তথৈবচ॥"—কূর্ম্মপুরাণ—ঈশ্বরগীতা।

হইতে পারিব এই প্রকার আশা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। 'রয়ি' ও 'প্রাণ' এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ইহাঁরা যে, এক মহাসত্তার ত্রিবিধ বিকাশ, যাহাতে এই পরমসত্যের যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, যথাসময়ে সেইভাবে উপদেশ দিবেন। 'ম্যাটাব' ও 'এনার্জী' বা 'ফোর্স', 'এটম্', 'ইলেক্‌ট্রন্' ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপসম্বন্ধে যেমন একটু অনুভূতি হয়, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই গুণত্রয়ের, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে তেমন অনুভূতিও হয় না কেন? শিবকে অগ্নি এবং বিষ্ণুকে সোম বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইলে কিছুই গৃহীত হইল ব'লে মনে হয় না, অঞ্জলি ক'রে জল লইবার কিছুক্ষণ পরে হস্ত যেমন রিক্ত হইয়া থাকে, জলবিন্দুও আর যেমন হস্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বেদশাস্ত্রেব মুখ হইতে অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে যাহা যাহা শ্রবণ করি, তাহাদের মধ্যে কিছুই যেন ধরিয়া রাখিতে পারি না। বাবা! ইহার কারণ কি? আমাদের শাস্ত্রশ্রবনজনিত জ্ঞান যে বৈকল্পিক, আপনার কৃপায় তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যিনি 'শিব' তিনিই 'বিষ্ণু', তিনিই 'গৌরী', তিনিই 'রমা'; শিব কখন রাম-ছাড়া থাকেন না, থাকিতে পারেন না, বহুবার আপনার মুখ হইতে এই জাতীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি ব'লে বিশ্বাস হয় না।

বেদ-শাস্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয়-পদার্থতত্ত্ব ধারণায় রাখিতে না পারিবার কারণ; আমাদের শাস্ত্রশ্রবণজনিত জ্ঞান বৈকল্পিক।

বক্তা—'ম্যাটার', 'মোশন'; 'ম্যাটার', 'এনার্জী' বা 'ফোর্স'; 'ম্যাটার', 'স্পিরিট্' ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ বিজ্ঞানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া কিছু স্থায়ি-লাভ হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিতে পার কি?

জিজ্ঞাসু নন্দ—তাহাও ত পারি না।

বক্তা—তবে কেবল বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক কিছু লাভবান্ হও নাই,এই কথা বলিতেছ কেন? যেরূপে উপদেশ শ্রবণ করিলে উপদেশ-শ্রবণ সার্থক হয়, তদ্রূপে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, তবে উপদেশ-শ্রবণ সার্থক হইবে, নচেৎ, উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক কিছু লাভবান্ হইবে না, কিছুকাল পরে বিশেষ কিছুই যে, গৃহীত হয় নাই তাহা অবধারিত হইবে। উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই কেহ কৃতকৃত্য হয় না, কেবল শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার বা পরামর্শ ব্যতীত কৃতকৃত্য হওয়া যায় না ("নোপদেশ-শ্রবণে কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।"—সাং দং ৪।১৬)। শাস্ত্রোক্ত নিয়মলঙ্ঘন করিলে, সমস্তই অনর্থক হয়, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ কিছুই হয় না। অপথ্যসেবী যেমন ঔষধ সেবনপূর্ব্বক ফল পায় না, তেমনি শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিত্যাগীও যোগফল প্রাপ্ত হয় না ("কৃতনিয়ম-লঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ।"—সাং দং ৪।২৪)। আমি যদি বলি, বেদ, 'রয়ি' ও 'প্রাণ' এই পদার্থদ্বয়কে যথাক্রমে আদিত্য (সূর্য্য—অগ্নি) ও চন্দ্রমা (সোম) বলিয়া বুঝাইয়াছেন ("আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা",—প্রশ্নোপনিষৎ); আমি যদি বলি, দৃশ্যমান অখিল পদার্থই রয়ি, মূর্ত্ত পদার্থমাত্রেই রয়ি, আমি যদি বলি, অমূর্ত্ত পদার্থ ভোক্তা, এবং মূর্ত্ত পদার্থ ভোগ্য, তাহা হইলে, তোমার কি ধারণা হইবে? আমি যদি বলি, দৃশ্যের ইষ্টানিষ্টরূপে উপলব্ধির নাম ভোগ ("দৃশ্যস্ত স্বরূপোপলব্ধির্ভোগঃ" "ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং ভোগঃ"—যোগসূত্র-ভাষ্য); আমি যদি বলি, যাহা অপরিণামী, যাহাকে বিশ্লেষ করিলে, একাধিক পদার্থ পাওয়া যায় না; তাহাই ভোক্তা, তাহাই জ্ঞাতা, তাহাই দ্রষ্টা, অতএব 'অসঙ্গ' চিন্ময় পুরুষই ভোক্তা, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা,

কিরূপ 'শ্রবণ' সার্থক হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমস্তই অনর্থক হয়।

প্রকৃতি কিংবা যাহারা প্রাকৃত—প্রকৃতি-সম্ভূত, প্রকৃতিকার্য্য, তাহারা ভোক্তা হইতে পারে না, তাহা হইলে, তোমার কি ধারণা হইবে? বেদ-বা-বেদমূলক শাস্ত্র সকল 'অগ্নি' ও 'সোম' বা 'প্রাণ' ও 'রয়ি' বা 'অন্নাদ' ও 'অন্ন' বা 'ভোক্তা' ও 'ভোগ্য' এই সকল শব্দ দ্বারা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা প্রতীচ্য বিজ্ঞানের 'ম্যাটার' ও 'এনার্জীর' কিয়দংশে সরূপ, কিয়দংশে বিরূপ, তাহারা সর্ব্বতোভাবে 'অগ্নি' ও 'সোমের' সরূপ নহে। শ্রুতি বিশ্বজগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলিয়াছেন কেন, হবি-হরাত্মক বলিয়াছেন কেন, তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে, 'অগ্নি' ও 'সোম'কে সর্ব্বতোভাবে এনার্জী ও ম্যাটারের সরূপ বলিয়া বুঝিলে ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাটার ও এনার্জীর স্বরূপ সম্বন্ধে যে কোনরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না, তবে বৈজ্ঞানিকগণ কি নিমিত্ত ম্যাটার ও এনার্জীর বা ম্যাটার ও স্পিরিটের স্বরূপাবধারণ করিতে পারেন নাই, তাহা বোধ হয় তোমার নিশ্চয় হয় নাই। তুমি বলিলে, 'শিব', 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্মা', ইহাঁরা যে, এক মহাসত্তার ত্রিবিধ বিকাশ, তাহা তুমি ধারণা করিতে পার না; তুমি বলিলে, " 'ম্যাটার', 'এনার্জী' বা 'ফোর্স', 'এটম্', 'ইলেক্ট্রন' ইত্যাদি পদার্থ সকলের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিলে, যেমন কিঞ্চিৎ বোধ হয়, 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' এই গুণত্রয়ের, 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ', 'অগ্নি' ও 'সোম' প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের শাস্ত্রীয় স্বরূপ-বর্ণন শুনিলে তেমন বোধ হয় না কেন? শিবকে 'অগ্নি' এবং বিষ্ণুকে 'সোম' বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইলে, কিছু গৃহীত হইল বলে মনে হয় না, অঞ্জলি ক'রে জল লইবার কিছুক্ষণ পরে হস্ত যেমন রিক্ত হয়, জলবিন্দুও আর যেমন হস্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বেদশাস্ত্রের মুখ হইতে অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে

যাহা যাহা শ্রবণ করি, তাহাদের মধ্যে কিছুই যেন ধরিয়া রাখিতে পারি না, ইহার কারণ কি? আমাদের শাস্ত্রশ্রবণজনিত জ্ঞান যে, বৈকল্পিক— আকাশ-কুসুমের জ্ঞানের মত অলীক, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই গৌরী, তিনিই রমা; শিব কখন রাম ছাড়া থাকেন না, থাকিতে পারেন না, বহুবার আপনার মুখ হইতে এই জাতীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি বলে বিশ্বাস হয় না।" তোমার এই সকল কথা অসার জ্ঞানে উপেক্ষণীয় নহে। তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ম্যাটার' ও 'মোশন', ম্যাটার' ও 'এনার্জী' বা 'ফোর্স', 'ম্যাটার' ও 'স্পিরিট' ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ, বিজ্ঞানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া কিছু স্থায়ি-লাভ হইল, এইরূপ বিশ্বাস করিতে পার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছিলে, 'তাহাত পারি না'। এই দেখ, স্যার্ উইলিয়ম্ আর্ম্‌ষ্ট্রং কুপার সি, আই, ই বলিতেছেন, "পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জড়বাদ বা প্রকৃতিবাদই স্বতঃপরিতোষজনক,—সংশয়-নিবারকবাদ (Self-satisfying theory) ছিল, বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত, 'কেবল ম্যাটার দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার ভাবের পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বা উপপত্তি হইয়া থাকে', এবম্প্রকার বিশ্বাসবশবর্ত্তী ছিল, কিন্তু আজ পরীক্ষাশালাতে কর্ম্মনিরত পুরুষদিগের মধ্যে প্রায়শঃ এমন একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি 'স্পিরিট' নামক পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এই অল্পদিনের মধ্যে ভূততত্ত্ববিৎ সুধীগণ অবগত হইয়াছেন যে, ম্যাটার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে, ম্যাটার স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না, ইহা কোন প্রকৃষ্টতর শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হইয়া কর্ম্ম করে। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্, স্যার্ অলিভার্ লজ্; ফ্রান্সদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ন্ (Flammarion) প্রভৃতি, এবং পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের ইহাঁদের

সদৃশ খ্যাতনামা বহু বিজ্ঞানকুশল পুরুষবৃন্দ নীরব, অদৃষ্ট (সূক্ষ্ম), নিয়তকর্ম্মকারিণী, সর্ব্বনিয়ামিকা, ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, চতুষ্পার্শে (সমন্তাৎ) বিদ্যমানা, ম্যাটারের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থা—ম্যাটারের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভুতা বিশিষ্টা এবম্ভূতা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। ফ্রান্স্ দেশের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ন্ বলিয়াছেন, আমরা যাহাকে 'ম্যাটার' বলি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষ দ্বারা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে, তাহা অদৃশ্য হয়, এবং বিশ্বজগতের আধারভূত, সর্ব্বকার্য্যকারণ এক স্পন্দনাত্মিকা, এক নিত্যপ্রবৃত্তিমতী শক্তি আমাদের লক্ষ্যীভূতা হইয়া থাকে, * স্যার্ কুপারের

আজকাল প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন, ম্যাটার স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে, ইহা কোন প্রকৃষ্টতর শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হইয়া কর্ম্ম করে।

* "Fifty years ago Materialism, or Naturalism, was a self-satisfying theory, and scientists were prone to believe that *Matter*, in itself, offered a complete explanation of existence.

"To day, there is hardly a man working in the physical laboratory who denies the independent existence of *Spirit*.

"In this short period physicists have learned that Matter, instead of dominating, is dominated by some superior Force ; and, right down the ranks of the learned there is to be observed a feeling of expectancy and belief in further important and startling revelations.

"Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Flammarion, the great French scientist, and scores of equally famous men in every civilised country in the world, recognising this silent, unseen, ever-working, all-compelling *Power* above, behind, and surrounding and interpenetrating *Matter*, are, in turn, ever watching and investigating it in the hope of tracing it to its source and, by noting the effect of its operation, of applying it eventually to the practical uses of life.

"In connection herewith, Flammarion says :—

"What we call '*Matter*' vanishes when scientific analysis thinks to grasp it. But we find as the support of the universe and the origin of all form, *Force*—the dynamic element."

—*Spiritual Science by Sir W. E. Cooper, C. I. E., P. 13.*

এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক তোমার কিছু ধারণা হয়? জার্ম্মান্দেশীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, যিনি বহুবার বলিয়াছেন, নিত্যভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন আমি অন্য কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করি না, যাহারা ইন্দ্রিয়গণের অগম্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ তাহারা মূর্খ, তাহারা বিজ্ঞাননেত্রবিহীন অন্ধ, ইহাও আবার তাঁহারই উক্তি,—ম্যাটার কখন স্পিরিট-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, স্পিরিটও কদাচ ম্যাটার ছাড়া থাকে না। ম্যাটার অনন্তভাবে প্রসারিত—ব্যাপ্ত পদার্থ, এবং স্পিরিট্ (বা এনার্জী) বোধাত্মক (সচেতন) ও মননশীল প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী পদার্থ। * অধ্যাপক হেকেলের এই কথা শুনিয়া তোমার কি বোধ হইতেছে? 'ম্যাটার' ও 'মোশন' (ভূত ও স্পন্দন) কদাচ পৃথক্ হইয়া অবস্থান করে না, প্রকৃতি পাষাণে নিদ্রিতাবস্থাতে, উদ্ভিজ্জে স্বপ্নাবস্থাতে এবং মানুষে জাগ্রদবস্থাতে বিদ্যমানা ("Matter and motion are never found apart. Nature sleeps in stone, dreams in plant and wakes in man.)। এই সকল কথা শুনিবার পর যদি তোমার কর্ণকুহরে—"যিনি মহাচিন্ময় হইয়াও, বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিত, যিনি জড় অথবা জড়ের অন্তঃস্বরূপ, অর্থাৎ বস্তুজাতের, জড়চেতনের অন্তর্বহির্দ্দেশে যে চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া

"'ম্যাটার' কখনও 'স্পিরিট্'-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, স্পিরিটও কদাচ ম্যাটার ছাড়া থাকে না।"

* "On the contrary, we hold, with Goethe, that 'matter cannot exist and be operative without spirit, nor spirit without matter.' We adhere firmly to the pure, unequivocal monism of Spinoza: Matter or infinitely extended substance, and Spirit (or Energy), or sensitive and thinking substance, are the two fundamental attributes, or principal properties, of the all-embracing divine essence of the world, the universal substance."

—*The Riddle of the Universe, by E. Haeckel, P: 8.*

আছেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ ("যন্মহাচিণ্ময়মপি বৃহৎপাষাণবৎ স্থিতম্। জড়ং বা জড়মেবাস্তস্তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥"—যোগবাশিষ্ঠ); প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ এই গুণত্রয় কদাচ পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া অবস্থান করে না, ইহারা অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, ইহারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও গ্রহণের কারণ, ইহারাই দৃশ্য বা জ্ঞেয়; হিরণ্যগর্ভ—সূত্রাত্মা, স্পন্দনশক্তি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, জগতের উৎপত্তির পরও ইনি অখিল জগতের এক অদ্বিতীয় পতি—ঈশ্বর, এই হিরণ্যগর্ভই বিস্তীর্ণ পৃথিবী এবং আকাশের স্থির আধার, বিশ্বজগৎ এই আধারেই ধৃত হইয়া থাকে ("হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"—ঋগ্বেদসংহিতা); যিনি আত্মদ, যিনি বলদ, সকলেই যাঁহার উপাসনা করেন, যাঁহার শাসন সকলেই মানিয়া থাকেন, দেবতাগণও যাঁহার শাসনাধীন, যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার শরণাগতি মৃত্যুরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক অমরধামে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়, যাঁহার শরণাগত না হওয়াই মৃত্যু, অখিল দুঃখের কারণ ("য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা); প্রজাকাম—প্রজাসিসৃক্ষু প্রজাপতি, 'সর্ব্বাত্মা হইয়া আমি প্রজা সৃষ্টি করিব' এইরূপ বিজ্ঞানবান্, পূর্ব্বকল্পে এবম্প্রকার ভাবভাবিত, কল্পাদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত প্রজাপতি (সৃজ্যমান্ স্থাবর-জঙ্গম প্রজাগণের ঈশ্বর) তপঃ করিয়াছিলেন, জন্মান্তরভাবিত শ্রুতি (বেদ)-প্রকাশিত জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, শ্রৌত (বেদ-বিকাশিত) জ্ঞানের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ করিয়া, সৃষ্টিসাধনভূত 'রয়ি' ও 'প্রাণ' (অগ্নি ও সোম) এই মিথুন (যুগ্ম) উৎপাদন করিয়াছিলেন, 'রয়ি' ও 'প্রাণ' এই শক্তিদ্বয়ই বহুধা সৃষ্টি করিবে এই প্রকার সংকল্প

করিয়াছিলেন ; * অগ্নি সোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া একযোনিত্ব প্রাপ্ত হয় ; চরাচর কৃৎস্নজগৎ অগ্নীষোমময় ("অগ্নিঃ সোমেন সংযুক্ত এক-যোনিত্বমাগতঃ। অগ্নীষোমময়ং তস্মাজ্জগৎ কৃৎস্নং চরাচরম্ ॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)"—এই সকল কথা প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তোমার কি বোধ হয়? কিছু অনুভব হয় কি? শতপথব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পাঠ করিলে 'অমূর্ত্ত' ও 'মূর্ত্ত' এই দ্বিবিধ ভূতের সংবাদ পাওয়া যায়। † মূর্ত্ত ভূতকে উক্ত শ্রুতি 'মূর্ত্ত', 'মর্ত্ত্য', 'স্থিত' ও 'সৎ', এই বিশেষণ চতুষ্টয় দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অর্থান্তরের—অন্য বস্তুর বিরোধী, তাহা 'মর্ত্ত্য',—মরণধর্ম্মী—তাহা পরিণামী, সুতরাং তাহা স্থিত—স্থায়—আধিক্যতঃ মূঢ় বা জড় (Inert); যাহা মৃত—যাহা স্থিত, তাহাই 'সৎ'—তাহাই বিশেষ্যমাণ—বিশেষতঃ নির্দ্দেশ্য অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রুতি এই নিমিত্ত 'মূর্ত্ত', 'মর্ত্ত্য,' 'স্থিত' ও 'সৎ' মূর্ত্তভূতসমূহকে এই সকল বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন, মূর্ত্তত্বাদি ধর্ম্মচতুষ্টয়, অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, পরস্পর সম্বদ্ধ—অব্যভিচারী। যাহা মূর্ত্তত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে দ্বিবিধ ভূতের কথা।

* "তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥"—প্রশ্নোপনিষৎ।

"প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামীত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্ব্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতি-প্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বালোচয়দতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞান-মন্বালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুনমুৎপাদয়তে মিথুনং দ্বন্দ্বমুৎপাদিতবান্। রয়িং চ সোমমন্নং প্রাণং চাগ্নিমত্তারমেতাবগ্নীষোমাবত্রন্নভূতৌ মে মম বহুধাঽনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সংচিন্ত্যাণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ।"—শাঙ্কর ভাষ্য।

† "দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥"
—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

মর্ত্ত্য, তাহাই স্থিত—স্বয়ং স্থান পরিবর্ত্তনে অসমর্থ, তাহাই 'সৎ', ইতর পদার্থ হইতে বিশেষ্যমাণ অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট। যাহাতে মূর্ত্তত্বাদি ধর্ম্মচতুষ্টয়ের একটী ধর্ম্ম আছে, তাহাতে অপর ধর্ম্মগুলি বিদ্যমান থাকিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সূর্য্যকে মূর্ত্তভূতত্রয়ের সারতম (রস) বলিয়াছেন। সূর্য্য হইতেই মূর্ত্তভূতত্রয়ের উৎপত্তি, ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ বিভাগ হইয়া থাকে। সূর্য্যের রশ্মিকে যাঁহারা পৃথিবীতলাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার গতি বা কর্ম্মের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রুত্যুপদেশকে সমাদর করিবেন, সন্দেহ নাই। * অমূর্ত্তভূতদ্বয়, অমূর্ত্ত বলিয়া অমৃত, অস্থিত—গতিশীল, অন্য বস্তুর বিরোধী বা অন্য বস্তু কর্ত্তৃক বিরুধ্যমান নহে, ইহারা ব্যাপী, মূর্ত্তভূতত্রয়ের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে।

ঐতরেয় আরণ্যক-প্রোক্ত ভোক্তৃভূত ও ভোগ্যভূতের কথা।

ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটী ভূতের মধ্যে 'জল' ও 'পৃথিবী', এই দুইটীকে 'ভোগ্যভূত', 'তেজঃ' ও 'বায়ু', এই দুইটীকে 'ভোক্তৃভূত', এবং আকাশকে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের আবপন—আধার বলিয়াছেন। †

* "It is interesting to note that all or almost all energy now available has been derived at some time or other from the sun. Plants are enabled by means of the green pigment chlorophyl to absorb energy from the sun's rays. Some of this energy is available for preparing the food of the plant out of carbon dioxide, water, and salts of the soil. The food not immediately needed is stored away in seeds, leaves, etc.

"Animals feed upon this stored energy, and man upon animals and plants, so that it is by virtue of solar energy that men do their work".

Properties of Matter by C. J. L. Wagstaff, M. A. (*Cantab*) *3rd Ed. P. 52.*

† "ভবত্যন্তান্নমাপশ্চপৃথিবীচান্নমেতন্ময়ানিহন্নানি ভবন্তি জ্যোতিশ্চবায়ুশ্চান্নাদমেতাভ্যাং হীদং সর্ব্বমন্নমত্যাবপনমাকাশ আকাশে হীদং সর্ব্বং সমোপ্যত।"

—ঐতরেয় আরণ্যক, ৩য় অধ্যায়।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! 'ভোক্তৃভূত' ও 'ভোগ্যভূত' এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—যাহাকে ভোগ করা যায়, যাহা ভোগের বিষয়, তাহা ভোগ্য, এবং যাহা ভোগ করে তাহা 'ভোক্তা'। বিশ্বজগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধাত্মক, ভোক্তৃ ও ভোগ্যের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোনরূপ ক্রিয়া হয় না, ভোক্তৃ ও ভোগ্যের সম্বন্ধজনিত পরিণামকেই আমরা 'ক্রিয়া,' 'কর্ম্ম', 'ভোগ' ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকি। দর্শনশাস্ত্রের গ্রাহক ও গ্রাহ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, বিষয়ী ও বিষয় (Subject and Object), বেদের অন্নাদ (যিনি অন্নকে ভক্ষণ করেন, যিনি ভোক্তা) ও অন্ন, যথাক্রমে ভোক্তৃ ও ও ভোগ্যেরই পর্য্যায়। বিশ্বজগৎ যখন ভোক্তৃ ও ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক, তখন বিশ্বজগতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদসংহিতার তৃতীয়াষ্টকে উক্ত হইয়াছে, অগ্নি বিশ্বজগতের ভোক্তা এবং সোম ভোগ্য। বিশ্বজগতের ভোক্তা এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই ত্রিবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই লোকত্রয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। অগ্নি বা বায়ুকে ঋগ্বেদ ভোক্তা বলিয়াছেন বটে, তথাপি এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য, ঋগ্বেদ জড় অগ্নি ও বায়ুকে ভোক্তা বলেন নাই। বেদের উপদেশ, মায়াসহিত পরমেশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া, স্বয়ং সৃষ্ট জগতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক, গুণভেদানুসারে ইহাকে ভোক্তৃ-ভোগ্য-রূপে বিভাগ করিয়াছেন ("মায়াসহিতপরমেশ্বরঃ সর্বং জগৎ সৃষ্ট্বা স্বয়ং চানুপ্রবিশ্য ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিরূপেণ বিভাগং কৃতবানিত্যর্থঃ।"—ঋক্‌সংহিতাভাষ্য) তমোগুণের আধিক্যবশতঃ ভূতসকল ভোগ্যরূপে, এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু জীবগণ ভোক্তৃরূপে বিভাজিত হইয়াছে।

অগ্নি বিশ্বজগতের ভোক্তা এবং সোম ভোগ্য।

পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কে ভোক্তৃভূত ও ভোগ্যভূত এই দুইভাগে বিভক্ত করাতে অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

তমোগুণের আধিক্যবশতঃ ভূতসকল ভোগ্যরূপে এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু জীবগণ ভোক্তৃরূপে বিভাজিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান 'ধন' ও 'ঋণ' (Positive and Negative), এই শব্দদ্বয়েরর ব্যবহার এবং ধন ও ঋণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যানের (Power and Resistance) স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক যে তথ্যের রূপ দেখাইয়াছেন, রসায়নতন্ত্র 'দাহ্য' ও 'দাহক' এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দ্বারা যে তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐতরেয় আরণ্যক পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টয়কে ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া তাহা হইতে ব্যাপকতর তথ্যের রূপ দেখাইয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যক পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কে ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া ব্যাপকতর তথ্যের রূপ দেখাইয়াছেন, আমি এই কথা বলিলাম কেন? বিজ্ঞান কেবল জড়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিজ্ঞান-ব্যাখ্যাত যথোক্ত তথ্যের রূপ দর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত ভোক্তার রূপ-দর্শনার্থীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ঐতরেয় আরণ্যক সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের, জীবাত্মার এবং দৃশ্যপদার্থসমূহের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ ভূতচতুষ্টয়কে ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে বিভাগ করিয়াছেন, অতএব ঐতরেয় আরণ্যকের উপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে পরিগ্রহ

ঐতরেয় আরণ্যকবর্ণিত ভোক্তৃ ও ভোগ্যের স্বরূপ-বিষয়ক উপদেশ মানবকে কৃতকৃত্য করিতে সমর্থ, কিন্তু বিজ্ঞানের উপদেশ সমর্থ নহে।

করিতে পারিলে, মানব পরমেশ্বরের দর্শনলাভ-পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবে, বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিলে, তাহা হইবে কি? বিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন সত্যের রূপ বর্ণন করিয়াছেন, ঐতরেয় আরণ্যক অপরিচ্ছিন্ন সত্যের সমীপবর্ত্তী হইবার পথ দেখাইয়াছেন। রসায়নতন্ত্র অঙ্গার (Carbon) ও জলজনক (Hydrogen)

এই দুইটীকে দাহ্য মূলভূত বলিয়াছেন; ঐতরেয় আরণ্যক পৃথিবী ও জলকে ভোগ্য-ভূত বলিয়াছেন। অঙ্গার ও জলজনক দাহ্য হইল কেন, বিজ্ঞান হইতে এই প্রশ্নের যথোচিত সমাধান হয় না, ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি হইতে তাহা হয়।

আমি তোমাকে পাগলের মত অনেক কথা শুনাইলাম; এই সকল উন্মত্তের প্রলাপ শ্রবণপূর্ব্বক তোমার কি মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু নন্দ—ইহারা পাগলের কথার মত অসংলগ্ন কথা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই, ইহারা সারহীন কথা বলিয়াও আমার ধারণা হয় নাই।

বক্তা—আমি অনেক বই পড়িয়াছি, কিন্তু যাহা পড়িয়াছি, সেই সকল বিষয়ের আমার যথার্থভাবে অনুভব হয় নাই, তোমার ইহা মনে হয় নাই কি?

জিজ্ঞাসু নন্দ—আমি যে, আপনার সকল কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ইংরাজী বিজ্ঞান পড়িয়া, ম্যাটার, এনার্জী, ফোর্স, স্পিরিট্ প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সে জ্ঞানও যে, বৈকল্পিক আমি যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ম্যাটারাদি পদার্থ সকলের তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হই নাই, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমার এই ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে কোন, কোন সত্যসন্ধ ধীমান্ পুরুষ যে, অপনার এই সকল কথা শ্রবণ করিলে, আনন্দিত হইবেন, অনেকতঃ উপকৃত হইলাম, মনে করিবেন, আমার তাহা মনে হইয়াছে, একটু আশাও হইয়াছে, কালে যথার্থ সত্যজ্ঞান-পিপাসু প্রতীচ্য দেশের বুধগণের বেদশাস্ত্রের উপদেশে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, জড়বিজ্ঞান বিশুদ্ধভাবে শিব-রামের অভেদদর্শনে সমর্থ হ'ন নাই এবং এই নিমিত্ত জড়বিজ্ঞান সর্ব্বথা শান্তির কমনীয় রূপ দেখিতে পান নাই, শিব-রামের অভেদ দর্শনই 'পূর্ণ দর্শন', 'পূর্ণ বিজ্ঞান,'

শিবরামের স্বরূপ যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, 'রাজযোগ' ও হঠযোগ' এই উভয়ের পূর্ণভাবে অভ্যাস হয় না, শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থই যথার্থ আত্মকল্যাণ-প্রার্থি মনুষ্যগণ সর্ব্বদা যত্নশীল, যাঁহারা বিজ্ঞানের পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা যথার্থ বেদবিৎ, তাঁহারা শিব-রামের অভেদ-দর্শনার্থই সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, এই সকল কথার আশয় কি, কৃপাপূর্ব্বক যথাসম্ভব অল্প কথায় তাহার একটু আভাস দিন।

বক্তা—মানুষ যোগাভ্যাস না করিয়া থাকিতে পারে না, তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর? বিশেষভাব হইতে সামান্যভাবে যাওয়া, কার্য্যের কারণানুসন্ধান করা, ক্ষুদ্র হইতে বড় হইবার বা অল্প হইতে ভুমা হইবার চেষ্টা, কেন্দ্রাভিমুখে গমন ইত্যাদি যোগেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অতএব মানুষমাত্রেই (যাহারা মনুর সন্তান—যাহারা মননশীল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি), যাহারা ভাল হইতে, উন্নত হইতে, সুখী হইতে, দুঃখনিবারণ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, যোগাভ্যাস করিয়া থাকে। * রাজযোগ বিচার, ও হঠযোগ প্রাণ-সংযমনের বাচক। 'শিব' শব্দের অর্থ হইতেছে, যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, শ্রান্ত হইলে, যাঁহার কোলে নিদ্রিত হয়, বিশ্রাম করে, তিনি

যোগের স্বরূপ; মানুষ যোগাভ্যাস না করিয়া থাকিতে পারে না।

* সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত, এই দ্বিবিধ যোগ বা সমাধিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, যোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। বিজ্ঞান ও দর্শন (Science) সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফল। স্থূলগ্রাহ্যবিষয়ক সমাধি হইতেই আধুনিক গর্ব্বিত জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। অপূর্ব্ব উন্নতিসোপানে সমারূঢ় বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, সেই বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি সূক্ষ্মগ্রাহ্যে সমাধি করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অথবা সূক্ষ্মগ্রাহ্যে সমাধি করা ত দূরের কথা, আজিও তাঁহারা যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেব এবং ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণিত সূক্ষ্মগ্রাহ্যের সীমা হৃদয়ে ধারণ করিতে যোগ্য হয়েন নাই।

শিব। 'রাম' শব্দের অর্থ হইতেছে, যিনি রমণীয়, সংসার বিরাগী, নিত্যানন্দ প্রাপ্তির একান্ত অভিলাষী, যোগিগণ যে নিত্যানন্দ পরমাত্মাতে রমণ করেন, যিনি তাঁহাদের হৃদয়াভিরাম, তিনি পরব্রহ্ম "রাম"। প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হইলে, চিত্তস্পন্দনের নিরোধ হয় এবং চিত্তস্পন্দনের নিরোধ হইলে, প্রাণ-স্পন্দনের নিরোধ হয়। প্রাণপবনস্পন্দও যাহা, চিত্তস্পন্দও তাহা। * বৃত্তিরূপব্রততিধারি চিত্ত-বৃক্ষের প্রথম প্রাণপরিস্পন্দ ও দ্বিতীয় দৃঢ়ভাবনা এই দুইটী বীজ; † অতএব চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগাভ্যাস করিতে হইলে, প্রাণস্পন্দননিরোধ ও বিচার এই দুই উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে, যুগপৎ হঠযোগ ও রাজযোগের অভ্যাস করিতে হইবে। ‡ শ্রীমদ্দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মূলপ্রকৃতি ভুবনেশ্বরী হইতে প্রাণাধিষ্ঠাত্রী 'রাধা' ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা এই দুই শক্তি আবির্ভূতা হইয়াছেন, এই দুই শক্তিই জগতের পরিচালক, মহাবিরাট্ হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত চরাচর মূলপ্রকৃতির অধীন; প্রাণাধিষ্ঠাত্রী ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী এই দুই শক্তি প্রসন্না না হইলে, এই দুই শক্তির

'শিব' ও 'রাম' শব্দের অর্থ। প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দনের মধ্যে একের নিরোধ হইলে অন্যের নিরোধ হয়, অতএব যুগপৎ হঠযোগ ও রাজযোগের অভ্যাস কর্ত্তব্য।

"Concentration *without* is illustrated when the individual does work upon Nature, such as learning a trade, a profession, a science, an art, or carrying on a business, &c., to which he devotes his whole attention."—*Concentration* by Lovell, pp 19-20

"Concentration *within* is illustrated when the individual thinks of 'God', 'Spirit', 'Heaven', 'Religion', 'Worship', 'Peace', 'Nirvana', 'Eternity.'"—Ibid pp. 20-21

* "যঃ প্রাণপবনস্পন্দশ্চিত্তস্পন্দঃ স এব হি।"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

† "দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রততিধারিণঃ। একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ়ভাবনা।"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

‡ হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ॥—হঠযোগপ্রদীপিকা।

সাম্যাবস্থা (Equilibrium) না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, জন্মনিরোধ হয় না, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। বিচার ও যোগ যথাক্রমে বুদ্ধি ও প্রাণ এই উভয়ের সংযমনাধীন। * রুদ্র-হৃদয় উপনিষদ্ হইতে শুনাইয়াছি, উমা ও শঙ্করের যে যোগ, তিনিই বিষ্ণু। প্রাণ নিরোধ হইলে—শিবের পূর্ণকৃপা লাভ হইলে, প্রাণাভিরাম রামচন্দ্রের পূর্ণ কৃপালাভ হইয়া থাকে, প্রাণস্পন্দন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত-স্পন্দনের সম্পূর্ণভাবে নিরোধ হয়, তাহা হইলে শিবরামের অভেদ দর্শন বা মুক্তি হইয়া থাকে। শিব-রামের অভেদদর্শনই, সুতরাং পূর্ণত্ব প্রাপ্তি। অতএব রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের যুগপৎ সাধন ও শিব-রামের ধ্যান, শিবরামের পূজা, শিব-রামের যোগ, এক কথা। 'হঠযোগ' ও 'রাজযোগ' এই উভয়ের যথাক্রমে শিব ও রাম বা বিষ্ণু আত্মপদেষ্টা। শিব ও রামের একীভাবই পূর্ণত্বপ্রাপ্তি। এখন যথার্থভাবে অনুভবের চেষ্টা কর, শিব-রামের অভেদ-দর্শনার্থই সকলে সদা সচেষ্ট কি না, শিব-রামের যোগই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির মূল কি না, চিরশান্তির একমাত্র উপায় কি না? এখন একবার নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া

রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ের যুগপৎ সাধন ও শিবরামের ধ্যান, পূজা বা যোগ এক কথা। 'হঠ' ও 'রাজযোগ' যথাক্রমে শিব ও রামই আত্মপদেষ্টা। শিব ও রামের একীভাবই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি।

* "মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে॥ প্রাদুর্ভূতং শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্। জীবনাকৈব সর্ব্বেবাং নিয়ন্তৃ প্রেরকং সদা। তদধীনং জগৎ সর্ব্বং বিরাড়াদি-চরাচরম্। যাবত্তয়োঃ প্রসাদো ন তাবন্মোক্ষো হি দুর্লভঃ॥"—শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতম্।

"মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ পরসংবিদো ভুবনেশ্বর্য্যাঃ সকাশাজ্জগদুদ্ভবে সতি সমষ্টিব্যষ্টি-প্রাণানামধিদৈবতং রাধাশক্তিরূপং তথা সমষ্টিব্যষ্টিবুদ্ধীনামধিদৈবতং দুর্গারূপমিতি শক্তিযুগ্মং প্রাদুর্ভূতমিতি পূর্ব্বকথা স্মারিতা॥"—শ্রীমদ্‌দেবীভাগবৎ টীকা।

"যত এতচ্ছক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতং ততঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃ ভবতীত্যাহ তদধীনমিতি। মোক্ষো হীতি। বুদ্ধিপ্রাণসংযমনাধীনৌ হি যোগবিচারৌ তদধীনস্তু মোক্ষস্তথা চ বুদ্ধিপ্রাণাধিদেবতাপ্রসাদমন্তরা স দুর্লভ এবেত্যর্থঃ॥"—শ্রীমদ্‌দেবীভাগবৎ টীকা।

দেখ, শিব-রামের পদবিমুখ হইয়াছে বলিয়াই বৈদিক আর্য্যজাতির এই শোচনীয় দুর্গতি হইয়াছে, এই কথা সত্য কি না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিলাম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, হরি-হর বা শিব-রামের অভেদ জ্ঞানই যে, মানুষকে পূর্ণ করে, মানুষকে সংসারসাগর হইতে বিমুক্ত করে, যাঁহারা বিজ্ঞানের তত্ত্ববিৎ, যাঁহারা প্রকৃতবেদজ্ঞ, তাঁহারা যে শিব-রামের অভেদোপলব্ধি করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব করিতে পারিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কাহার যে, জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না, পুনঃ পুনঃ বলিব, তাহা সত্যের সত্য, ভারতগগন বিশেষতঃ বৈদিক আর্য্যসন্তান-দিগের হৃদয়াকাশ যে, ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাও সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতেছি।—'বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ কেন দিন দিন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে'; এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত, সারতম উত্তর—'বৈদিক আর্য্যসন্তান শিব-রাম বিমুখ হইয়াছে বলিয়া,'—আহা স্বল্পাক্ষরময়ী হইলেও, কি সারবতী বিশ্বতোমুখী কথা!

শিব-রাম বিমুখ হইয়াছে বলিয়াই বৈদিক আর্য্য সন্তানগণ দিন দিন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাবা! রমা সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, আমার বোধ হইয়াছে, অল্প কথায় এমন পূর্ণভাবে সীতারামের স্বরূপবর্ণন আমার সাধ্য নহে। রমা আপনার ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে সত্য, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রতিধ্বনি অসামান্য গুরু ও রামকৃপার ফল।

শ্রদ্ধাবতী রমার মুক্ত কণ্ঠের উক্তি—

"জন্মান্তরের বহু সুকৃতিনিবন্ধন যে রমা আজ পূজ্যচরণ ভার্গব

শিব-রামকিঙ্করের দাসী হইতে পারিয়াছে, সে রমা জড়-রমা হইয়া দুর্লভ মানব-জীবন পরিসমাপ্ত করিবেনা, সে রমার হৃদয় কাষ্ঠ পাষাণাদিবৎ জড় থাকিবে না, রমা নিশ্চয় ভার্গব শিবরামকিঙ্করের কৃপায় ভবরোগবৈদ্য শিব-রামের চরণে আত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিবে, শিব-রামের কৃপায় শিব-রামের নিত্য কিঙ্করী হইবে।"

শিবরামের অভেদ-দর্শনার্থিনী বালিকা রমা বলিয়াছে—

"আপনি ত 'শিবরামকিঙ্কর', তবে শিবাসমেত শিবের বা শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনের পর সীতারামের স্বরূপবর্ণন না করিলে, আপনি কি তৃপ্ত হইতে পারিবেন ? শিবের হৃদয় রাম, রামের প্রাণ শিব, যিনি গৌরী, যিনি শিবা, তিনিই সীতা, অতএব আপনি কি মনে করিতে পারিবেন, সীতারামের স্বরূপ বর্ণন ব্যতিরেকে পূর্ণভাবে শিব-শিবার স্বরূপ বর্ণন হইতে পারে ?"

রমার (যে আপনাকে জড়মতি বলিয়াই বিশ্বাস করে, যে আপনাকে অযোগ্য জিজ্ঞাসু বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই রমার) অতিমাত্র গম্ভীরাত্মক, ভাবপূর্ণ, সরলতা, দীনতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কল্যাণগুণগ্রামের স্পষ্ট প্রকাশবিশিষ্ট অমল গুরু-ভক্তির অভিব্যঞ্জক এই সকল বচন শ্রবণপূর্ব্বক আমি বিস্মিত হইয়াছি, আশান্বিত হইয়াছি, কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি, আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে, আমি বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। সৎসঙ্গের বীর্য্য যে, অমোঘ, অতিশয়ের (যিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের) অনুগ্রহে জড়ও যে, চেতন হয়, অল্পমতিও যে, প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহাতে আমার বোধ হয়, আর কখনও সংশয় হইবে না। শিবরাত্রির স্বরূপ-বর্ণনের পর সীতারামের স্বরূপ বর্ণন যে, অত্যাবশ্যক শিবাসমেত শিবের তত্ত্ব ব্যাখ্যান যে, সীতারামের তত্ত্ব ব্যাখ্যান বিনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, অতএব শিবরাত্রি ও শিবপূজা-সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর সীতারামের স্বরূপ প্রদর্শন, সীতারামের

পূজাতত্ত্বের বিবরণ যে, অত্যাবশ্যক, রমা কেমন বালকোচিত সরল এবং প্রবীণোচিত গম্ভীরভাবে তাহা প্রকটিত করিয়াছে।

'রমা! শ্রীরামচন্দ্রের অবতার সম্বন্ধে তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে?' রমাকে আপনি এইরূপ প্রশ্ন করিলে, রমা যে উত্তর দিয়াছিল, আমার পূর্ণ বিশ্বাস সেইরূপ উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই।

রমা বলিযাছে, "শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে যে ভাবে আমাকে কিছু বলিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পূজা সম্বন্ধে, সেইভাবে কিছু বলুন। শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে, আমাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা কবিতে হয় নাই, কি জিজ্ঞাসা করা উচিত, কিরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাহাত আমি জানি না, * * * আপনিইত জিজ্ঞাসুরূপে এবং আপনিইত বক্তৃরূপে লীলা করিতেছেন, আমি ত জিজ্ঞাসুনামধারিণী, অনন্যগতি, জড় রমা। তবে এখনও পূর্ণভাবে সরল হইতে পারি নাই, এখনও পূর্ণভাবে অভিমান-রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইতে সমর্থা হই নাই, এখনও যথার্থ শিষ্যভাব আমাতে আসে নাই, ইহাই আমাব একমাত্র দুঃখের কারণ। * * * এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গে, আমার অন্তরে, বাহিরে অসরলতা লগ্ন হইয়া আছে।" রমা বলিয়াছে, "দাদা! শ্রীরামচন্দ্র কে? তিনি কি নিমিত্ত, কোথা হইতে, কিরূপে বিগ্রহবান্ হইয়া মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি যে, এই সকল বিষয় জানিবার নিতান্ত অযোগ্য, তাহা আমি অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, কিন্তু কি করিব? আপনার দুর্লভ সঙ্গ পাইয়া, আপনার মুখ হইতে 'গৌরীশঙ্কর' ও 'সীতারামের' কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া, গৌরীশঙ্কর ও সীতারামের প্রতি রমারও একটু অনুরাগ জন্মিয়াছে, আশা হইয়াছে, গৌরীশঙ্কর ও সীতারামের শরণাগত হইতে পারিলে রমার আর কোন ক্লেশ থাকিবে না, রমার সকল

অভাব দূরীভূত হইবে, সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইবে। আমি এই নিমিত্ত গৌরীশঙ্কর ও সীতারামের নাম উচ্চারণ করিলে আনন্দ পাই, গৌরীশঙ্কর ও সীতারাম নাম উচ্চারণ করিলে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, আমার চিত্তের অবসাদ নষ্ট হয়, আমার অবসন্ন প্রাণ উত্তেজিত হয়। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে এত ফল পাই, তাঁহার রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার স্বরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বাবা! আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতারসম্বন্ধে তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে? আমি তখন আপনাকে কি বলিব, তাহা ভাবিয়াছিলাম, ভাবিয়া আমার মনে হইয়াছিল, রমা যাহা বলিয়াছে, আমি তাহাই বলিব; ইহা ছাড়া আমি আর কি বলিতে পারি? তবে আমার ইহাও মনে হইয়াছিল, রমা যে ভাবে যাহা যাহা বলিয়াছে, আমি কি ঠিক্ সেইভাবে তাহা তাহা বলিতে পারিব? আমি কি রমার মত নিরভিমান হইতে পারিব? আমি কি বলিতে পারিব, 'আপনিইত জিজ্ঞাসুরূপে এবং আপনিইত বক্তৃরূপে লীলা করিতেছেন'; বাবা! আমি কি রমার মত সরলভাবে বলিতে পারিব, আমি কিছুই জানি না, কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, আমি তাহা জানি না। আমি কি, অচল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারিব, 'বাবার কথা কি, মিথ্যা হইতে পারে?' আমি কি রমার মত বিশ্বাস করিতে পারিব, 'তর্কাতীত পদার্থকে তর্ক দ্বারা জানা যায় না'। যাহা হোক্, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতারসম্বন্ধে রমা যাহা যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছে, আমি করপুটে জানাইতেছি, আমারও সেই সেই বিষয়েরই জিজ্ঞাসা হইয়াছে। বাবা! বাল্মীকি যে, ভৃগুপুত্র, বাল্মীকি যে, বিষ্ণুর অংশাবতার, তাহা কোন্ শাস্ত্রে

আছে? কাহারও যে, কোন বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও স্বভাবতঃ বিরাগ হয়, তাহার কারণ কি? দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে স্বভাবতঃ অনুরাগী হ'ন, কাহারও শ্রীরামচন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রীতি হইয়া থাকে, কেহ শিবভক্ত হ'ন, কেহ দুর্গা-কালী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন; ঈশ্বর যে, বিগ্রহ বা শরীর ধারণ করেন বা করিতে পারেন, ঈশ্বরের যে, অবতার হইতে পারে, কেহ তাহাই বিশ্বাস করেন না, আমার জানিতে ইচ্ছা হয়, মানুষের এই প্রকার মনোভাবের, শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তির বৈষম্যের কারণ কি? মতভেদের কারণ কি, তাহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই বাবা!

বক্তা—আমি বহুদিন হইতে এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক বহুবার তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। প্রতিভাতত্ত্বের সম্যগ্রূপে অনুসন্ধান না করিলে, এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে না। এখন শ্রীরামচন্দ্রের অবতারসম্বন্ধে যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—অবতার কাহাকে বলে, ঈশ্বরের অবতারসম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল সংশয় উদিত হয়, সেই সকল সংশয়ের নিরসন কিরূপে হইতে পারে? ভগবান্ যে, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার কি কোন কারণ আছে? অযোধ্যাতে যে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? অযোধ্যার স্বরূপ কি? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানা যায়, জীবের জন্মাদি ভাববিকার এবং ঈশ্বরের জন্মাদি ভাববিকার এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? আমার প্রধানতঃ এই সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবতারবিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসু রমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

বক্তা—রমা। অবতারসম্বন্ধে যাহা শুনিলে, তাহা শুনিয়া অবতার-সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু রমা—ভগবান্ করুণাময়, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—তিনি সব করিতে পারেন, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, ভগবান্ সকলের সর্ব্বদুঃখবিমোচক, সর্ব্বভূতের নৈসর্গিক সুহৃৎ, ভগবান্ ভক্তবৎসল, সংসারসাগরে মগ্ন জীবগণের উদ্ধারার্থ ভগবান্ শরীর গ্রহণ করেন, তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবার জন্য, তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলিতপ্রাণ ভক্তগণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদুঃখাতিগ, আত্মযোনি, অযোনি ভগবান্ তাঁহার দৈবী, গুণময়ী মায়া বা শক্তি দ্বারা তাঁহাদের (তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষি-ভক্তদিগের) অভিমত রূপ ধারণ করেন, সর্ব্বদুঃখাতিগ (কোনরূপ ক্লেশ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না) ভগবান্ শরীর গ্রহণ করিলে, তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না, তাঁহার পূর্ণতা, তাঁহার অনন্তশক্তিমত্তা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বাধিত হয় না, ভগবানের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, জীবের প্রতি অনুগ্রহই, তাঁহার শরীরগ্রহণের মুখ্য কারণ। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর ভগবান্ ব্যতীত আর কে সকলের সর্ব্বদুঃখহর হইতে

ভগবানের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই তাঁহার শরীরগ্রহণের মুখ্য কারণ।

পারেন? আর কে সর্ব্বভূতের উপকার করিবার নিমিত্ত সদা দয়ার্দ্রচিত্ত হইবেন? আপনার মুখ হইতে অবতার-বিষয়ক কথা শুনিয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। 'বেদ' কি, আমি তাহা জানি না, তাহা জানিবার ভাগ্য লইয়া, আমি সংসারে আসিতে পারি নাই। বেদে ভগবানের কথা আছে কি না, তাহা আমি কি ক'রে জানিব? তবে আপনি যখন বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, 'বেদ ভগবানেরই মূর্ত্তি', 'বেদ ভগবানের প্রাণ', 'বেদ ভগবানের আত্মা', তখন আমি 'বেদ' নাম শ্রবণ করিলে, ভগবানের নাম শ্রবণ করিলাম, এবম্প্রকার ভাবনা করি, 'বেদ' নাম উচ্চারিত হইলে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের নাম উচ্চারিত হইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া থাকি। আপনার কৃপায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বেদে ভগবানের অবতারের কথা আছে, বেদে অনন্তবিগ্রহ, বেদাত্মা, বেদমূর্ত্তি, বেদপ্রাণ ভগবানের অবতারের কথা নাই, ইহা কি সম্ভব হইতে পাবে? যে পুরাণ ও ইতিহাস বেদেরই প্রব্যক্ত ভাব—বেদেরই অভিব্যক্ত পরিপুষ্ট রূপান্তর, সেই পুরাণ ও ইতিহাস যখন ভগবানের অবতারের কথাতে পরিপূর্ণ, তখন বেদে অবতারের কথা না থাকিতে পারে কি? বীজে যাহা নাই, অঙ্কুরে, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে তাহা থাকিবে কিরূপে? আপনাব মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথার্থভাবে আবাহন করিতে পারিলে, ভগবান্ সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়গম্য অবস্থাতে আগমন করেন, অতএব ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন, নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হইলে, এই পরমহিতকর সত্যবচনে অশ্রদ্ধাবান্ হওয়া যায় কি? আমি অল্পবুদ্ধি, আমার ধারণাশক্তি নিতান্ত হীন, আপনার অবতারবিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণপূর্ব্বক আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, যথাশক্তি তাহা নিবেদন করিলাম। এখন আপনার মুখ হইতে

যখন পুরাণ ও ইতিহাস, যাহারা বেদেরই প্রব্যক্ত-ভাব, ভগবানের অবতারের কথাতে পরিপূর্ণ, তখন বেদে অবতারের কথা না থাকিতে পারে কি?

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পরমপাবনী, অমৃতময়ী দিব্য জন্মকথা শুনিবার জন্য একান্ত অভিলাষ হইতেছে। শ্রীরাম করুণাসাগর, শ্রীরাম শরণাগতপালক, শ্রীরাম কোমলাঙ্গ, কোমলপ্রাণ, কোমলচিত্ত, তাই আশা হইতেছে, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-কথা রমারও সুখবোধ্য হইবে, মনোহর-রূপে প্রতীয়মান হইবে। অবতারবিষয়ক সাধারণ সম্ভাষণে অবতারের কথা যথাপ্রয়োজন বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, এখন প্রাণাভিরাম নয়নাভিরাম, হৃদয়াভিরাম রামাবতারেব কথা যাহাতে অল্পমতি রমাও বুঝিতে পারে, এমনভাবে বর্ণন করুন। আমার আপনার মুখ হইতে রমণীয় রামাবতারের কথা শ্রবণপূর্ব্বক শান্তিসরোবরে নিমগ্ন হইয়া, তাপিত-প্রাণকে সুশীতল করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। 'রাম' নাম যেমন শ্রুতিসুখকর, রামরূপ যেমন মনোহর, আশা হয়, রামাবতার-কথা তেমনি শ্রুতিসুখকর, তেমনি মনোরম হইবে।

বক্তা—রামাবতারের কথা কি ভাবে বলিলে তোমার আনন্দ হইবে? তুমি কি শুনিতে অভিলাষিণী?

রমা—ভগবান্ যে জন্য শরীর গ্রহণ করেন, তাহা বহুবার শুনিয়াছি। ভগবান্ যে শরীর গ্রহণ কবেন, তদ্বিষয়ে আমার কোনরূপ সংশয় হয় না।

রাগদ্বেষাতীত অখিলবস্তু-তত্ত্ববিৎ সমাধিশীল পুরুষগণ বলিয়াছেন বলিয়া এবং অনাদিকাল হইতে যথার্থ ভক্তগণ ভগবান্‌কে স্থূলরূপে দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ভগবানের অবতারসম্বন্ধে রমার কোন সংশয় হয় না।

কেন সংশয় হইবে? যাঁহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা অখিল-বস্তুতত্ত্ববিৎ, যাঁহারা সমাধি দ্বারা সব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা যখন 'ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন' এই কথা বলিয়াছেন, তখন ভগবানের অবতারসম্বন্ধে আমার সংশয় হইতে পারে কি? বেদে অবতারের কথা আছে, বেদমূলক পুরাণাদিতে অবতারবিষয়ক সত্যোক্তি আছে, রীতিমত জপ

করিয়া ভক্তিবিগলিত-হৃদয়ে ভগবান্‌কে দেখিবার নিমিত্ত আবাহন করিলে দয়ার্দ্র ঠাকুর স্থূলরূপে দেখা দেন, অনাদিকাল হইতে ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ ভগবান্‌কে স্থূলরূপে দেখিয়া আসিতেছেন, অতএব ভগবানের অবতারসম্বন্ধে আমার কোনরূপ সংশয় হইতে পারে না। আমার জানিবার ইচ্ছা হয় (আমার মত অপাত্র অল্পজ্ঞান তাহা জানিতে পারে কি না, তাহা জানি না) ভগবান্ কিরূপে কোথা হইতে স্থূলরূপ ধারণ করেন, আমাদের জন্ম ও ভগবান্ বা দেবতাদিগের জন্ম এই উভয়বিধ জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি? আমার জানিবার ইচ্ছা হয়, যাদৃশ ভক্তি হইলে, ভগবান্‌কে স্থূলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ধ্যান করিবার সময়ে ভগবান্ ভক্তের অভিমত ব্যক্তরূপে দর্শন প্রদান করেন, তাদৃশ ভক্তিব সাধন কি? যাঁহার নাম জপ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, ভক্তবৃন্দ, ভববন্ধন-বিমোচক সেই ভগবানকে কিরূপে বাঁধিয়া থাকেন? দাদা! আমি কেবল রমণীয় দিব্য রামাবতারের কথা শ্রবণপূর্ব্বক তৃপ্ত হইতে পারিব না, আমি বিশ্বমাতারও জন্মকথা শুনিবার একান্ত অভিলাষিণী। আপনিই বলিয়া থাকেন, 'যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের নাশার্থ মূল-প্রকৃতি-স্বরূপিণী সীতাদেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে।' 'রাম সাক্ষাৎ পরজ্যোতিঃ, পরমধাম, পরমপুরুষ, মূর্ত্তি বা আকৃতিতে সীতারামের কোন ভেদ নাই, 'রাম', 'সীতা,' 'জানকী', 'রামভদ্র' এই উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই। সীতারামের মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই,

ভগবান্ কিরূপে, কোথা হইতে স্থূলরূপ ধারণ করেন? মানুষের জন্ম ও ভগবান্ বা দেবতাদিগের জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি? কিরূপ ভক্তি হইলে ভগবানকে স্থূলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়?

সীতাদেবীর জন্মকথা না শুনিলে রামাবতারকথার পূর্ণভাবে শ্রবণ হইবে না।

তত্ত্বদর্শি-সাধুগণ এই তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া সংসারসাগরের পার প্রাপ্ত হন, তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমাতে উপনীত হইয়া থাকেন। অতএব জগন্মাতার দিব্য জন্মকথা না শুনিলে, রামাবতারের কথার পূর্ণভাবে শ্রবণ হইবে না।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, এখন বিস্তারপূর্ব্বক জগন্মাতার জন্মকথা বর্ণন করিতে না পারিলেও, আমি পরে তোমাকে বেদময়ী, বিশ্বজননী সীতাদেবীর পরম পবিত্র জন্মকথা শুনাইব, মা'র কৃপায় মা'র চরিত্র শুনাইয়া কৃতার্থ হইব। 'সীতা' ও 'রাম' এই উভয়ের মধ্যে যে অণুমাত্র ভেদ নাই, অদ্ভুত-রামায়ণে, অধ্যাত্ম-রামায়ণে এবং বাল্মীকি-রামায়ণে তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষদেও 'যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই জানকী' এই সত্যোক্তি আছে ("ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা চ জানকী ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ।" —শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ)।

'সীতা' ও 'রাম' এই উভয়ের মধ্যে যে, অণুমাত্র ভেদ নাই, অদ্ভুত-রামায়ণ হইতে আমি তোমাকে তাহা শুনাইতেছি। অদ্ভুত-রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'জানকী সৃষ্টির প্রকৃতিরূপা, আদিভূতা মহাগুণসম্পন্না,—জানকী তপঃসিদ্ধিঃ, স্বর্গসিদ্ধিঃ (সর্ব্বসিদ্ধিরূপিণী জানকীর কৃপায় তপঃ-সিদ্ধি হয়, মা'র কৃপাতেই স্বর্গসিদ্ধি হইয়া থাকে,) জানকী ঐশ্বর্য্যরূপা (অণিমাদি অষ্ট বিভূতির, বিভূতি-বা-ঐশ্বর্য্যরূপা জানকীর অনুগ্রহেই প্রাপ্তি হইয়া থাকে), জানকী মূর্ত্তিমতী-সতী', ব্রহ্মবাদিরা, এই জগন্মাতাকে মহতী 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই উভয়রূপে স্তব করিয়া থাকেন। দেবী-উপনিষদে দেবী বলিয়াছেন, 'আমি বিদ্যা এবং আমিই অবিদ্যা' ('বিদ্যাহমবিদ্যাহম্।'—দেব্যুপনিষৎ)। শঙ্কর

অদ্ভুত রামায়ণে সীতাদেবীর কথা।

যে, সীতারামের স্তব করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়, শঙ্কর সীতাদেবীকে জগন্মাতা এবং রাঘবকে বিশ্বপিতা বলিয়াছেন; সীতাকে প্রপঞ্চরূপিণী এবং রামচন্দ্রকে নিষ্প্রপঞ্চরূপে বর্ণন করিয়াছেন; সীতাকে ধ্যানস্বরূপিণী, শ্রীরামচন্দ্রকে যোগিগণের ধ্যেয়াত্মমূর্ত্তি বলিয়াছেন; সীতাকে লক্ষ্মী এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণু, অপিচ সীতাকে গৌরী ও ও শ্রীরামচন্দ্রকে শিবরূপে স্তব করিয়াছেন, 'সীতা' ও 'গৌরী' এবং 'শিব' ও 'রাম' যে অভিন্ন তাহা বুঝাইয়াছেন। * শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে 'যিনি গৌরী, তিনিই রামচন্দ্র' ("যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা গৌরী ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ।"—শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ)। অতএব 'শিব', 'রাম', 'দুর্গা' (গৌরী) ও 'সীতা' ইহাঁরা যে, অভিন্ন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্ভুত রামায়ণ যেমন সীতাদেবীকে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই উভয়রূপেই বর্ণন করিয়াছেন, দেবী উপনিষদে দেবীও সেইরূপ আপনাকে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই উভয়রূপিণী বলিয়াছেন। অদ্ভুত-রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, জানকীই 'ঋদ্ধি', 'ইনিই সিদ্ধি', জানকী গুণময়ী, আবার ইনিই গুণাতীতা; জানকী হইতেই ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভব হইয়া থাকে, জানকীই সর্ব্ব-কারণের কারণ—পরমকারণ, জানকীই প্রকৃতি-বিকৃতি-স্বরূপিণী, জানকীই চিন্ময়ী, জানকীই চিদ্বিলাসিনী, ইনিই সর্ব্বানুস্যূতা (সর্ব্বপদার্থের অন্তর্বহির্ভাবে বিদ্যমানা) মহাকুণ্ডলিনী, ইনিই 'ব্রহ্ম' এই নামে অভিহিতা হয়েন, চরাচর জগৎ এই সীতাদেবীরই বিলাস, তাঁহারই অভিব্যক্তি। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ইহাঁকেই হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক হৃদয়ের অজ্ঞানগ্রন্থিকে বিঘট্টিত (ভিন্ন)

* "জগন্মাতা পিতৃভ্যাং চ জনন্যৈ রাঘবায় চ। নমঃ প্রপঞ্চরূপিণ্যৈ নিষ্প্রপঞ্চ-স্বরূপিণে॥ নমো ধ্যানস্বরূপিণ্যৈ যোগিধ্যেয়াত্মমূর্ত্তয়ে। পরিণামাপরিণামরিক্তাভ্যাং চ নমো নমঃ॥ কূটস্থবীজরূপিণ্যৈ সীতায়ৈ রাঘবায় চ। সীতালক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুঃ সীতা গৌরী ভবান্ শিবঃ॥"—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৪৩ অধ্যায়।

করেন, আনন্দময় হইয়া থাকেন। 'রাম' অচিন্ত্য, নিত্য, চিৎস্বরূপ; 'রাম' সর্ব্বসাক্ষী, সকলের অন্তঃস্থ (হৃদয়ে বিরাজমান); 'রাম' সর্ব্বলোকের এক কর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা; 'রাম' আনন্দমূর্ত্তি, 'ভূমা', যোগীরা সীতার যোগে অচিন্ত্য রামের ধ্যান করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর এই নিমিত্ত বলিয়াছেন—'সীতাদেবী ধ্যানস্বরূপিণী, শ্রীরামচন্দ্র যোগি-ধ্যেয়াত্মমূর্ত্তি' ("নমো ধ্যানস্বরূপিণ্যৈ যোগিধ্যেয়াত্মমূর্ত্তয়ে।"—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৪৩ অধ্যায়)। রাম ভৌতিক চরণরহিত হইয়াও, সর্ব্বত্র গমন করেন, ভৌতিক হস্ত বিনা সর্ব্বপদার্থ গ্রহণ করেন, ভৌতিক চক্ষু ব্যতিবেকে ইনি সব দেখেন, ভৌতিক কর্ণ বিনা সব শ্রবণ করেন। 'রাম' বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না, তাঁহার বেত্তা (জ্ঞাতা) কেহ নাই। এই রামই অগ্র্য, পুরাণ ও মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। অতএব 'রাম' ও 'সীতা' এই উভয়েরই অবতার বা দিব্য জন্মকথা অবশ্য শ্রোতব্য। সীতাদেবীর জন্মকথার শ্রবণ ব্যতীত সীতাদেবীর স্বরূপজ্ঞান বিনা, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকথা শ্রবণ যে পূর্ণ হইতে পারে না, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপদর্শন যে অসম্ভব হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অরূপীর (অশরীরীর) যে রূপবিধারণ, তাহা জীবের প্রতি কেবল অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * ভগবান্ অরূপী হইয়াও যে, রূপ গ্রহণ করেন, তাহা কেবল

* "জানকীপ্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা। তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধির্ভূতির্মূর্ত্তিমতী সতী॥ বিদ্যাবিদ্যা চ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ। ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিগুর্ণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা॥ ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ডসংভূতাসর্ব্বকারণকারণম্। প্রকৃতির্বিকৃতির্দেবীচিন্ময়ীচিদ্বিলাসিনী॥ মহা-কুণ্ডলিনী সর্ব্বানুস্যূতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা। যস্যা বিলসিতং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥ যামাধায় হৃদি ব্রহ্মন্ যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। বিঘট্টয়ন্তি হৃদ্গ্রন্থিং ভবন্তি সুখমূর্ত্তিকাঃ॥ * * * রামঃ সাক্ষাৎ পরংজ্যোতিঃ পরংধাম পরঃপুমান্। আকৃতৌ পরমোভেদো ন সীতারাম-য়োর্যতঃ॥ রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রোনাণুর্ভেদোনৈতয়োরস্তিকশ্চিৎ। সন্তোবুদ্ধা-তত্ত্বমেতদ্বিবুদ্ধাঃ পারংযাতাঃ সংসৃতের্মৃত্যুবক্ত্রাৎ॥ রামোঽচিন্ত্যোনিত্যচিৎসর্বসাক্ষী-সর্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈককর্তা। ভর্তাহর্তানন্দমূর্ত্তির্বিভূমা সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ

তাঁহার করুণা, বেদে ও বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা আছে। অগস্ত্য-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে 'সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বময়, সর্ব্বভূতহিতেরত, সকলের উপকারার্থ নিরাকৃতি পরমাত্মা সাকার ('রাম' রূপে অবতীর্ণ) হইয়াছিলেন; সেই ভক্তবৎসল লোকে সংসারীর ন্যায় চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভক্তদিগের প্রতি অনুকম্পা-বশতঃ দেব, দুঃখকেও সুখবৎ অনুভব করিয়াছিলেন' (ইহা পার্ব্বতীর প্রতি শঙ্করের উক্তি)। * 'যখন যখন ভক্তদিগের ভয় উৎপন্ন হয়, ভক্তবৎসল, করুণাসাগর, পরমার্থবিৎ তখন তখনি ভক্তগণের ধ্যানানুরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন' ("যদা যদা চ ভক্তানাং ভয়মুৎপদ্যতে তদা। তত্তদ্ভক্তস্য চিন্তায়ৈ তত্তদ্রূপো ব্যজায়ত। মৎস্য-কূর্ম্মবরাহাদিরূপেণ পরমার্থবিৎ॥"—অগস্ত্যসংহিতা)।

অগস্ত্যসংহিতোক্ত অবতারের কারণ।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল (নির্গুণ), অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকদিগের কার্য্যার্থ রূপ কল্পনা হইয়া থাকে' ("চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকস্য কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"—শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ)।

উপাসকদিগের কার্য্যার্থ অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'নির্ব্বিকার, আনন্দস্বরূপ, যিনি অনুদিত ও অনস্তমিত জ্ঞানাত্মাতে (যে

সঃ॥ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষ পুরাণম্॥ তয়োঃ পরংজন্ম উদাহরিষ্যে যয়োর্যথাকারণ দেহধারিণোঃ। অরূপিণোরূপবিধারণং পুনর্নৃণাং মহানুগ্রহ এব কেবলম্॥"

—অদ্ভুত রামায়ণ।

* "সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥
স ভক্তবৎসলো লোকে সংসারীব ব্যচেষ্টত।
ভক্তানুকম্পয়া দেবো দুঃখং সুখমিবান্বভূৎ॥" —অগস্ত্য সংহিতা।

জ্ঞান উদিত বা অস্তমিত হয় না, সেই নিত্য জ্ঞানরূপে) অবস্থিত পরমাত্মা অপাণিপাদ (হস্ত-পদবিরহিত) হইয়াও, তিনি সব গ্রহণ করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন, ভৌতিক চক্ষু না থাকিলেও তিনি সব দেখিতে পান, ভৌতিক কর্ণ না থাকিলেও তিনি সব শুনিতে পান, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অমনস্ক হইলেও, তিনি সব জানিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তাঁহার কেহ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা নাই। সর্ব্বকারণ বলিয়া, ইঁহাকেই অগ্র্য (প্রথম), পূর্ণ, মহাপুরুষ বলা হয়' ("অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)। অদ্ভুত-রামায়ণে, অগস্ত্য-সংহিতাতে, শ্রীমৎতুলসীদাস গোস্বামিকৃত রামায়ণে অবিকল এই শ্রুতির অভিপ্রায় প্রকটিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্কর গিরিজা ভগবতী পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, 'যাঁহার কৃপায় এই মায়াজনিত ভ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে, তিনি দয়ালু রামচন্দ্র, যাঁহার কেহই আদি ও অন্ত পান নাই, ইনি বিনা পদে চলেন, বিনা কর্ণে শ্রবণ করেন, হস্ত বিনা অনেক প্রকার কর্ম্ম করেন, মুখ বিনা সর্ব্বরস ভোগ করেন, স্থূল বাগিন্দ্রিয় বিনা বহু বাক্ বলেন, শরীর বিনা সকলকে স্পর্শ করিতে পারেন, স্থূল নয়ন বিনা সকলকে দেখিয়া থাকেন, নাসিকা বিনা অশেষ গন্ধ গ্রহণ করেন, ভগবান্ এইরূপে অবর্ণনীয় বহু অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করেন'। *

ভগবান্ ভৌতিক হস্ত-পদাদিবিরহিত হইয়াও গ্রহণ-গমনাদি কার্য্য করিতে পারেন।

* "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতাপীক্ষতেপ্যদৃক্। অকর্ণঃ স শৃণোত্যেতচ্ছন্দরূপং পরং মহঃ॥ বেত্তি বেদ্যং স সর্ব্বজ্ঞো ন বেদ্যো বিদ্যতে প্রভুঃ স মহাপুরুষঃ * * *।"

—অগস্ত্য সংহিতা।

"জাহু কৃপা অস ভ্রম মিটিজাঈ। গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাঈ॥
আদি অন্ত কোই জাসু ন পাবা। মতি অনুমান নিগম অস গাবা॥

রমা—দাদা! বহু রমণীয় কথা শ্রবণ করিতেছি, বড় আনন্দ হইতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আপনি কৃপা ক'রে আমাকে এখন এই সকল উপাদেয় কথা শুনাইতেছেন, আমি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—তুমি যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমাকে বিনা সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিবে। কোন্, কোন্ কথার উদ্দেশ্য তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু রমা—'সীতাদেবী' ও 'শ্রীরামচন্দ্র', অভিন্ন, যিনি 'রাম,' তিনিই 'জানকী,' উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই,। আপনার এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, কিন্তু 'সীতাদেবী' ও 'শ্রীরামচন্দ্র' যে, অভিন্ন আমি তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বক্তা—'সীতাদেবী' ও 'শ্রীরামচন্দ্র' এই উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই, এই কথার অভিপ্রায় কি তুমি যখন তাহা উপলব্ধি করিতে পার নাই, তখন 'সীতাদেবী' ও 'শ্রীরামচন্দ্র' এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এই কথা শুনিয়া তোমার আনন্দ হইয়াছে কেন? কোন কথার অর্থ না বুঝিলে কি আনন্দ হয়?

জিজ্ঞাসু রমা—বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিলে, শিশুরও আনন্দ হয়, শিশুও ভাল বাজনা শুনিলে, তালে তালে, নৃত্য করে। বীণার ঝঙ্কার কি বলিতেছে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে না, তবু বীণার মধুর ঝঙ্কার কর্ণ-

বিনু পদ চলৈ শুনৈ বিনু কানা। কর বিনু কর্ম করৈ বিধি নানা॥
আননরহিত সকল রসভোগী। বিনু বাণী বক্তা বড় যোগী॥
তনু বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা। গ্রহৈ ঘ্রাণ বিনা বাস অশেষা॥
অস সব ভাঁতি অলৌকিক করণী। মহিমা জাসু জাই নহি বরণী॥"

—তুলসীদাস-গোস্বামি-রচিত রামায়ণ॥

কুহরে প্রবেশ করিলে আনন্দে নাচিয়া থাকে। সীতা ও রাম অভিন্ন, জানকী ও জানকীনাথ, এই উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র ভেদ নাই, এই বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিলে, আমার উহা মধুর বীণার ঝঙ্কারের মত বোধ হয়, আমি বড় আনন্দ পাই। 'সীতা ও রাম এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই' এতদ্বাক্যের অর্থ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, আমার কেন আনন্দ হয়, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইলাম।

'সীতা ও রাম অভিন্ন' এতদ্বাক্যের অর্থোপলব্ধি না হইলেও ইহা শুনিয়া কেন রমার আনন্দ হয়।

বক্তা—আমি তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, আমি তোমা হইতে উহার ভাল উত্তর দিতে পারি না। আচ্ছা রমা! একটু ভাবিয়া, বল শুনি, সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র বস্তুতঃ অভিন্ন, এই কথা শুনিলে, তোমার যে, আনন্দ হয়, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু রমা—পূর্ব্বজন্মের প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিলে, আমি আপনাকে, আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে, "প্রথমে আপনার মুখ হইতে 'সীতারাম' এই মধুময় ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল, কেবল 'সীতা' বা কেবল 'রাম' নাম আমার শ্রবণ প্রথমে শ্রবণ করে নাই, তাই বড় হ'লে যখন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'সীতা' ও 'রাম' ইহারা দুইটী পৃথক্ নাম, তখনও ইহারা পৃথক্ নাম হ'লেও, পৃথক্ পদার্থ নহে, এইরূপ ভাবিতে ভাল লাগিত, 'সীতারাম' ত একেরই নাম, আমি তখনও ইহাই মনে করিতাম। বয়োবৃদ্ধির সহিত, যখন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'সীতা' জগন্মাতা, 'রাম' জগৎপিতা, তখনও মনে হইত 'সীতারাম' ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহেন, 'সীতা'ই রাম, 'রাম'ই সীতা। কেন এইরূপ মনে হইত, তাহা ভাবি না, তাহা ভাবিবার শক্তি আমার নাই।

সীতাকে কখন দেখি নাই, জীবন্ত রামরূপও কখন নয়নে পতিত হয় নাই, তবু কেন যে, 'সীতারাম' নাম এত মধুর লাগে, কেন যে, 'সীতারাম'কে ভালবাসিতে, 'আমি সীতারামের' এইরূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা জানি না"—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারিব না।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে আমি তাহা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার প্রশ্নের আড়ম্বরশূন্য ঠিক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। রমা! এক হইতেই, দুই, তিন, ইত্যাদি অনন্ত সংখ্যার উৎপত্তি হয়; ভাল ক'রে ভাবিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, একই দুই, একই দশ একই শত, একই সহস্র। এক হইতে নবাঙ্ক পর্য্যন্ত (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ ইহাদের পৃথগ্‌ভাব নাই, পরমার্থতঃ একই সব। আমি তোমাকে ক্রমশঃ সংখ্যাতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বাঙ্ক সর্ব্বসম্বন্ধ। অতএব যিনি 'সীতা', তিনি 'রাম', যিনি 'রাম', তিনি 'সীতা'; যিনি 'গৌরী', তিনি 'সীতা'; যিনি 'রাম', তিনি 'শিব,' যিনি 'শিব', তিনিই 'রাম'।

'এক' হইতেই অনন্ত সংখ্যার উৎপত্তি হয়; পরমার্থতঃ 'এক'ই সব; সর্ব্বাঙ্ক সর্ব্বসম্বন্ধ; যিনি সীতা তিনিই রাম, তিনিই গৌরী, তিনিই শিব; সীতারামাদির অভেদ সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই সকল শাস্ত্রকথা, কেবল কর্ণে রাখিও না, ইহারা যে সত্যের সত্য, তাহা শাস্ত্রোক্ত সাধনবিশেষ দ্বারা অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তোমাকে একটী স্তব বলিয়া দিব, তুমি যদি, যথাশক্তি অর্থচিন্তাপূর্ব্বক সেই স্তবটী নিত্য পাঠ কর, তাহা হইলে, তুমি যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, 'যিনি সীতা, তিনি রাম' এই অমূল্য শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি। 'হে ভগবন্ বিষ্ণু! তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্ শিব! তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্ দেব! তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্‌দেবপূজিত! তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্ যে তুমি সামপূজিত,

সেই তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্! যে তুমি যজুর্বেদস্তুত, সেই তোমাকে নমস্কার, হে! ভগবন্ সুরশক্রঘ্ন তোমাকে নমস্কার, হে ভগবন্! সুরপূজিত তোমাকে নমস্কার, হে কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম! তোমাকে নমস্কার, হে অমিতবিক্রম! তোমাকে নমস্কার, হে হৃষীকেশ! তোমাকে নমস্কার, হে স্বর্ণকেশ! তোমাকে নমস্কার। বেদবিৎ ব্যাসদেব, ধীমান্ দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি অগস্ত্য, পুলস্ত্য, ধৌম্য, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই হরি-হরাত্মক-স্তোত্র দ্বারা হরি-হরকে নিত্য নমস্কার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। তোমার যে, সীতারামকে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া ভাবিতে ভাল লাগে, তাহার কারণ, সীতারাম বস্তুতঃ এক, বস্তুতঃ অভিন্ন। 'সীতা' ও 'রাম' যে বস্তুতঃ অভিন্ন, যে উপায়ে তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিবে (ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি) আমি তোমাকে সেই উপায় বলিয়া দিব, শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেই, শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ হওয়া যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীর-গ্রহণের সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতা বিষয়ক বিচার।

জিজ্ঞাসু রমা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার, আনন্দস্বরূপ, যাঁহার জ্ঞান নিত্য, যাঁহার জ্ঞানের উদয় ও অস্তময় হয় না, যিনি সদা নিত্যজ্ঞানরূপে অবস্থিত, সেই পরমাত্মা বিনা পদে সর্ব্বত্র গমন করেন, বিনা করে সব গ্রহণ করেন, বিনা স্থূলচক্ষুতে সব দেখেন, বিনা কর্ণে সব শ্রবণ করেন ইত্যাদি। অদ্ভুত-রামায়ণে,অগস্ত্য-সংহিতাতে এবং তুলসীদাস-গোস্বামি-বিরচিত রামায়ণে এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির অভিপ্রায় অবিকল উক্ত হইয়াছে। আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমাত্মা হস্তাদি করণ ব্যতিরেকে যে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন, তাহার কারণ কি? শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহে যে এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? ভগবান্ যখন হস্তপদাদি করণসমূহের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই,সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তখন তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া, জন্মগ্রহণের আবশ্যকতা কি?

ভগবান্ যখন হস্তপদাদি-করণ ব্যতিরেকে সকল কার্য্য করিতে পারেন,তখন তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর।

বক্তা—তুমি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। আচ্ছা বল শুনি, হস্ত-পদাদির সাহায্য বিনা, গ্রহণ, গমন, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা তুমি কখন ভাবিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু রমা—ভাবিয়াছি, এখনও ভাবিয়া থাকি, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারি নাই, পারি না।

বক্তা—তুমি যখন ভ্রূণাবস্থাতে মাতৃগর্ভে ছিলে, যখন তোমার

হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি হয় নাই, তখনকার অবস্থাকে একবার ভাবিবার চেষ্টা কর। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর। অব্যক্ত বা শক্তিরূপে অবস্থিত ভাব কিরূপে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন করে, তাহা যথার্থভাবে চিন্তিত হইলে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিহীন ভ্রূণাবস্থা হইতে কিরূপে তুমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইবে। যে নিয়মানুসারে হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিহীন অবস্থা হইতে তুমি হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ, সে নিয়ম কি? অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহা কখন সৎ হয় না, অবিদ্যমানের জন্ম হয় না, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ভাবেরই স্থূলভাবে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মভাবে—শক্তি-রূপে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! 'অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কখন জন্ম হয় না, অসৎ কদাচ সৎ হয় না, এবং সৎও—যাহা বস্তুতঃ আছে—তাহাও কদাচ অসৎ—একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না', ডাক্তার বুক্‌নার, ডাক্তার ড্রেপার, অধ্যাপক হেকেল, খ্যাতনামা হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার, স্যার হ্যামিল্‌টন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সুধীগণও এই সৎকার্য্যবাদকে আশ্রয় করিয়াছেন; সাধারণ দৃষ্টিতে নব আবিষ্কৃত শক্তিসাতত্য ও শক্তিসমূহের ইতরেতর সম্বন্ধতত্ত্ব প্রাচীন প্রাচ্যদিগের 'অসৎ হইতে কখন সতের অভিব্যক্তি হয় না এবং বস্তুতঃ সৎও কদাচ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না', বিশ্বের 'সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে

প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সুধীগণের মধ্যে অনেকেই "অসৎ কদাচ সৎ হয় না এবং সৎও কদাচ অসৎ হয় না" এই কথা অভ্যুপগম করিলেও, ইঁহারা 'অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান', 'বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য' ইত্যাদি বেদ ও বেদমূলক, শাস্ত্রসমূহের উপদেশকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

নিত্য, এই সিদ্ধান্তেরই অনেকতঃ অন্তর্ভূত, নবীন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে এবম্প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, * তথাপি ইহাঁরা 'অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান্; বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য; যে চন্দ্র-সূর্য্যকে এখন দেখিতেছি, ইহাঁরা পূর্ব্বেও ছিল,'পরেও থাকিবে', বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের এইসকল উপদেশকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদি

যাহা কিছু স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে।

তাহা পারিতেন, তাহা হইলে, নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ 'মানুষমাত্রেই জীবাণু হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে, হইতেছে', এই মতের পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না। সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ভাবেরই স্থূলভাবে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে যাহা বিদ্যমান থাকে না, তাহার কদাচ স্থূলভাবে অভিব্যক্তি হইতে পারে না, এই সত্য যদি পূর্ণভাবে অনুভূত হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতেই হইবে, যাহা কিছু স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে,

---

* অধ্যাপক ডাক্তার বুক্‌নার এম্, ডি, (Prof. Ludwig Buchner, M.D.) বলিয়াছেন—"Never can nothing become something, nor something nothing. * * * * The universe or matter with its properties, conditions or movements which we name forces must have existed from and will exist to all eternity, or—in other words—the universe can not have been created."—*Force and Matter*, P. 10.

ডাঃ ড্রেপার বলিয়াছেন—"The doctrine of the conservation and correlation of Force yields as its logical issue the time-worn Oriental emanation theory, the doctrines of Evolution and Development strike at that of successive creative acts. Now, the Asiatic theory of emanation and absorption is seen to be in harmony with this grand idea."—*The conflict between Religion and Science*, P. 358.

অতএব হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে যে, ইহারা শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা মানিতে হইবে।

বক্তা—প্রশ্নোপনিষৎ বুঝাইয়াছেন, সর্ব্ব পদার্থই স্বয়ংপ্রকাশ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে ("এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।"—প্রশ্নোপনিষৎ)। সর্ব্বই—পরমাত্মাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে, এইস্থলে 'সর্ব্ব' শব্দ দ্বারা কি লক্ষিত হইয়াছে, শ্রুতি স্বয়ং তাহা বলিয়া দিয়াছেন। 'সর্ব্ব' শব্দ দ্বারা শ্রুতি এস্থলে কার্য্যকরণাত্মক নিখিল বিষয়জাতকেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ প্রাণ, উপাধিবিশিষ্ট জীব ইত্যাদি সকলই পরমাত্মাতে বিগুমান থাকে, সকলই পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত হয়। * 'সকলেই পরমাত্মাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে, সকলেই পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত', এই কথা শুনিবার পর তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা হইবে, যে পরমাত্মনামক পদার্থে 'সর্ব্ব' সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে, যে পরমাত্মনামক পদার্থ হইতে সর্ব্বের—কার্য্যকরণাত্মক নিখিল বিষয়ের আবির্ভাব হয়, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কি? তৈত্তিরীয়োপনিষদে বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, 'যে উপাদান হইতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত অখিল ভূত উৎপন্ন হয়,

'সর্ব্বপদার্থই স্বয়ং প্রকাশ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে।'

---

* "স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ রসশ্চ রসয়িতব্যং চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ বাক্ চ বক্তব্যং চ * * * মনশ্চ মন্তব্যং চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চাহংকারশ্চাহংকর্ত্তব্যং চ চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥"—প্রশ্নোপনিষৎ।

যদ্দ্বারা জাত ভূতসমূহ প্রাণধারণ করে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, বিনাশকালে যাঁহাতে প্রলীন হইয়া থাকে, জন্মাদিকারণভূত সেই সচ্চিদানন্দরূপ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে ইচ্ছা কর ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। পাণিনিদেব সূত্র করিয়াছেন, জায়মানের যাহা প্রকৃতি তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে ("জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।"—পা ১।৪।৩০)। 'যাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ভূতসকলের যাহা প্রকৃতি'—এইস্থলে

ব্রহ্মই কি বিশ্বের 'প্রকৃতি' ?

জিজ্ঞাস্য হইবে, ব্রহ্মই কি, বিশ্বের প্রকৃতি? অপিচ জিজ্ঞাস্য হইবে, 'প্রকৃতি' শব্দ দ্বারা পাণিনিদেব কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? বৃত্তিকার পণ্ডিতপ্রবর জয়াদিত্য বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি' শব্দ কারণ বা হেতু-মাত্রপর—কারণ বা হেতুমাত্রের বাচক ('প্রকৃতিঃ কারণং হেতুঃ'—কাশিকা); পাণিনিদেব 'উপাদান' ও

প্রকৃতি কোন্ পদার্থ ?

'নিমিত্ত', প্রকৃতি শব্দ দ্বারা এই দ্বিবিধ কারণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও কৈয়টের মতে 'প্রকৃতি' শব্দ উপাদানকারণবাচী। ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, আমি এই জন্য উভয়সাধারণ উদাহরণ দিয়াছি; ভট্টোজিদীক্ষিতের উদাহরণ 'ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে', অর্থাৎ 'ব্রহ্মা' বা হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। 'ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে', এখানে ব্রহ্মণঃ শব্দের যদি 'সগুণব্রহ্ম', এই অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে, তাঁহার উপাদানত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া-শবল বা সগুণব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান কারণ, ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। হরিদীক্ষিত বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি' শব্দ উপাদান কারণ বুঝাইতে ব্যবহৃত

হইয়াছে, ভাষ্য-ও-কৈয়টসম্মত এই মতই যুক্তিসিদ্ধ, 'প্রকৃতি' শব্দটার এই অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। নাগেশভট্টও বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি' শব্দ উপাদান কারণ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে. বৃত্তিকার 'হেতু' বলিতে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ' এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—"অপক্রামন্তি তাস্তেভ্যঃ। যদ্যপক্রামন্তি কিং নাত্যন্তায়াপক্রামন্তি সন্ততত্বাৎ।"—মহাভাষ্য। ভাবার্থ—যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে তাহা অপগমন করে, তাহা হইতে তাহা নির্গত হইয়া থাকে; এবং যাহা হইতে যাহা অপক্রমণ করে, তাহাতে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাইত লৌকিক নিয়ম, কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা করিলে, এই নিয়মের ব্যভিচার উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? বৈশেষিক-দর্শন মতে পরমাণু বিশ্বের উপাদান কারণ, পরমাণু হইতে বিশ্বকার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কৈ বিশ্বকার্য্য পরমাণু হইতে ত অপক্রমণ করে নাই। পরিণামবাদি-সাংখ্যদর্শনও বুঝাইয়াছেন, জন্ম ও নাশ (সৃষ্টি ও লয়) প্রকৃতির আবির্ভাব-তিরোভাবলক্ষণ পরিণামদ্বয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, এ মতেও কারণ হইতে কার্য্যের অপক্রমণ সিদ্ধ হইতেছে না। যাহা হইতে যাহা অপক্রান্ত হয়, তাহাতে আর তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, এই লৌকিক নিয়মের বিপর্য্যয় হইবার কারণ কি? উত্তর—'সন্ততত্বাৎ'। প্রকৃতির সন্ততত্ব—সর্ব্বব্যাপকত্ব বা বিচ্ছেদরাহিত্যবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে, এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে প্রকৃতি নাই। যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহার আবার জন্ম হইবে কিরূপে? এবং যাহা অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই তাহারও উৎপত্তি অসম্ভব। 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দুই পক্ষ ব্যতীত পক্ষান্তর নাই, তবে 'অরক্ষু

কারণ হইতে কার্য্যের অপক্রমণ সিদ্ধ হয় না।

জন্মিতেছে', 'জগতের সৃষ্টি হইতেছে', এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হয় কেন? ইহাতে কোন দোষ হয় না। বুদ্ধিব্যবস্থাপিত অর্থের—অব্যাকৃত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান ভাবের কর্ত্তৃ-করণাদি কারক দ্বারা অভিব্যজ্যমান অবস্থা-বিশেষই 'জন্ম' শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও পূজ্যপাদ কৈয়টের উদ্ধৃত বচন সকলের তাৎপর্য্য হইতেছে, কার্য্য হইতে কারণ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে; যাহা যাহার ব্যাপক, যাহার গর্ভে যাহা ধৃত, তাহা তাহার কারণ; যাহা পরম কারণ, যাহা কাহারও বিকার নহে, তাহা "পরব্রহ্ম"—তাহা পরম কারণ। কারণ হইতে কার্য্য কখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, হইতে পারে না, কোন বস্তুই বস্তুতঃ নূতন নহে। * 'প্র' উপসর্গপূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' বা কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় করিয়া "প্রকৃতি" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-ভিন্ন কারক বা ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'প্রকৃতি' শব্দ সুতরাং যদ্দ্বারা যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, প্রকৃষ্টরূপে করার ভাব বা প্রক্রিয়া এবং কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'প্রকৃতি' শব্দ 'যাহা কিছু উৎপাদন করে', এতদর্থের বাচক। পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্রও 'প্রকৃতি' শব্দটীর 'যাহা উৎপাদন করে' এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা'—তত্ত্বকৌমুদী; অর্থাৎ যাহা করে, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা তাহা 'প্রকৃতি' পদার্থ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে

কার্য্য হইতে কারণ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে; যাহা যাহার ব্যাপক, তাহা তাহার কারণ, যাহা পরম কারণ তাহা পরব্রহ্ম; কারণ হইতে কার্য্য কখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, কোন বস্তুই বস্তুতঃ নূতন নহে।

* "ননু সতো জন্মযোগাদসতশ্চ কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ পক্ষান্তরাভাবাচ্চ কথমঙ্কুরো জায়ত ইতি প্রয়োগঃ। নৈষ দোষঃ। বুদ্ধিব্যবস্থাপিতস্যার্থস্য ক্রিয়ায়াং কারকরূপোপগমাৎ।" —কৈয়ট।

প্রকৃতিই নিখিল জগতের উপাদান কারণ, প্রকৃতিই প্রকৃষ্টরূপে পদার্থ-সমূহের পরিণাম সাধন করেন, এই নিমিত্ত প্রকৃতির 'প্রকৃতি' নাম হইয়াছে, 'প্রকৃতি' 'শক্তি', 'অজা', 'প্রধান', 'অব্যক্ত', 'তমঃ', 'মায়া', 'অবিদ্যা' ইত্যাদি প্রকৃতির পর্য্যায়। *

"তম আসীৎ"—ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭।

অর্থাৎ নৈশ 'তমঃ' যে প্রকার সর্ব্বপদার্থজাতকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই প্রকার আত্মতত্ত্বের আবরক বলিয়া মায়াপরপর্য্যায় ভাবরূপ অজ্ঞান 'তমঃ' এই শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। † 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ' এই পাণিনীয়সূত্রে 'প্রকৃতি' ব্যবহৃত শব্দ যে উপাদানকারণবাচী, শারীরক ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"—এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তাহাই বুঝাইয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ', এই পাণিনীয়-সূত্রে ব্যবহৃত 'প্রকৃতি' শব্দ উপাদানকারণবাচী বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি—উপাদানকারণ, এবং ব্রহ্মই ইহার নিমিত্তকারণ; যাহা স্বয়ং বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়—কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা উপাদান বা সমবায়িকারণ। চরকসংহিতাতে ইহাকে 'কার্য্যযোনি' এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে ("কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।"—বিমানস্থান)। 'মৃত্তিকা' ও 'সুবর্ণ' যথাক্রমে

উপাদান ও নিমিত্ত কারণের স্বরূপ; ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি—উপাদান কারণ এবং ব্রহ্মই ইহার নিমিত্ত কারণ।

* "প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎপরম্পরয়াঽখিলবিকারোপাদানত্বং প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অস্যা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমো মায়াঽবিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ।"—সাংখ্যসার।

† যথা নৈশতমঃ সর্বপদার্থজাতমাবৃণোতি তদ্বৎ আত্মতত্ত্বস্যাবরকত্বান্মায়াপরসংজ্ঞং ভাবরূপাজ্ঞানমত্র তম ইত্যুচ্যতে।"—সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

ঘট ও কুণ্ডলের উপাদান কারণ। কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া যাহা কার্য্যোৎপাদন করে, তাহা 'নিমিত্ত কারণ'। 'কুলাল' ও 'স্বর্ণকার' যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডলের নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণরূপে গ্রহণ না করিলে শ্রুতির 'প্রতিজ্ঞা' ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়; শ্রুতি বলিয়াছেন, এককে জানিলেই সকল জানা হয়; শ্রুতির উপদেশ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় পদার্থ ছিলেন, তখন পদার্থান্তর ছিল না। ব্রহ্মকে উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয় কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, 'এককে জানিলে, সকল জানা হয়', এবং 'এক ভিন্ন পদার্থান্তর নাই' শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। *

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রকৃষ্টরূপে কৃত হয়, উৎপাদিত হয়, কার্য্য যদ্দ্বারা তাহা 'প্রকৃতি', 'প্রকৃতি' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি হইতে ইহা যে, ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণ, তাহা প্রতিপন্ন হয়। যদ্যপি নিমিত্ত কারণ কুলাল (কুম্ভকার) দ্বারাও 'ঘট' উৎপাদিত হয়, যদিও কুম্ভকারের ঘট-কার্য্যোৎপত্তিতে কারকতা আছে, তথাপি কুলালের (কুম্ভকারের) ঘট-কার্য্যোৎপাদনে প্রকর্ষ নাই, কুলাল, মৃত্তিকার ন্যায় ঘটকার্য্যের সর্ব্বদা অনুগমন করে না। অতএব কার্য্যের প্রতি উপকার-প্রকর্ষহেতু উপাদান কারণেরই প্রকৃতিত্ব (প্রকৃষ্টকৃতিত্ব) সিদ্ধ হইয়া থাকে,

'প্রকৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি; উপাদান কারণেরই 'প্রকৃতিত্ব' সিদ্ধ হয়।

* যতঃ ইতীয়মপি পঞ্চমী 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যত্র 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতি'-রিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বং ত্বধিষ্ঠাত্রন্তরাভা-বাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদী-নধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য সতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ।"—শারীরক ভাষ্য।

নিমিত্ত কারণের প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় না। * জিজ্ঞাস্য হইবে, এই প্রকৃতিত্ব (উপাদানকারণত্ব) ব্রহ্মের অথবা মায়ার? নিগুর্ণ ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব উপপন্ন হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতিত্ব মায়ার, নিগুর্ণ ব্রহ্মের নহে ("নম্বু প্রকৃতিত্বং মায়ায়া এব ন তু ব্রহ্মণঃ।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক-ভাষ্য)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মায়াকে 'প্রকৃতি' এবং মহেশ্বরকে 'মায়ী' (মায়া আছে যাঁহার, মায়া যাঁহার শক্তি) বলিয়া জানিবে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। তবে ব্রহ্মকে প্রকৃতি বলা সঙ্গত হইবে কেন? সায়ণাচার্য্য এতদুত্তরে বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ হয় না। 'মায়া' ব্রহ্মেরই শক্তি, অতএব মায়ার স্বাতন্ত্র্য নাই ("নায়ং দোষঃ। মায়ায়া ব্রহ্মশক্তিত্বেন স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য)। মায়া যে, ব্রহ্মের শক্তি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রকৃতিত্ব মায়ার, নিগুর্ণ ব্রহ্মের নহে। 'মায়া' ব্রহ্মেরই শক্তি। অতএব ব্রহ্মকে 'প্রকৃতি' বলিলে দোষ হয় না।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে * * *" ইত্যাদি শ্রুতির প্রকৃত আশয় কি, আমি তাহা অদ্যাপি ভাল বুঝিতে পারি নাই। বাবা! অদ্বিতীয় পরমাত্মার কিরূপে স্বতঃ উপাদানত্ব ও নিমিত্তত্ব এই উভয়বিধত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিন। পরমাত্মা অপাণি হইয়াও গ্রহীতা, হস্ত না থাকিলেও, তিনি সব গ্রহণ করিতে পারেন,

* "প্রকর্ষেণ ক্রিয়ত উৎপাদ্যতে কার্য্যমনয়েতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রকৃতিরূপাদানং মৃদাদিকম্। যদ্যপি নিমিত্তকারণেন কুলালেনাপি ঘট উৎপাদ্যতে তথাপি কুলালস্য তদুৎপাদনে প্রকর্ষো নাস্তি। ন হি কুলালো মৃত্তিকেব কার্য্যে ঘটে সর্ব্বদাহনুগচ্ছতি। তস্মাত্ কার্য্যং প্রত্যুপকারকপ্রকর্ষাদুপাদানবৎ প্রকৃতিঃ।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

পদবিহীন হইয়াও তিনি বেগবান্—সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন, অচক্ষু হইলেও তিনি সব দেখেন, অকর্ণ হইয়াও সব শ্রবণ করেন ইত্যাদি শ্রৌত উপদেশের প্রকৃত আশয় কি, অদ্ভুত রামায়ণে, অগস্ত্য-সংহিতাতে, তুলসীদাস-গোস্বামি-বিরচিত রামায়ণে কোন্ উদ্দেশ্যে উক্ত শ্রুতি স্মৃত হইয়াছে, আপনি তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং এই নিমিত্ত পরমাত্মাতেই সর্ব্ব সম্যগ্রূপে অবস্থান করে, অদ্বিতীয় পরমাত্মা হইতে সর্ব্ব কার্য্য-করণাত্মক বিষয়জাতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, প্রশ্নোপনিষৎ হইতে আপনাকে তাহা বলিতে হইয়াছে। যে পরমাত্মাতে সর্ব্ব সম্যগ্রূপে অবস্থান করে, যে পরমাত্মা হইতে সর্ব্ব পদার্থের অভিব্যক্তি হয়, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কি, তাহা না বুঝাইলে, পরমাত্মাতে সব অবস্থান করে, পরমাত্মা হইতে সকলের আবির্ভাব হয়, এই শ্রুতির তাৎপর্য্য যথার্থভাবে গৃহীত হইবে না, অতএব আপনি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বা আরণ্যক হইতে পরমাত্মাই যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পরমাত্মা বিশ্বের উপাদানকারণ এবং পরমাত্মাই বিশ্বের নিমিত্তকারণ ইহা প্রতিপাদিত না হইলে, অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হয় না, 'এককে জানিলে সব জানা হয়', শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞার রক্ষা হয় না, এই নিমিত্ত পরমাত্মাই যে, বিশ্ব কার্য্যের উপাদানকারণ বা প্রকৃতি এবং পরমাত্মাই যে বিশ্বকার্য্যের নিমিত্তকারণ তৎপ্রতিপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি' কোন্ পদার্থ, 'প্রকৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, আপনি বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়াছেন; মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এতদ্দ্বারা আমার প্রভূত উপকার হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ মায়া বা ব্রহ্ম-শক্তির প্রকৃতিত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়াছেন। ইতঃপর 'মায়া' যে, পরমাত্মার

শক্তি, তৎপ্রতিপাদনার্থ আপনি "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে * * *" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি-বচনকে স্মরণ করিয়াছেন।

বক্তা—এখন তোমার যে যে বিষয়ের সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু নন্দ—সাংখ্যমত স্মৃতিপথে জাগরিত হওয়ায়, জিজ্ঞাসা হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন 'প্রকৃতি' বলিতে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের 'প্রকৃতি' কি তৎপদার্থ? পরমাত্মার শরীর এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, পরমাত্মার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কোন পদার্থের অস্তিত্ব কথনও কাহার দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, হয় না, পরমাত্মার বিবিধ পরাশক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, পরমাত্মার পরা-শক্তি স্বাভাবিকী—নিত্যা, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া—সর্ব্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তি এবং বলক্রিয়া—স্ব-সন্নিধিমাত্রে সর্ব্বকে বশীকৃত করিয়া নিয়মন, স্বাভাবিকী—অন্যের আয়ত্ত নহে—আগন্তুক নহে, এই সকল শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। সর্ব্বকরণ ব্যতিরেকেও ঈশ্বর করণকার্য্য করেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, আমার তাহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়।

বক্তা—কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত পুরুষদিগের স্থূল-সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বা বিচারশক্তিভেদে সাধারণতঃ যত প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপণ করিতে যাইয়া শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রথমে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রায় তত প্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ ও উহাদের যাথার্থ্য বিচার করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যে ভাবে প্রশ্নোত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারি কিয়দংশ তোমাকে জানাই-তেছি, তুমি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বিশ্ব-কার্য্যের কারণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ ও তাহাদের যাথার্থ্য বিচার।

কার্য্য কারণবান্—অন্তঃ ও বহিঃ বা স্থূল ও সূক্ষ্ম এই অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্ট, আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সৃষ্ট হইয়া কাহা দ্বারা জীবিত আছি? প্রলয়কালেই বা আমরা কোথায় ছিলাম? কাহা দ্বারা নিয়মিত হইয়া, আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি? কে আমাদের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন? ("কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥"—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি)।

জগদুৎপত্তির প্রতি ব্রহ্মই কি কারণ?

দেখিতে পাই, কালে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, কালে স্থিত এবং কালে বিলীন হইয়া থাকে, কালই সর্ব্বভূতের বিপরিণামহেতু; অতএব কালই কি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারণ? দেখিতে পাই, প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পদার্থ সমূহের এই স্বভাব—এই প্রতিনিয়তা শক্তিই কি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়হেতু? অথবা নিয়তিকে—অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মকে জগতের কারণরূপে গ্রহণ করিব? জগৎ কি অকারণ সমুদ্ভূত হইয়াছে? কেহ কেহ বলেন, আকাশাদি ভূত সকলই জগতের কারণ এই সিদ্ধান্ত কি সৎ? কাহারও মতে পুরুষ বিজ্ঞানাত্মা জগতের যোনি, অতএব পুরুষকেই কি জগদ্‌যোনি বলিয়া অবধারণ করিব? অপিচ জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কালাদি প্রাগুক্ত পদার্থসমূহের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জগতের কারণ, অথবা ইহাদের সমূহ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে? ("কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানিযোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)।

অথবা কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, আকাশাদি ভূত বা পুরুষই জগতের কারণ?

কালাদির প্রত্যেকে জগতের কারণ, এ সিদ্ধান্ত দৃষ্টিবিরুদ্ধ। লোকে

দেখিতে পাওয়া যায়, সংহত দেশ-কাল নিমিত্ত হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কালাদির সমূহ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারণ, তবে এই সিদ্ধান্তই কি গ্রাহ্য? ইহাই কি, সৎসিদ্ধান্ত? না, তাহাও নহে।

কালাদির সমূহ কি জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ? অথবা জীবাত্মাই কারণ?

সংহতি পরার্থা, যাহা পরার্থক—পরতন্ত্র, তাহা কখন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়নিয়ম-লক্ষণ কার্য্যের পরম কারণ হইতে পারে না, তাহা আত্মভাবে কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। তবে কি, জীবাত্মাই কারণ? না, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ জীবাত্মাও স্বতন্ত্র নহেন, জীবাত্মাও সুখ-দুঃখের হেতুভূত কর্ম্মের বশীভূত। কর্ম্মানুগত আত্মার ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মে সামর্থ্য থাকিতে পারে না, ("সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাহপ্যনীশঃ সুখ-দুঃখহেতোঃ।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। শুদ্ধ তর্কযুক্তির সাহায্যে যথাযথভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারণ অবধারিত হইতে পারে না। সৃষ্টিতত্ত্ব যে অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্বজ্ঞ জগৎস্রষ্টা ব্যতিরেকে অন্য কেহই যে, সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত রহস্যজ্ঞ নহেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ঋগ্বেদ যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে (অবতারতত্ত্বে) তাহা উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ তর্ক-যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক অধ্যাত্মতত্ত্বের—পরমাত্মা বা পরমকারণের অনুসন্ধান করিলে কোনরূপ অভ্রান্ত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বহির্দৃষ্টি দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে, অধ্যাত্মতত্ত্বের যথার্থভাবে অবলোকন করিতে হইলে, চিত্তকে অন্তর্মুখ করা—একাগ্র করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যে অত্যাবশ্যক, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মবদনশীল—ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়তৎপর

শুদ্ধ তর্ক-যুক্তি দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না; অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে ধ্যান-যোগের আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য।

পুরুষগণ যখন তর্ক-বিচার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরমকারণকে অবধারণ করিতে পারগ হইলেন না, তখন তাঁহারা 'ধ্যাতব্যস্বীকারোপায়'—ধ্যেয় বা চিন্তনীয় বিষয়ের যথাযথভাবে গ্রহণের একমাত্র নিশ্চিতসাধন ধ্যান-যোগানুগত—ধ্যানযোগে সমাহিত হইয়া দেখিয়াছিলেন, স্বগুণ-নিগূঢ়া—প্রকৃতিকার্য্যভূত পৃথিব্যাদি দ্বারা সংবৃতা দেবের—দ্যোতনাত্মক, মায়ী মহেশ্বর বা পরমাত্মার আত্মভূতা (অস্বতন্ত্রা—অপৃথগ্‌ভূতা) শক্তিই—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ। 'দেবাত্মশক্তি' এই পদের ভাষ্যকার নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবতাত্মাতে—ঈশ্বররূপে অবস্থিতা শক্তি='দেবাত্মশক্তি'; অথবা দেবের—পরমেশ্বরের আত্মভূতা, জগতের উদয়-স্থিতি-ও-লয়ের হেতুভূতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা, স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা নিগূঢ়া শক্তি=দেবাত্মশক্তি; অথবা 'দেব', 'আত্মা' ও 'শক্তি' যে পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ, সেই পরব্রহ্মের 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা, ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা পরাৎপরতরা শক্তিই 'দেবাত্মশক্তি'; অথবা দেবের—দ্যোতনাত্মক—প্রকাশস্বরূপের—জ্যোতিঃসমূহের—জ্যোতীরূপে প্রজ্ঞানঘনময় পরমাত্মার জগতের উদয়, স্থিতি, লয় ও নিয়মনবিষয়া যে শক্তি তাহাই 'দেবাত্মশক্তি' ("তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)। * 'কাল', 'স্বভাব' ও আকাশাদি ভূতসমূহের পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, তিনিই ইহাদিগকে নিয়ামিত করিয়া

* "ধ্যানং নাম চিত্তৈকাগ্র্যং তদেব যোগো যুজ্যতেঽনেনেতি ধ্যাতব্য-স্বীকারোপায়স্তমনুগতাঃ সমাহিতাঃ অপশ্যন্—দৃষ্টবন্তঃ দেবাত্মশক্তিমিতি। * * *"
"অথবা দেবস্য পরমেশ্বরস্যাত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা-ত্মিকাং শক্তিম্। তথাচোক্তম্ শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা ইতি। * * *"
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য।

রাখিয়াছেন, ইহারা তাঁহারই নির্দ্দেশবর্ত্তী, তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে।

বিশ্বের কারণতত্ত্ব অবগত হইতে যাইয়া, স্বদেশীয়, বিদেশীয় আস্তিক, নাস্তিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সুধীগণ গভীর গবেষণা দ্বারা পরস্পর-বিরুদ্ধ যত প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষঃ ইতি চিন্ত্যা", শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এই একটীমাত্র অক্ষর পংক্তি দ্বারা তৎসমুদায়ের সমাহার করিয়াছেন, এবং কেবল মত-সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, দূষিত সিদ্ধান্ত সমূহের দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক এক কথায় প্রকৃত সিদ্ধান্তের উপদেশ করিয়াছেন। "সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখ-দুঃখহেতোঃ", এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে নাস্তিকমত-খণ্ডনের অমোঘ শক্তি, শাণিত অসি আছে। তা'ই বলিতে ইচ্ছা হয়, তা'ই মানিতে বাধ্য হই, শ্রুতিই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূতি, 'বেদই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়কারণ', 'বেদ' ও 'ব্রহ্ম' এক পদার্থ। যে ব্রহ্মকে বিশ্বের উপাদান কারণ বা 'প্রকৃতি' বলা হইয়াছে, সেই 'ব্রহ্ম' কি নিরুপাধিক? নির্গুণ, কূটস্থ বা অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, অদ্বিতীয় পরমাত্মার স্বতঃ কারণত্ব—উপাদানত্ব ও নিমিত্তত্ব উপপন্ন হয় না। সোপাধিক ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ("অদ্বিতীয়স্য পরমাত্মনো ন স্বতঃ কারণত্বমুপাদানত্বং নিমিত্তত্বং চ।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্য)। দ্যোতনাত্মক মায়ী মহেশ্বরের (পরমাত্মার) যে আত্মভূতা—অস্বতন্ত্রা—অপৃথগ্‌ভূতা শক্তি,

'শ্রুতিই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূতি', 'বেদই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়কারণ', 'বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ'।

সোপাধিক ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

তাহাকেই শ্রুতি বিশ্বপ্রকৃতি—বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত 'বিজ্ঞানামৃত' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রধান বা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের উপাধিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মের জগৎ-প্রকৃতিত্ব "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (বেদান্তসূত্র. ১।৪।২১) এই সূত্রের অর্থ নহে; বেদান্তের এই পাদে শক্তিরই প্রকৃতিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তথা সাক্ষাদ্ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতিত্বমপি নাস্যসূত্রস্যার্থঃ অস্মিন্ পাদে শক্তেরেব প্রকৃতিত্বাৎ।" —বিজ্ঞানামৃতভাষ্য)। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই উভয়ের যোগে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, অবিকৃতিরূপা (যাহা কাহার বিকার বা কার্য্য নহে) ও অখিল বিকারের মূল প্রকৃতি—ত্রিগুণময়ী শক্তি এবং প্রকৃতি-বিকৃতির উদাসীন পুরুষ—'চিচ্ছক্তি' এই উভয় হইতে মহদাদি সপ্তত্ত্বের (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র) উৎপত্তি হয়। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই উভয়ের যোগে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরুষাংশের অবিক্রিয়ত্ব-নিবন্ধন, অপিচ প্রকৃত্যংশের বিকারশীলত্ববশতঃ প্রকৃত্যংশই প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ঋগ্বেদ এই জন্য 'অর্দ্ধগর্ভা' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহদাদি সপ্তপ্রকৃতি-বিকৃতি, অর্দ্ধাংশ (প্রকৃত্যংশ) দ্বারা বিশ্বজগৎকে প্রসব করে। মহদাদি সপ্ততত্ত্বই, সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ্য এই উভয়বিধ পদার্থের বীজ-স্বরূপ—কারণভূত। এই মহদাদি সপ্ততত্ত্ব, বিষ্ণুর, সর্ব্বব্যাপক পুরুষের একদেশবর্ত্তী—একপাদাশ্রিত, ইহারা তাঁহারই শক্তি। * 'পুরুষ' ও

* "অর্দ্ধাঃ সপ্তার্দ্ধগর্ভাঃ সপ্ত মহদহংকারৌ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি মিলিত্বা সপ্তসংখ্যানি তত্ত্বানি অর্দ্ধগর্ভাঃ অবিকৃতিরূপাঃ বিকারাশ্রয়ায়াঃ মূলপ্রকৃতেঃ প্রকৃতিবিকৃতেরুদাসীনস্যাত্মনঃ শ্চোৎপন্নত্বাদর্দ্ধাংশেন প্রপঞ্চাকারেণ পরিণামাদর্দ্ধগর্ভাঃ পুরুষাংশস্যাবিক্রিয়ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ অতএব তেষাং প্রকৃতিবিকৃতিত্বং যস্মাদেবং তস্মাদ্ভুবনস্য রেতঃ কারণং কারণভূতানি তান্যেব বিষ্ণোর্ব্যাপ্তস্য পুরুষস্য বিধর্ম্মণি প্রদিশা প্রদেশেন তিষ্ঠন্তি।"—সায়ণভাষ্য।

'প্রকৃতি' এক ব্রহ্মের রূপদ্বয় (Dual aspect)। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি—উপাদান এতৎপ্রতিপাদনার্থ 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (বেদান্তসূত্র, ১।৪।২৬) এই সূত্রটীও রচিত হইয়াছে। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে,—ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণামিত করিয়াছেন, এই শ্রৌত অর্থও ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা ব্যক্ত করিতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, অন্যকারণনিরপেক্ষ হইয়া, ঈশ্বর আপনা হইতেই সর্ব্বপরিণাম সাধন করিয়াছেন, এই শ্রৌত উপদেশ হইতে ঈশ্বরের উপাধি যে নিত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হয় ("তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি শ্রুত্যা স্বকৃতিতঃ এবেশ্বরস্য সর্ব্বপরিণামাবগমাদিত্যর্থঃ * * * অত ঈশ্বরোপাধির্নিত্য এবেতি" * * *—বিজ্ঞানামৃতভাষ্য)। অবতারতত্ত্বে ভগবান্ যাস্কের 'দেবতারা আত্মা হইতেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন', এই কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন ঈশ্বর হস্ত বিনা গ্রহণ করেন, পদ বিনা গমন করেন, অচক্ষু হইয়া দেখেন, অকর্ণ হইয়া শ্রবণ করেন এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা চিন্তা করিব।

ঈশ্বর কোন্ পদার্থ?

পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ (ক্লেশ-হেতু), ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, কর্ম্মফলবিপাক (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ), তদনুকূল আশয় (বাসনা—সংস্কার) এই সমস্ত যাঁহাতে নাই, এই সমস্ত যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাদৃশ পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর পদার্থ। অবিদ্যাদি ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, কর্ম্মফলবিপাক (জাতি, আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখ ভোগ) এবং আশয় (বাসনা বা সংস্কার), ইহারা চিত্তের ধর্ম্ম, ইহারা পুরুষের ধর্ম্ম নহে; তবে সৈন্যদিগের জয় ও পরাজয়, যেমন রাজার জয়-পরাজয় বলিয়া

ঈশ্বর পদার্থের স্বরূপ।

ব্যবহার হয়, সেইরূপ পুরুষ ফলভোগ করেন বলিয়া, অবিদ্যাদি পুরুষের বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই ফলভোগের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, সেই পুরুষ-বিশেষ 'ঈশ্বর' এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন ("ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"—পাং দং, ১।২৪)। ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণানুসারে যাঁহারা সাধনা দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'ঈশ্বর' বলা যাইতে পারে, যোগসূত্রভাষ্যকার এই আশঙ্কার নিরসনার্থ বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষদিগের সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভের পূর্ব্বে অবিদ্যাদির সহিত সম্বন্ধ ছিল, যথোক্তলক্ষণ ঈশ্বরের কথনও অবিদ্যাদির সহিত সম্বন্ধ ছিল না, প্রকৃতিলীন ব্যক্তির যেমন উত্তরবন্ধনের—লয়ের অবসানে পুনর্ব্বার কর্ম্মফলসম্বন্ধের সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত, ঈশ্বর সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যশালী ("অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি তৎফলং বিপাকঃ তদনুগুণা বাসনা আশয়া, তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যো হ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ * * * ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী যথা মুক্তস্য পূর্ব্বাবন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরবন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য, স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি।"—যোগসূত্রভাষ্য)।

ঈশ্বরের যে, এই স্বাভাবিক উৎকর্ষ, ইহা কি, সনিমিত্ত? অথবা নির্নিমিত্ত? ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? অথবা ইহার কোন প্রমাণ নাই? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, শাস্ত্রই ঈশ্বরের ঐরূপ উৎকর্ষের কারণ। প্রশ্ন—শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যে, যথার্থ, তাহাতে যে, ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—ঈশ্বরের

প্রকৃষ্ট সত্ত্বই শাস্ত্রের প্রমাণ, অর্থাৎ ঈশ্বরবিরচিত বলিয়াই শাস্ত্রসকলকে প্রমাণ বলিয়া, ভ্রম-প্রমাদ-বিরহিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত উৎকর্ষ ও শাস্ত্র ঈশ্বরের প্রকৃষ্টসত্ত্বে (বিশিষ্টচিত্তে) আছে, ইহাদের উভয়ের সম্বন্ধ অনাদি—চিরকাল হইতেই আছে। এতদ্দ্বারা ঈশ্বর যে সদামুক্ত এবং সদাই ঐশ্বর্য্যশালী, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

ঈশ্বর সদামুক্ত সদা ঐশ্বর্য্যশালী। ঈশ্বরের সমান বা তদধিক ঐশ্বর্য্য কাহারও হইতে পারে না।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য (প্রকৃষ্ট সত্ত্ব) সাম্য ও অতিশয়-রহিত, কাহারও ঈশ্বরের সমান বা তাঁহা হইতে অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য হইতে পারে না, যাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষায় অতিরিক্ত, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের সমান ঐশ্বর্য্য অপরের নাই, ঐশ্বর্য্যের যেখানে পরাকাষ্ঠা, ঐশ্বর্য্যের যেখানে শেষ সীমা, তিনিই ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বর হইতে অপরের ঐশ্বর্য্য অতিরিক্ত হইবে কিরূপে? শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, 'তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকতর কেহ নাই' ("ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে")। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই উপাধির—প্রকৃষ্টসত্ত্বের ধর্ম্ম, কেবল চৈতন্যস্বরূপের ধর্ম্ম নহে। উপাধি থাকিলেও, ঈশ্বর উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই উহাঁর বশীভূত। সাধারণ জীব উপাধিরই বশীভূত হইয়া থাকে। সংসারানলে নিরন্তর দহ্যমান জীবদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশদানপূর্ব্বক

ঐশ্বর্য্যাদি উপাধির ধর্ম্ম; ঈশ্বর উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই উহাঁর বশীভূত।

উদ্ধার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ স্বীয় উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার পরে যে সকল শঙ্কা উদিত হইতে পারে, অবতারতত্ত্বে সেই সকল শঙ্কার নিরসনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"—

পাং, দং, কৈ, পা, ২ সূত্র।

পূর্ব্বে (অবতারতত্ত্বে) এই সূত্রের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল আপূরণ—অনুপ্রবেশ দ্বারা স্ব-স্ব-বিকারকে অনুগ্রহণ করে। তবে এই অনুপ্রবেশে প্রকৃতি ধর্ম্মাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করে। যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটী উপযুক্ত নিমিত্ত দ্বারা অবসর পায়, সেইটীই আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় অনুরূপভাবে সেই করণকে পরিণত করায়, যাহা কিছু হয়, তাহা প্রকৃতির আপূরণ হইতে হইয়া থাকে। 'মানুষ' দেবতা হইতে পারে; মানুষ যাহা, যাহা হইতে পারে, তাহা তাহা হইবার প্রকৃতি মানুষে বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বজীবের করণ-শক্তিতে সেই করণে যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে. তাহার প্রকৃতি অন্তর্নিহিত থাকে, বুঝিতে হইবে। 'অসৎ কদাচ সৎ হয় না', 'সৎও কখনও অসৎ হয় না'।

জাত্যন্তরপরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতে হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্যশালী যোগী এক হইয়াও সিদ্ধিপ্রভাবে অনেক হ'ন, এবং অনেক হইয়াও পুনর্ব্বার এক হইতে পারেন। সিদ্ধ-যোগীর এক চিত্ত হইতে অনেক চিত্ত জন্মে, যোগীশ্বর আপনার শরীরকে একরূপে, দুইরূপে ও বহুরূপে সৃষ্টি করেন। কোন কোন শরীর দ্বারা যথোক্ত যোগী শব্দাদি বিষয় ভোগ করেন, কোন কোন শরীর দ্বারা উগ্র তপস্যা করেন, সূর্য্য যেমন রশ্মিসকলের প্রতিসংহার করেন, যোগীশ্বরও সেইরূপ শরীর সকলকে প্রতিসংহার করিয়া থাকেন। *

সিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণ নানা শরীর ধারণ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু নন্দ—'শাস্ত্রোপদেশ হইলেও, এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন

* "একস্তু প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ। ভূত্বা যস্মাত্ত্ বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ। তস্মাচ্চ মনসো ভেদা জায়ন্তে চৈত এব হি। একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ। যোগীশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ॥ প্রাপ্নুয়াৎ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ উগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥"

করিতে পারেন, আমার বোধ হয়, তাদৃশ পুরুষ এখন আর নাই।' আপনি যে, এই সকল কথা বলিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি ?

বক্তা—যাঁহারা প্রকৃতির নিয়মানুসারে এখন অভ্যুদয়শীল, যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়া সাধারণের অসাধ্য, সাধারণের অবিশ্বাস্য অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কিছু উপকার হইবে, এই বিশ্বাসে আমি এই সকল কথা বলিতেছি। যোগীবর যাহা করিতে পারেন, যিনি নিত্য যোগী, যিনি সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যশালী, তিনি যে তাহা করিতে পারিবেন, তিনি যে বিনা পদে গমন করিবেন, বিনা হস্তে গ্রহণ করিবেন, বিনা কর্ণে শ্রবণ করিবেন, চক্ষু বিনা দর্শন করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে, তাহা অসম্ভব নহে, যাঁহারা বিনা তর্কে, বিনা বিচারে ইহা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা আমার এই সকল কথার আদর করিবেন, তাঁহারা এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হইবেন, উপকৃত হইলাম মনে করিবেন। বদ্ধনেত্রকে পৃষ্ঠদ্বারা পুস্তক পড়িতে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখন বিনা পদে গমনকে, বিনা করে গ্রহণকে, চক্ষু বিনা দর্শনকে, কর্ণ বিনা শ্রবণকে অসম্ভব বলিবেন না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস করিবার প্রকৃতি নাই, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কেন ? মানুষে দেবত্বপ্রাপক প্রকৃতি আছে, ইহা কি, ব্যক্তিমাত্রকে বিশ্বাস করান যায় ? প্রকৃতির উপাসনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধ প্রয়োজনীয় ব্যাবহারিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু মানুষমাত্রেই কি, আবিষ্কারের পূর্ব্বে তাহাদের সম্ভাব্যতাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিয়াছিলেন ? ইদানীন্তন শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দ অসম্ভব বলিয়া, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিবেন, এই ভয়ে শাস্ত্রোক্ত, অনাদিকাল

যোগীবর যাহা করিতে পারেন, নিত্যযোগী ঈশ্বর যে তাহা করিতে পারিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে।

যাহার যাহা বিশ্বাস করিবার প্রকৃতি নাই, তাহাকে তাহা বিশ্বাস করান যায় না।

হইতে পরীক্ষিত পরমোপকারক সত্যসকলকে অপ্রকাশিত রাখা প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্ম্ম নহে।

পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগিগণ অনেক শরীর ধারণ করিলে, এই সকল শরীরে, কেবল সংকল্পবশতঃ অস্মিতা হইতেই চিত্তসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে (নির্ম্মাণচিত্তা-ন্যস্মিতামাত্রাৎ।"—পাং দং ৪।৪)। যোগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে যখন বহু শরীর ধারণ করেন, তখন তাঁহাদের সকল শরীরে কি একটী চিত্ত থাকে? প্রদীপের ন্যায় উহার বৃত্তির প্রসার হয়? অথবা প্রত্যেক শরীরে এক, একটী চিত্ত থাকে? ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস এইরূপ সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন —অস্মিতামাত্র (কেবল অহংকার) চিত্তের উপাদান। যোগীরা চিত্তের উপাদান এই অস্মিতা বা অহংকার দ্বারাই সংকল্পপ্রভাবে নির্ম্মাণচিত্ত সৃষ্টি করেন, তাহাতেই প্রত্যেক নির্ম্মাণশরীর চিত্তযুক্ত হয়। নিত্য ঐশ্বর্য্যশালী, নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর মায়া বা উপাধি দ্বারা সংসারানলে নিরন্তর দহ্যমান জীবদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শরীর গ্রহণ করেন, স্থূল করণাদির অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সকল কার্য্য করিতে পারেন, ইহা সত্য, তথাপি তিনি যে শরীর গ্রহণ করেন, তাহার কারণ হইতেছে, স্থূলশরীর গ্রহণ না করিলে তাঁহার করুণা পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। যে কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তিসকলের স্থূলাবস্থাতে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, গমনশক্তি যে কারণে পদরূপ করণকে চাহিয়া থাকে, গ্রহণশক্তি যে কারণে হস্তকে নির্ম্মাণ করে, সেই কারণে (সর্ব্বতোভাবে সেই

যোগিগণ অস্মিতা দ্বারা সংকল্পপ্রভাবে নির্ম্মাণ-চিত্তের সৃষ্টি করেন।

স্থূল শরীর গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরের করুণা পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি যে কারণে স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, ভগবান্ সেই কারণেই অবতারগ্রহণ করিয়া থাকেন।

কারণবশতঃ না হইলেও) করুণাময় ঈশ্বর হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি অনন্যাপেক্ষ হইয়া, কেবল নিজ শক্তি দ্বারা শরীর গ্রহণ করেন। ভগবানের শরীর গ্রহণ, ভগবানের কর্ম্ম দিব্য, স্বীয় শক্তিমাত্র হইতেই উহাদের উদ্ভব হয় ("অথ জন্মকর্ম্মণো দিব্যত্বমাহ।"—শাণ্ডিল্য সূত্র)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই কথাই বলিয়াছেন।

স্থূলকরণ ব্যতিরেকে যোগীরা যে, স্থূলকরণনিষ্পাদ্য কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা আপ্তোপদেশ ও স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পৃষ্ঠ দ্বারা দর্শন করা যায়, ঘ্রাণ দ্বারা শ্রবণ করা যায়, শ্রুতিতে এইরূপ কথা আছে। * আজকাল প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে ইহা যে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, তাহা স্বীকার করেন এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী প্রভৃতি শারীর যন্ত্রসমূহ যে, এক 'শেল্‌স্' (cells) নামক পদার্থ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত আছেন। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টর (Macalister) বলিয়াছেন, সকল প্রোটোপ্লাজমই (Protoplasm) বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক প্রাণনব্যাপার নিষ্পাদন ও বলবিসর্গার্থ উত্তেজিত হইতে পারে, অনন্যসহায় একটী প্রোটোপ্লাজম্ প্রাণধারণ উপযোগী সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিষ্পাদনে যোগ্য। তবে জীবজগতের উন্নতি-বিষয়ক বৃদ্ধি-ও-বিপরিণামবিকারজনক পৃথকরণ ব্যাপার (Differentiation) আরম্ভ হইলে, বহু শেল্‌সে শারীর কর্ম্মনিষ্পত্তিশ্রমের বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তন্নিবন্ধন কোষাত্মক শারীর বিধানের এক

ভগবান্ হস্তপদাদি করণ ব্যতিরেকে সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন, প্রতীচ্য শারীর-বিজ্ঞান দ্বারা এই সত্যের প্রতিপাদন।

* "ঘ্রাণতঃ শব্দং শৃণ্বন্তি পৃষ্ঠতো রূপাণি পশ্যন্তি।"—মনুষ্যাধৃতশ্রুতি।

অংশের সংকোচনশীলত্বের আধিক্য হইয়া পেশী গঠিত হয়, অন্যাংশের কোষসমূহের স্তরপৃষ্ঠে সংবেদনগ্রহণযোগ্যতা সমুপচিত বা সমাহিত হয়। আমার বিশ্বাস, পাতঞ্জলদর্শনব্যাখ্যাত জাত্যন্তরপরিণামবাদের মূল্য নবীন ক্রমবিকাশবাদ হইতে অনেক বেশী। যাহা হোক্, প্রকৃতি সব করিতে পারেন, প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুতে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইবার যোগ্যতা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে, যিনি ভগবান্ বেদব্যাসের এই কথার তাৎপর্য্য যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, অপিচ যিনি সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতিকে ঈশ্বরের নিত্য উপাধি বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি, ঈশ্বর স্থূলকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্ব কার্য্য করিতে পারেন, এই কথাতে অনাস্থাবান্ হইতে পারিবেন না। একটী প্রোটোপ্লাজম্ যদি প্রাণধারণ উপযোগী সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে, সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর যে স্থূল চরণ ব্যতিরেকে গমনাদি কার্য্য করিবেন, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে কেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যে উদ্দেশ্যে "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন, যে কারণবশতঃ অগস্ত্যসংহিতা, অদ্ভুত-রামায়ণ ও তুলসীদাস গোস্বামী এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির কথা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখন সুগম হইবে। রমা! এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে? তোমার কি, এই সকল কথা ভাল লাগিয়াছে?

রমা—সব কথা বুঝিতে পারি নাই, যে সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি তাহারা ত অতি সুন্দর কথা বলিয়াই বোধ হইয়াছে। তবে এই সকল কথা শুনিয়া আমার যে, বিশেষ লাভ হইয়াছে, আমি তাহা মনে করিতে পারি নাই।

বক্তা—তুমি এইরূপ কথা বলিলে কেন রমা?

রমা—ভগবান্‌কে যথার্থভাবে ডাকিলে, তিনি স্থূলরূপ ধরিয়া দেখা দেন, আমিত আপনার কৃপায় তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছি, এখন কি করে আমি আমার করুণাময় শ্রীরামচন্দ্রকে যথার্থভাবে ডাকিতে পারিব, কিরূপে তাঁহার প্রতি আমার পূর্ণ অনুরাগ হইবে, তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়াছে। যদি বলেন, তুমি বালিকা, সংশয় করিবার শক্তি তোমার এখনও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, কিছুদিন পরে ভগবান্ শরীরগ্রহণপূর্ব্বক ভক্তকে দেখা দেন, ভগবান্ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে, অবতারগ্রহণ করেন, এই সকল কথাতে সন্দেহ হইতে পারে, আমি তাহা হইলে, আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম-পূর্ব্বক বলিব, আপনার কৃপা হইলে, সে দুর্দ্দিন আসিবার পূর্ব্বে, আমি সর্ব্বসংশয়নাশক আমার প্রাণাভিরামকে, আমার হৃদয়াভিরামকে, আমার নয়নাভিরামকে দেখিয়া কৃতার্থা হইব দাদা! আর কি সংশয়ের উদিত হইবার অবসর হইবে? ভগবান্ কি স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে পারেন? আর কি এইরূপ সংশয় শ্রীরামপদরজঃ দ্বারা পবিত্রীকৃত রমার হৃদয়কে কলুষিত করিতে সাহসী হইবে?

রমা মনে করিতেছে, এই সকল কথা শুনিয়া তাহার বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই, তাহার প্রাণ এখন ইহাই জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কি করিয়া সে তাহার করুণাময় শ্রীরামচন্দ্রকে যথার্থভাবে ডাকিতে পারিবে, কিরূপে তাঁহার প্রতি তাহার পূর্ণ অনুরাগ হইবে। তাহার বিশ্বাস, ভগবান অবতার গ্রহণ করেন, এই কথায় সন্দেহ হইবার পূর্ব্বে সে তাহার প্রাণাভিরামকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

বক্তা—আমি তোমার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিতে পাইব বলিয়াই তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আচ্ছা রমা! তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'পরমাত্মা হস্তাদি করণ ব্যতিরেকে যে, ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন, তাহার কারণ কি? শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র-

সমূহে যে, এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? ভগবান্ যখন হস্তপদাদি করণসমূহের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই, সকল কার্য্য করিতে পারেন, তখন তাঁহার হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণের আবশ্যকতা কি?' তাহার উদ্দেশ্য কি?

রমা—তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আপনার মুখ হইতে অমৃতময় রাম-কথা শুনিব, গৌণ উদ্দেশ্য, লোকে সাধারণতঃ এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, ইহাঁদের তর্ক শুনিয়া, আমার বড় কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয়, আপনি ইহাঁদের একটু উপকার করুন। অবতারবিরুদ্ধবাদীদিগের তর্কশরে বিদ্ধ হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত করুন।"

বক্তা—তবে 'এই সকল কথা শুনিয়া আমার যে, বিশেষ লাভ হইয়াছে, আমি তাহা মনে করিতে পারি নাই,' তোমার এই কথার আশয় কি?

রমা—আমি বিদ্যাহীন, বিচারশক্তিহীন, আমার মতি অতি নীচ, আপনার সকল কথার অর্থ আমি বুঝতে পারি নাই, অতএব আপনার সকল কথা যে, অমৃতময়ী প্রাণপ্রদা রাম কথা, আমার তাহা (বুঝিতে পারি নাই বলে) মনে হয় নাই। 'রাম' নামের প্রভাবের কথা শুনিয়াছি, বহু শাস্ত্র হইতে আপনি রামনাম-মাহাত্ম্য এই অধমকে শুনাইয়াছেন, আপনার কৃপায় বিশ্বাস হইয়াছে, যে অকিঞ্চন এবং যে আপনাকে অকিঞ্চন বলেই জানে, যে সদগুরুর কৃপায় শরণাগতপালক শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে 'আমি তোমার' বলে আত্মনিবেদন করিতে পারে, সে অনায়াসে করুণাবতার শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা পাইয়া থাকে।

রমার বিশ্বাস, যে আপনাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানে এবং যে 'আমি তোমার' বলিয়া শ্রীরামচরণে আত্মসমর্পন করিতে পারে, সে অনায়াসে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা পাইয়া থাকে; রাম নামের প্রতাপ অপার—অনির্ব্বচনীয়; 'রাম' নাম জপ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হয়।

'রাম' নামের প্রতাপ অপার—অনির্ব্বচনীয়। আপনার মুখ হইতে রামভক্ত-প্রবর দয়ার্দ্রচিত্ত গোঁসাইজীর অনেক মধুময়া কথাই শুনিয়াছি, তন্মধ্যে হে তুলসী! যদি তোমার অন্তর্বহিকে—ভিতরের বাহিরের অন্ধকারকে বিদূরিত করিবার ইচ্ছা হয়, যদি তুমি তোমার অন্তর্বহিকে সমুজ্জ্বল করিতে চাও, তবে তোমাকে জিহ্বারূপ দ্বারে 'রাম'নামমণিরূপ দীপকে রাখিতে হইবে; রামনামমণিরূপ দীপকে বায়ু বাধা দিতে পারে না, 'রাম' নামরূপ দীপকে বায়ু নিভাইতে সমর্থ নহে।

"রাম নাম মণি দীপ ধর, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরহু জো চাহত উজিয়ার॥"

যে কোনরূপ দুঃখে পতিত হইয়া যে মানুষ রামনাম জপ করে, তাহার সকল দুঃখ মোচন হয়, সে সুখী হয় ("জপহি নাম জন আরত ভারী মিটহি কুসংকট হোহি সুখারি।")—আমার এই দুইটী কথা ভাল লাগিয়াছে, আমি গোঁসাইজীর এই দুইটী অমূল্য উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। "রাম"-নামমণিরূপ দীপ অন্তরের-বাহিরের অন্ধকার দূর করে, ইহা ভিতর-বাহিরকে আলোকিত করে, রামনাম প্রভাবে সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়, রমার মত নীচমতির অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্নের ইহা হইতে আশাপ্রদ মনোহর বাণী আর কি হইতে পারে দাদা! দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, অবিরাম 'রাম'নাম জপ করাই অন্য উপায়বিহীন রমার কৃতার্থ হইবার একমাত্র উপায়। আপনার সকল কথাই উপাদেয়, সকল কথাই পরম হিতকর, তবে আমার পক্ষে আপনার মুখ হইতে শুদ্ধ রামকথা শ্রবণ যত হিতকর, যত মনোহর, অন্য কথা শ্রবণ তত হিতকর বা তত মনোহর নহে, আমার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস অচল আসন গ্রহণ করিয়াছে। আমি তা'ই

রমা মনে করে, তাহার পক্ষে শুদ্ধ রাম-কথা শ্রবণ যত হিতকর, যত মনোহর অন্য কথা তত নহে।

বলিয়াছি, তবে এই সকল কথা শুনিয়া আমার যে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে, আমি তাহা মনে করিতে পারি নাই।

বক্তা—তোর মধুমাখা কথা শুনে আমি বড় সুখী হইলাম রমা! সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, রামকৃপালাভপূর্ব্বক সার্থক-জীবন হও।

রমা—সর্ব্বান্তঃকরণে করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, অহৈতুকী রামরূপি-গুরুকৃপালাভে যেন কখন বঞ্চিত না হই।

বক্তা—'রাম'নামের মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা বলেন, নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস অল্পবুদ্ধির কার্য্য, ইহা অবৈদিক, আমার বিশ্বাস তাঁহারা দুর্ভাগ্য, তাঁহারা 'বেদ' নামমাত্র শুনিয়াছেন, বেদের রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। ঋগ্বেদে নামমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, বহুশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যিনি ভক্তিসহকারে 'রাম'নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সাঙ্গ, সরহস্য অখিল বেদ পঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ("সাঙ্গা সরহস্যাশ্চ পঠিতা বেদ-রাশয়ঃ। কৃতাশ্চ সকলা যজ্ঞাঃ যেন রামেতি কীর্ত্তিতম্॥")। লৌকিক ও বৈদিক সকল শব্দই কালে কালে শ্রীরাম-নাম হইতে সমুদ্ভূত হয়, শ্রীরামনামে বিলীন হইয়া থাকে ("লৌকিকা বৈদিকাঃ সর্ব্বে শব্দাঃ শ্রীরামনামতঃ সমুদ্ভবন্তি লীয়ন্তে কালে কালে ন সংশয়ঃ॥"—লোমশসংহিতা বা পদ্মপুরাণ)। নামের স্মরণমাত্রে নামী (যাঁহার নাম স্মৃত হইতেছে তিনি) সম্মুখতা প্রাপ্ত হ'ন, অতএব যাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনার্থী তাঁহাদের শ্রীরামনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রীরাম-নাম পরাৎপরতত্ত্ব, ইহা সাকার ও নিরাকার এই উভয়েরই কারণ, যিনি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে সাকার বা নিরাকার যে ভাবে দেখিতে

নামমাহাত্ম্য বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে; নাম স্মরণমাত্রে নামী সম্মুখতা প্রাপ্ত হ'ন।

ইচ্ছা করেন, শ্রীরামনাম স্মরণমাত্র তিনি তাঁহাকে তদ্ভাবেই দেখিয়া থাকেন, ভগবান্ তদ্ভাবেই তাঁহার ভক্তকে দেখা দেন ("নামস্মরণমাত্রেণ নামী সম্মুখতাং লভেৎ। তস্মাচ্ছ্রীরামনাম্নশ্চ কীর্ত্তনং সর্বদোচিতম্॥")। অতএব তুমি সর্ব্বদা 'রাম'নাম জপ করিবে, নিরন্তর রামনাম জপ করিলে, তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবন সার্থক হইবে। পূজ্যপাদ গোঁসাইজীও বলিয়াছেন—নির্গুণ ও সগুণ অকথনীয় (অনির্ব্বাচ্য), অনাদি, অগাধ, অনুপম ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ। আমার মতে নির্গুণ ও সগুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম হইতে নাম বড় ; কারণ, নাম বলে নির্গুণ ও সগুণ দ্বিবিধ ব্রহ্মই বশীভূত হইয়া থাকেন, নাম দ্বারা দ্বিবিধ ব্রহ্মকেই জানা যায় ("অগুণ সগুণ দোউ ব্রহ্মস্বরূপা। অকথ অনাদি অগাধ অনূপা। মেরে মত বড় নাম দুহূঁতে। কিয়ে জে যুগ নিজবশ নিজবূতে॥")।

গোঁসাইজী বলিয়াছেন, নির্গুণ ও সগুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম হইতে নামই বড়।

শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদিগের জন্য মনুষ্যদেহধারণপূর্ব্বক অনেক দুঃখ সহিয়া সাধুদিগকে সুখী করিয়াছেন, পরন্তু ভক্ত প্রেমের সহিত রামনাম জপমাত্র অনায়াসে আনন্দমঙ্গলস্বরূপ হইয়া যান, অতএব নির্গুণ হইতে 'রাম' নামের প্রভাব অধিকতর ("রামভক্ত হিত নরতনুধারী। সহি সংকট কিয়ে সাধু সুখারী॥ নাম সপ্রেম জপত অনায়াসা। ভক্ত হোহি মুদমঙ্গল রামা॥")। রামচন্দ্র এক অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছেন, রাম নাম দ্বারা কোটি দুষ্টজনের কুমতি শোধিত হইয়াছে ("রাম এক তাপস তিয়তারী, নাম কোটিখল কুমতি সুধারী।")। অতএব রাম নাম দ্বারা তুমি সব পাইবে, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দিবে। শ্রীরামই আমার একমাত্র শরণ, চিত্তে নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে ("চিন্তয়েচ্চেতসা নিত্যং শ্রীরামঃ শরণং মম।")

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরমপাবনী রামাবতারকথা অনন্তা ও অনন্তবৈচিত্র্যময়ী, কল্পে, কল্পে রামাবতার-কথার কিছু কিছু ভেদ আছে।

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! এইবার অমৃতময়ী পরমপাবনী রামাবতার-কথা বলুন, ভগবান্ কোথা হইতে, কিজন্য কিরূপে শরীর গ্রহণ করেন, বিশদ ও মধুর ভাবে তাহা শুনিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বক্তা—রাম (ইন্দ্র, পরমাত্মা বা সর্ব্বকার্য্য-কারণ সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু) অনন্ত, অতএব তাঁহার অবতার-কথাও অনন্ত, তাঁহার গুণ, কর্ম্ম বা শক্তিরূপে অবতরণও অনন্ত, অনন্ত বিষ্ণু বা পরমাত্মার অসংখ্যেয় অবতারের সাকল্যে গণনা করা অসাধ্য ব্যাপার। অবতারতত্ত্বে অবতার শব্দের অর্থ নামক প্রস্তাবে আমি ঋগ্বেদ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, নৃসিংহতাপনীয় উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সত্যোক্তি দ্বারা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, পরমৈশ্বর্য্যবান্ ইন্দ্র বা পরমাত্মার স্বীয় মায়া দ্বারা অনন্ত রূপ-গ্রহণই—অনন্ত শরীরধারণই 'অবতার' শব্দের প্রকৃত অর্থ। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, প্রভৃতি দেবতাগণ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, জীবাত্মা এ সকলই পরমাত্মার অবতার, পরমেশ্বর মায়া বা স্বীয় শক্তি দ্বারা অনন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। * শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের

ভগবানের অবতারের আনন্ত্য বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ।

---

* "রূপং রূপং মঘবাবোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।"—
ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৪।৫০

তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার শব্দের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা তোমাদের-স্মৃতি-পথে জাগরূক আছে, সন্দেহ নাই। অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বনিধি বিষ্ণুর অবতার অসংখ্যেয়—ভগবানের অবতারের সংখ্যা করা অসম্ভব, যেমন কোন এক অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে (অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যা সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥”—শ্রীমদ্ভাগবত ১৷৩৷২৬)। যে বিষ্ণু বা পরমাত্মা, যে রামচন্দ্র পৃথিব্যাদি লোকত্রয়াভিমানী ‘অগ্নি’, ‘বায়ু’ ও ‘আদিত্যকে’ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা যিনি ‘পৃথিবী’, ‘অন্তরিক্ষ’, ও ‘স্বর্গ’ এই লোকত্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অথবা যিনি পরমাণু সকলকে নির্ম্মিত ও পরিগণিত করিয়াছেন, তাঁহার বীর্য্যের কথা কি বর্ণনীয় হইতে পারে (“বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্ যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।” * * *—ঋগ্বেদসংহিতা ২৷২৷২৫৷১, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা ১৷২৷১২)।

ভগবানের গুণ ও বীর্য্য অপরিমেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এই কথা উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অনন্তের অনন্তগুণ সকলের গণনা, ইয়ত্তাবধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সে বালবুদ্ধি—বালকের ন্যায় মন্দপ্রজ্ঞ, বহুকালে, কোনরূপে (যোগাদি প্রযত্ন দ্বারা) পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অখিল শক্তির আধার ভগবানের গুণ ও কর্ম্ম গণনা করা কখনও সম্ভব হয় না (যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ। রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥”—শ্রীমদ্ভাগবত ১১৷৪৷২)। পূজ্যপাদ শ্রীমৎতুলসীদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—রাম কথার সীমা জগতে নাই, ইহা এই যুগেরই কথা, এই যুগের আগে ইহা কখন হয় নাই, ইহা এই রূপই, এতদতিরিক্ত নহে, এবম্প্রকার বিশ্বাস করা অনুচিত, অসীম বা

অনন্ত রামগুণ-কর্ম্মের ইয়ত্তাবধারণ করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যুগে, যুগে বিবিধ প্রকার রামাবতার হইয়াছে, অতএব রামায়ণ বা রামচরিত শতকোটিপ্রবিস্তর—রামায়ণ অপার সমুদ্রবিশেষ। কল্পভেদে শ্রীরাম-চরিতের বিবিধপ্রকার ভেদ আছে, ত্রিকালদর্শী মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বিবিধ প্রকার শ্রীরামচরিতের বর্ণন করিয়াছেন। মুনিগণবর্ণিত রাম-কথার মধ্যে পরস্পর ভেদোপলব্ধি হইলে, উহার সত্যতা বিষয়ে সংশয় করা উচিত নহে, প্রেমের সহিত মুনিগণবর্ণিত রাম-কথা শ্রোতব্য। রাম অনন্ত, তাঁহার গুণ অপার, এই নিমিত্ত রাম-কথাও অপরিমেয়—অতি-বিস্তৃত, যিনি নির্ম্মল বিচারশক্তিসম্পন্ন, তিনি কখন অসীম রাম-চরিতের বর্ণন মধ্যে কোন কোন অংশে পরস্পর কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না ("রামকথাকী মিতি জগ নাহী, অস প্রতীতি তিন্‌কে মনমাহী। নানা ভাঁতি রাম অবতারা, রামায়ণ শতকোটি অপারা॥ কল্পভেদ হরিচরিত সুহায়ে ভাঁতি অনেক মুনীশন গায়ে। করিয় ন সংশয় অস উর আনা সুনিয় কথা সাদর রতি মানী॥ রাম অনন্ত অনন্তগুণ অমিত কথা বিস্তার। সুনি আশ্চর্য্য ন মানি হৈ জিন্‌কে বিমল বিচার॥"—তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ)।

কল্পভেদে শ্রীরাম-চরিতের বিবিধ প্রকার ভেদ আছে।

কল্পভেদে যে রামচরিতের কিছু কিছু ভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, পদ্মপুরাণেও তাহা উক্ত হইয়াছে। *

---

* "সুখয়িত্বং নৃপমতিবীক্ষ্য সরিজ্ঞো বচস্তদা সমুচিতমাহ শম্ভুঃ। ইহ হিতো ভবতি সমস্তপুজিতঃ প্রথং কথা নৃপবর বর্ত্ততে শুহায়াম্॥ আকর্ণ্যাথরঘুবহো দ্বিজবচঃ শুশ্রূষুরাসীৎকথাং তত্রাহ্বো নিপুণাং নিবার্যবচনং সর্ব্বৈঃ শ্রুতং তৎক্ষণাৎ। শুশ্রূষামি কথং মহাদ্ভুততয়া খ্যাত্বা প্রবামগ্নথ রক্ষো বাধনবাদিনীমথনৃপঃ কিং ত্বেতদিত্যাহ চ॥ কুম্ভ-শ্রোত্রবধঃ পুরা সমজনি প্রাপ্তা দশাস্যো বধং পশ্চাদিথামনাথাবিরচিতং রামায়ণং ভাবতে। কোয়ং বিপ্রবরঃ সমস্তজনতাবাপ্তিক্যসম্পাদকো রাজ্ঞাংস্থানমুপেত্য বক্তি সময়া দত্যোহৎক

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! 'রাম' অনন্ত, অতএব তাঁহার অবতারকথাও যে, অপার হইবে, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি, কিন্তু ভগবানের লীলা-বিষয়ে ভেদ হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আর এক বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

বক্তা—কোন্ বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু নন্দ—প্রজাপতিদিগের সহিত ঋষ্যাদি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ইঁহারা হরি-কলা, হরি বা বিষ্ণুর অংশ—তাঁহার বিভূতি, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ("ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ। কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়স্তথা॥ এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮)। শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথার প্রকৃত আশয় কি?

শ্রীরামচন্দ্রাদি হরি-কলা, হরি বা বিষ্ণুর অংশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথার প্রকৃত আশয় কি?

বক্তা—রমা, তুমিও এই প্রশ্নের সমাধানপ্রার্থিনী, নয়? তুমি ত আমাকে পূর্ব্বে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

রমা—গোঁসাইজীকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তগণ 'রাম দ্বাদশকলা, কৃষ্ণ ষোলকলা, অতএব তুমি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া রামের উপাসনা কর কেন?' এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিবার পর, আমার জানিবার ইচ্ছা

পুত্র্যোঽভবৎ॥ অথাহ জাম্ববানমুং রম্যমুত্তমং কথাং প্রতিরামায়ণং নতাবকং ত্বিদং হি-কল্পিতং মতম্। সমস্তমন্ত্রবিত্তরাঘদামিদেবতচ্ছৃণু পক্কেরুহস্য সুস্থতো ময়া শ্রুতং পুরাহদ্ভুৎ॥ জাম্ববন্তং বিজ্ঞাপ্য রামচন্দ্রো বচনমাহ॥ শ্রীরাম উবাচ॥ কীর্ত্তয় পুরাণং মে শুশ্রূষুঃ কুতূহলাদহং প্রণীতং তৎকেনচ বিজ্ঞাতং॥ জাম্ববানথ বক্তাহেহি বিধাত্রে নমোনমস্তথৈব বিধুভূকাকেশবাজ্ঞাং॥ অথ পুরাতনং রামায়ণং কথয়ামি॥ * * * *
* * * * * *
অথ রাবণং মহাবলং হন্তুমশক্তো রামো বিভীষণমুখমবলোক্য তদুক্তচিহ্নপদং বাণেন নির্ভিদ্যামারয়ৎ॥ অথ কুম্ভকর্ণো মহাগদামাদায় সর্ব্বং নিপাত্য বানরাননেকশো ভক্ষয়িত্বা রামোত্তমাঙ্গং গদয়াহহন্॥ অথো রামো নিশিতবাণশতেন তমহন্মমার কুম্ভকর্ণঃ॥"
—পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড—১১৬ অধ্যায়।

হইয়াছিল, কৃষ্ণভক্তগণ রামপ্রাণ শান্তচিত্ত গোঁসাইজীকে এবম্প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়কে যে ব্যথিত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? রামভক্ত ও কৃষ্ণভক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ হইবার হেতু কি?

রামভক্ত ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে বিরোধ হইবার হেতু কি?

বক্তা—শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ-অবতার না বলিয়া, অংশাবতার বলিলে কি, তোমার কষ্ট হয় রমা! তুমি কি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে বড় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার অভিলাষিণী?

রমা—আমার রামকে আমি পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করি, আমি যদি তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যে, আমার আমিত্বকে হারাইব দাদা! আমি যে, মরিয়া যাইব, আমি আলম্বন-শূন্য হইব, একেবারে হতাশ হইব, আমি কখন ভাবিতে পারিব না 'রাম' অংশ, 'রাম' অপূর্ণ।

বক্তা—রামকে অংশ বলিয়া ভাবিতে যাইলে, তোমার যে এত কষ্ট হয়, তাহার কারণ কি রমা?

রমা—আমার সকল অভাব ইহাঁ দ্বারা পূর্ণ হইবে, আমার সর্ব্বদুঃখ ইহাঁ দ্বারা নিবারিত হইবে, আমি যাহা চাই, তাহা দিবার শক্তি ইহাঁর আছে, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যে যাঁহার আশ্রয় লইয়াছে, সে যদি জানিতে পারে, যাঁহাকে সে আশ্রয় করিয়াছে, তিনি অপূর্ণ, তাঁহার, তাহার অভাব মিটাইবার শক্তি নাই, তাহা হইলে, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ সরোবর জানিয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে গমন করিতে করিতে যদি বুঝিতে পারে, যাহাকে সরোবর জানিয়া পিপাসা প্রশমিত করিবার জন্য সে দ্রুতপদে যাইতেছে, তাহা বস্তুতঃ সরোবর নহে, তাহা মরীচিকা—তাহা সূর্য্যকিরণে জলভ্রম,

রামকে অংশ বলিয়া ভাবিতে যাইলে, রমার কেন কষ্ট হয়।

তখন তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, শ্রীরামচন্দ্র অপূর্ণ, আমার অভাব বিমোচনের শক্তি তাঁহার নাই, ইহা শুনিলে আমার তদ্রূপ বা ততোঽধিক কষ্ট হইবে, আমার তাদৃশী দুর্দ্দশা হইবে, আমার প্রাণধারণ দুঃসাধ্য হইবে।

বক্তা—সুন্দর উত্তর দিয়াছ রমা! আচ্ছা তোমার কি কৃষ্ণভক্তকে 'রাম' কৃষ্ণ হইতে অধিক শক্তিমান্, 'রাম' কৃষ্ণ হইতে বড় এইরূপ কথা বলিলে আনন্দ হয়?

রমা—কখন না, আমার রামকে অপূর্ণ বলিলে আমার যাদৃশ কষ্ট হইবে, কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণকে অপূর্ণ বলিলে তাঁহারও ত সেইরূপ কষ্ট হইবে দাদা! একজনকে কষ্ট দিয়া কি বস্তুতঃ সুখ হইতে পারে? রামভক্তের 'রাম' যেমন প্রাণস্বরূপ, কৃষ্ণভক্তের 'কৃষ্ণ'ও সেইরূপ প্রাণস্বরূপ এইরূপ ভাবিতে আমি ভালবাসি। সকলকে আত্মভাবে দেখিতে না পারিলে সর্ব্বময় রামের প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতে পারে না, আপনার এই উপদেশ পরম হিতকর।

কৃষ্ণভক্তকে, 'রাম কৃষ্ণ হইতে বড়' এই কথা বলিলে রমার আনন্দ হয় কি না?

বক্তা—তুমি যে রামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছ, তুমি যে তাঁহাকে সকল অভাব মোচন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, তাহার কারণ কি?

রমা—রামচন্দ্রের যে রূপ আপনার কৃপায় রমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে, পাষাণে অঙ্কিত হওয়ার মত দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সে রূপ ছাড়া অপরাধের আলয়, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, জড়বুদ্ধি রমা অন্য কোন রূপের আশ্রয় লইতে পারিবে কেন, দাদা! অন্য কোন মূর্ত্তিতে ইনি আমার সর্ব্বদুঃখহর হইবেন, এই অপাত্রকেও ইনি চরণে স্থান দিবেন এবম্প্রকার বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিবে কেন, দাদা! শুনিয়াছি, বিশ্বব্যাপী,

রমার শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইবার এবং তিনি তাহার সকল অভাব মোচন করিবেন এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ।

করুণাময়, সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্র সাধারণের ন্যায় দেহ ত্যাগ করেন নাই, তিনি দেহধর্ম্মগত হ'ন নাই, তিনি অনুজগণের সহিত, সীতা বা রমার সহিত, পরিবারগণের সহিত, বৈরিসন্তানের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, লোকের অদৃশ্য হইয়াছিলেন, নৈসর্গিক—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, করুণাবতার শ্রীরামচন্দ্র না কি গর্দ্দভ, অশ্ব প্রভৃতিকেও স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অযোধ্যাকে বন (জনশূন্য) করিয়াছিলেন। আহা! এ রামচন্দ্র ছাড়া আর কাঁহাকে কৃপাপীযূষজলধি বলিয়া বিশ্বাস করিব? আর কাঁহার সর্ব্বদেহীর একমাত্র শরণ্য জানিয়া শরণাগত হইব?

বক্তা—পরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব, এখন কল্পভেদে কি কারণে ভগবানের লীলার কিছু কিছু ভেদ হইয়া থাকে তাহা চিন্তা করিব।

শ্রীরামচন্দ্র সাধারণের ন্যায় দেহত্যাগ করেন নাই, তিনি তাঁহার নৈসর্গিক রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বধামে গমন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কথা শ্রুতিসম্মত কিনা?

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! শ্রীরামচন্দ্র যে সাধারণের ন্যায় দেহত্যাগ করেন নাই, তিনি যে তাঁহার নৈসর্গিক শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিরূপ ধারণপূর্ব্বক অযোধ্যার সকলকে সঙ্গে করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তাহা কি শ্রুতিসম্মত কথা?

বক্তা—তাহা শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে, বাল্মীকি-রামায়ণেও ভগবানের তদ্রূপে ব্রহ্মলোকে গমনের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে ("বিশ্বব্যাপী রাঘবোঽথো তদানীমন্তর্দধে শঙ্খচক্রে গদাব্জে। ধৃত্বা রমাসহিতঃ সাবৃতশ্চ সসপত্নঃ সানুজঃ সর্বলোকী॥"—শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ)। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসম্বরণের ও স্বধামে গমনের—মহাপ্রস্থানের এইরূপ বর্ণন আছে। করুণামূর্ত্তি ভগবান্

শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানসময়ে, ভগবান্ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ উচ্চারণ করিতে করিতে উভয় হস্তে কুশধারণপূর্ব্বক সরযূতীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বাক্যব্যয় করেন নাই, তৎকালে তিনি বস্তু বা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করেন নাই। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, বামপার্শ্বে মূর্ত্তিমতী বসুধা ও সম্মুখে সংহারশক্তি গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিবিধ শর, সুবিস্তৃত শরাসন বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র পুরুষবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছিল, বিপ্রবিগ্রহধারী বেদচতুষ্টয়, জগৎপাবনী গায়ত্রীদেবী, প্রণব ও বষট্কার মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভগবানের অনুগমন করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান জানিতে পারিয়া জনপদবাসীদিগের মধ্যে যে কেহ তদ্দর্শন বাসনায় আগমন করিয়াছিল, সে আর জনপদে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, স্বর্গগমনার্থ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। নগরের অদৃশ্যচারী ভূত-প্রেতাদি পর্য্যন্তও স্বর্গগমনোন্মুখ শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছিল, স্থাবর-জঙ্গম যে কোন প্রাণী তৎকালে সেই কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিল, সেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর সূক্ষ্মপ্রাণীও তৎকালে আর অযোধ্যায় ছিল না, তির্য্যগ্‌যোনিজাত জীবও রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিল। অনন্তর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন পথ অতিবাহিত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র পশ্চাদ্বাহিনী পুণ্যতোয়া সরযূ নদী দর্শন করিয়াছিলেন; ভগবান্ ঘূর্ণিতাবর্ত্তা সেই পুণ্যনদীর চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গারোহণোপযুক্ত তত্রত্য কোন স্থানে প্রকৃতিবর্গ-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যাভরণে ভূষিত মহাত্মা দেবগণে পরিবৃত হইয়া শতকোটি দিব্য বিমান লইয়া, ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দিব্যতেজঃপরিব্যাপ্ত ব্যোমতল, স্বয়ংপ্রভ হইয়া প্রকাশ পাইতে

ছিল, সুগন্ধ, সুখদ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, দেবগণপরিমুক্ত রাশি-রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণসঙ্কুল সরযূ-সলিলে পাদসঙ্কালন করিতেছেন এমন সময়ে পিতামহ অন্তরিক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাঘব! হে বিষ্ণো! আসিতে আজ্ঞা হোক্, প্রভো! আপনার আগমন শুভ হোক্। আজ আমার ভাগ্যক্রমেই আপনি আগমন করিতেছেন, দেব! দেবোপম ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আপনি স্বীয় সনাতনী-মূর্ত্তিতে প্রবেশ করুন, আপনার যে মূর্ত্তি ইচ্ছা, তাহাই পরিগ্রহ করুন, অথবা আপনি সেই বৈষ্ণবীতনুই আশ্রয় করুন; কিংবা যদি ইচ্ছা হয়, শ্রুত্যুক্ত সনাতন পরমব্যোমে—পরমাকাশে মিলিত হো'ন—ব্রহ্মস্বরূপ রূপ ধারণ করুন। দেব! আপনি সর্ব্বলোকের গতি, আপনার সেই পূর্ব্ব পরিগৃহীতা অনাদি মায়া বা বিশালাক্ষী লক্ষ্মী ব্যতীত আর কেহই আপনাকে জ্ঞাত নহে, আপনি অচিন্ত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, অক্ষয় ও অজর। পিতামহের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বিবেচনাপূর্ব্বক অনুজসহ বৈষ্ণবীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দেবগণ, সাধ্যগণ, নাগগণ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, ও রাক্ষসগণ সকলেই পূর্ণমনোরথ হইলেন, ইহাঁরা প্রমুদিতান্তঃকরণে কেবল 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া বিষ্ণুরূপিদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে বলিয়াছিলেন, সুব্রত! এই সমস্ত লোকদিগকে স্থান দান করা উচিত হইতেছে। এই যশস্বীসকল স্নেহ-হেতু আমার অনুগামী হইয়াছে, ইহারা আমার ভক্ত, সুতরাং মৎকর্ত্তৃক সম্ভজনীয়, ভক্তিনিবন্ধনই ইহারা স্ব-স্ব শরীর ত্যাগ করিয়াছে, বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকগুরু প্রভু ব্রহ্মা বলিলেন, ইহারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া আমার সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে। যে কোন তির্য্যগ্‌গত জীব ভক্তিবলে আপনাকে ধ্যানপূর্ব্বক তনুত্যাগ করিবে, সেই সন্তানক-

লোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই সন্তানক-লোকসমূদায় ব্রহ্মগুণযুক্ত এবং ব্রহ্মলোকের নিম্নবর্ত্তী। পিতামহ এই কথা বলিবার পর বানরগণ ও ঋক্ষগণ স্ব-স্ব পূর্ব্বযোনি প্রাপ্ত হইল, তাহারা যে যে দেবতা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল, সেই সেই দেবদেহে প্রবিষ্ট হইল। তন্মধ্যে সুগ্রীব দেবগণের সমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে বানরগণ স্ব-স্ব পিতৃ-সারূপ্য লাভ করিল। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরবর্গ আনন্দাশ্রুপূর্ণ হওয়াতে বিক্লব হইয়া সরযূ-সলিলে অবগাহন করিতে আরম্ভ করিল। যে কেহ প্রহৃষ্ট হইয়া সরযূ-সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, সে মানবতনু পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। তির্য্যগযোনিগত প্রাণী-সমূহও পুণ্যসলিলা সরযূতে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক দিব্যপ্রভ দেবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগিল। *

* "ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্ম আবর্ত্তয়ন্ পরম্। কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ॥ অব্যাহরন্ কচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি। নির্জগাম গৃহাত্তস্মাদ্দীপ্যমানো যথাংশুমান্॥ রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে পদ্মা শ্রীঃ সমুপাশ্রিতা। সব্যেপি চ মহীদেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ॥ শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়তমুত্তমম্। তথায়ুধাশ্চ তে সর্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ॥ বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্বরক্ষিণী। ওঙ্কারোঽথবষট্কারঃ সর্বে রামমনুব্রতাঃ॥

* * * *

দ্রষ্টুকামোঽথনির্যান্তং রামং জানপদো জনঃ।
যঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি দৃষ্টৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ॥
ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।
আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ॥

* * * *

অথ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈঋর্ষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ॥
আযযৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ।
বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ॥
দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।
স্বয়ংপ্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ॥

জিজ্ঞাসু নন্দ—বাবা! কি অপূর্ব্ব, কি আশাপ্রদ, কি মনোহর কথাই শুনাইলেন, কৃতকৃত্য হইলাম।

জিজ্ঞাসু রমা—দাদা! তখন আমি কোথায় কি ভাবে ছিলাম? আহা, সে শুভকালে কীট হইয়া অযোধ্যাতে বাস করিবার ভাগ্যও আমার যদি হইত, তাহা হইলে, আর এই সংসার-দাবানলে দগ্ধ হইতে হইত না। দাদা! তা'ই বলিয়াছি, এমন করুণাবতারকে ছাড়িয়া অকিঞ্চন রমা আর কাঁহার শরণাগত হইবে? আর কাঁহাকে 'ইনি আমাকে রক্ষা

---

* * * *

ততঃ পিতামহো বাণীং ত্বন্তরিক্ষাদভাষত।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোসি রাঘবঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্।
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্॥

* * * *

বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাকাশং সনাতনম্।
ত্বংহি লোকগতির্দ্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে॥
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্ব্বপরিগ্রহাম্।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্॥
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ॥

* * * *

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত॥
ইমে হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুযাতা যশস্বিনঃ।
ভক্তা হি ভজিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে॥
তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।
লোকান্ সন্তানকান্নাম যাস্যন্তীমে সমাগতাঃ॥
যচ্চ তির্য্যগ্গতং কিঞ্চিত্বামেবমনুচিন্তয়ৎ।
প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎসন্তানেষু নিবৎস্যতি।

করিবেন' বলিয়া বিশ্বাস করিবে? যে রাম তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবকেও সুখময় স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছেন, সে রাম ভিন্ন আর কাহাঁর চরণে আত্ম-নিবেদন করিবে? আচ্ছা দাদা! শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী হইতে কি, তিনি করুণাবতার, তিনি সর্ব্বদেহীর একমাত্র শরণ্য, তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন এই সকল বিষয় জানিতে পারা যায়? রামচন্দ্রকে তাঁহার মাতা কৌশল্যা কি ভূভারভঞ্জন ভবাব্ধিপোত করুণৈকসীম বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন? রামচন্দ্রের অবতারের পূর্ব্বে কি মধুময়, সুধা-মাখা, মুক্তিপ্রদ 'রাম' নামের প্রচার ছিল? রামচন্দ্রের পৃথিবীতে অবস্থান-কালেও বৈদিক আর্য্য-সন্তানেরা দেহত্যাগের সময়ে কি, সংসারতারক "রাম" নাম শুনিতেন? তখনও কি, মুমূর্ষুকে এই নাম শ্রবণ করান হইত? লোকশঙ্কর, জগদ্‌গুরু শঙ্কর কি, দয়া ক'রে তৎকালের কাশীবাসীদিগের কর্ণে ভবার্ণবতারক 'রাম' নামের উপদেশ করিতেন? রামচন্দ্র স্বয়ং কি 'রাম' নামের অপার মহিমার কথা বিদিত ছিলেন?

বক্তা—তোমার এই সকল প্রশ্নকে অনেকে অল্পমতি বালিকোচিত প্রশ্ন বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, শ্রীরাম-

---

* * * *

তথা ঞ্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ।
ভেজিরে সরযূং সর্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ॥
অবগাহ্যাপ্সু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ।
মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোহধ্যরোহত॥
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাং চ শতানি সরযূজলম্।
সংপ্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাস্বরবপূংষি তু।
দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্॥"
—বাল্মীকি-রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড।

পদ্মপুরাণেও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসম্বরণের অপূর্ব্ব মনোহর কথা অবিকল এইরূপে বর্ণিত আছে।

চন্দ্রের স্বরূপ যথার্থভাবে জানিতে হইলে, শ্রীরামাবতারতত্ত্বের যথার্থভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, শ্রীরাম ও তাঁহার অবতারবিষয়ক সংশয়সমূহকে পূর্ণভাবে নিরস্ত করিতে হইলে, শ্রীরামপদে অবিচালি-আশ্রয় লাভপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, তোমার আপাতদৃষ্টিতে বালিকোচিত, প্রেমলক্ষণ-ভক্তিসিক্ত, মুক্তিপ্রদ, জ্ঞানগর্ভ, গম্ভীরার্থক এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান একান্ত আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের স্বরূপ, রামাবতারের তত্ত্ব কখনও পূর্ণভাবে নিরূপিত হইতে পারে না। আমি যাহা বলিলাম তাহা যে, মিথ্যোক্তি নহে, আমি সংক্ষেপে তাহা বুঝাইতেছি। তোমার এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, প্রতিপাদন করিতে হইবে—শব্দ বা বেদ নিত্য, শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য, 'রাম'নাম নিত্য, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, প্রতিপাদন করিতে হইবে, 'শব্দব্রহ্ম' সীতারামের আদ্য অবতার।

অশুদ্ধিশোধন

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৬	মার্জিন্	ধ্বনিনিরই	ধ্বনিরই
২৯	ফুট্নোট্	চক্রথুরুলোকম্	চক্রথুরুলোকম্
৩২	১৪	শাস্ত্রশ্রবনজনিত	শাস্ত্রশ্রবণজনিত
৪৩	হেডিং	-রামের	শিব-রামের
৫০	৪	অবসদ	অবসন্ন
৭৯	১৪	চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য	চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য
,,	ফুট্নোট্	পুরুষ	পুরুষং
৭৯	,,	জগদুদয়াস্থিতিলয়হেতুভূতাং	জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতা
৯১	মার্জিন্	আত্মসমর্পন	আত্মসমর্পণ
৯২	৭	বায়ু	বায়ু
৯৩	১	বিশ্বাস	বিশেষ
৯৪	৩	তস্মাচ্ছ্রীরামনাম্নশ্চ	তস্মাচ্ছ্রীরামনাম্নশ্চ

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ প্রণীত

ও প্রণীয়মান অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা।

শিব-রামের অভেদতত্ত্ব

ও

শ্রীরামাবতার কথা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামাবতারকথা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ।

(১) শব্দ বা বেদ নিত্য; (২) শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য; (৩) অতএব 'রাম' নাম নিত্য; শ্রীরামচন্দ্রের রামরূপে পৃথিবীতে অবস্থানকালে বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ 'রাম' নামের মাহাত্ম্য বিদিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ংই রামনামমহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, জগদ্গুরু শঙ্কর চিরদিনই কাশীধামবাসিমুমুর্ষুগণের কর্ণে সংসারতারক রামনামের উপদেশ করিয়া থাকেন; ভগবানের অবতার প্রবাহরূপে নিত্য, বেদ তথা পুরাণাদি শাস্ত্র প্রবাহরূপে নিত্য, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের পূর্ব্বে 'রাম' নাম ছিল কি না, লোকে রামনামের মাহাত্ম্য জানিত কি না, এইরূপ প্রশ্ন ন্যায় সঙ্গত নহে। (৪) শব্দব্রহ্ম সীতারামের আদ্য অবতার; শব্দব্রহ্ম কোন্ পদার্থ? শব্দসৃষ্টি ও অর্থসৃষ্টি; "সৃষ্টির পূর্ব্বে 'বাক্' (word) ছিলেন; 'বাক্' ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, 'বাক্'ই ঈশ্বর," বাইবেলের এই কথা "বাক্ই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন" সনাতন বেদের এই উপদেশেরই প্রতিধ্বনি।

(৫) রামনামে রামরূপ; 'রামচন্দ্র কালের পিতা' এই কথার অভিপ্রায়। (৬) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবর্ণন। (৭) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব কেন হইয়াছিল? অযোধ্যাতত্ত্ব; দৈশিকপ্রকৃতিতত্ত্ব; তীর্থতত্ত্ব; আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক অযোধ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই শব্দদ্বয়ের অর্থ; যাহা 'অন্তর' তাহাই 'বহিঃ,' যাহা 'বহিঃ' তাহাই 'অন্তর', 'আন্তর' ও 'বাহ্য' ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, অন্তর্ব্বহির স্বরূপদর্শন না হওয়াতেই দার্শনিকগণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদী, জড়বাদী প্রভৃতি বিরুদ্ধমতাবলম্বী তত্ত্বচিন্তকগণের আবির্ভাব হইয়াছে। (৮) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি ও করণাদি বিষয়ক বিচার। (৯) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবকালের গ্রহসন্নিবেশ হইতে তাঁহার পূর্ণাবতারত্ব প্রতিপাদন; ভগবানের জন্মকুণ্ডলী হইতে তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা; শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ অবতার—শ্রীরামচন্দ্র রাজার পূর্ণ অবতার, তিনি মাতৃপিতৃভক্তির পূর্ণ অবতার, তিনি জ্ঞানীর পূর্ণ অবতার, তিনি ভ্রাতৃভাবেব পূর্ণ অবতার, তিনি স্বামিভাবের পূর্ণ অবতার, তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মগুরু, তিনি বীরাবতার; (১০) অনবদ্য—নিষ্কলঙ্ক রামচরিত্রে আরোপিত কলঙ্কের মোচন। (১১) সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও রুদ্রাবতার হনূমানের অবতারবিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংবাদ; সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, প্রভৃতির অবতার-তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকে রামাবতারতত্ত্বের পূর্ণভাবে অনুসন্ধান হইতে পারে না; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের তত্ত্বনিরূপণ। (১২) শ্রীরামাবতারের প্রয়োজন; শ্রীরামাবতারের বিশেষত্ব।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

উপক্রমণিকা।

—০ঃ০—

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড।

———০———

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

নির্দ্দিষ্টকালে—মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রিতে—কেন শিবরাত্রিব্রত বিহিত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কালতত্ত্ব, গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি যে যে বিষয়ের সংবাদ গ্রহণ আবশ্যক; বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিহিত হওয়ার কারণ; কাল ও তিথি এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-বিচার; কালের স্বরূপ; অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক ভেদে কালের দ্বিবিধ রূপের কথা; ক্রমের স্বরূপ; কলনাত্মক কালের বিবরণ; জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন ও অভিধেয়; প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ইহারা ব্রহ্মেরই রূপ; গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন। অধিষ্ঠাতৃদেবতা কাহাকে বলে? তিথি-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতার কথা; গ্রহনক্ষত্রাদি তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতার ইচ্ছানুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়; অচেতন স্বতন্ত্রভাবে,চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কোন কর্ম্মের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির প্রভু হইতে পারে না; এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের উপদেশ এবং তাহাদের তুলনাত্মক সমালোচনা; উক্ত দর্শনের এতদ্বিষয়ক আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের সমন্বয়।

শিবরাত্রি-ব্রতানুষ্ঠানের, উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন এই তিনটি অঙ্গের কথা; ব্রততত্ত্ব; ব্রত শব্দের অর্থ; ব্রতশব্দের বেদে ও শাস্ত্রে কোন্ কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে; পুরাণাদি শাস্ত্রে যদর্থে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যে কোন ব্রত হোক্ ক্ষমাদি দশটী তাহার সামান্য ধর্ম্ম, এই কথার অভিপ্রায়; ব্রত ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ।

উপবাস শব্দের অর্থ; শাস্ত্র-কথিত উপবাসের লক্ষণ; ব্রত ও উপবাস এক সামগ্রী; শিবরাত্রিতে কেন উপবাস করিতে হয়, উপবাসকে কেন ব্রতবিশেষ বলা হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক কথা; উপবাসের 'অনশন' এই অর্থের সহিত প্রাগুক্ত অর্থের সামঞ্জস্য প্রদর্শন।

—*—

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—তৃতীয় খণ্ড

দেবতাতত্ত্ব।

দেবতাবিষয়ক সাধারণ কথা; দেবতা কোন্ পদার্থ; দেবতা শব্দের নিরুক্তি: ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার কথা; শতপথব্রাহ্মণের দেবতার সংখ্যাবিষয়ক উপদেশ; দেবতা তিন, দেবতা দুই, এই উপদেশদ্বয়ের অভিপ্রায়; বেদের দেবতা কিজন্য এক, কিজন্য দুই: বেদোক্ত 'অগ্নি' প্রভৃতি দেবতার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ; 'সূর্য্য' ও 'প্রজাপতি' সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতার উপদেশ; 'দেবতা' শব্দ দ্বারা বেদ-শাস্ত্রে কি লক্ষিত হইয়াছেন; 'অসভ্যদিগেরই ঈশ্বরবিশ্বাস হয়' এই অনুমান দোষযুক্ত; বেদে স্থাবর-জঙ্গমকে কেন ব্রহ্মরূপে স্তুতি করা হইয়াছে; ঈশ্বর কেন শরীর ধারণ করেন? দেবতাগণকে বিশেষতঃ 'আত্মজন্মা' বলিবার কারণ কি? জাত্যন্তর-পরিণামবাদ; দেবতারা ইতরেতরজন্মা এই কথার অর্থ; দেবতাসম্বন্ধে আত্মবিৎ, নৈরুক্ত এবং যাজ্ঞিকগণের মত; কর্ম্মদেবতা ও আজানদেবতা; দেবতাদিগের মধ্যে আনন্দের তারতম্যের কথা; কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক; দর্শনের দ্রষ্টব্য এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞেয়ই দেবতা; দেবতাগণের উৎপত্তি এবং প্রবাহরূপে নিত্যভাবে অবস্থান, দুই সত্য; দেবতার আকার-বিষয়ক প্রচিন্তন; আকৃতিবিজ্ঞান; বিন্দু ও পরমাণুর লক্ষণ; পরমাণু, বিন্দু প্রভৃতি শব্দব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে; আকৃতিতত্ত্ব; শরীরের লক্ষণ; লিঙ্গশরীরের স্বরূপ; জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; পরমাণু সম্বন্ধে দুই এক কথা।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—চতুর্থ খণ্ড।

পরমাণুতত্ত্ব ও অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতত্ত্ব

বা

তুলনাত্মক প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানসার-সংগ্রহ।'

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—পঞ্চম খণ্ড।

বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতাতত্ত্ব।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম ভাগ—ষষ্ঠ খণ্ড।

দেবযোনি ভূত-পিশাচাদি (Spirits) বিষয়ক সংবাদ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম খণ্ড।

শিবপূজার বিজ্ঞান।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

শিবপূজার শিল্প (পদ্ধতি)।

রামায়ণবেদচন্দ্রিকা

বা

সীতারামতত্ত্বকৌমুদি।

সীতাতত্ত্ব।

অবতারতত্ত্ব

পূজাতত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ—প্রস্তাবনা—পূজা কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, পূজা করিলে কি লাভ হয়, পূজা না করিলে কি ক্ষতি হয়, 'লোকত্রয়ে পূজার সদৃশ পুণ্যকর্ম্ম নাই' এই কথার অভিপ্রায় কি?—জিজ্ঞাসু রমার 'পূজা' সম্বন্ধে ইত্যাদি প্রশ্ন; 'পূজা' কি, ঈশ্বরপূজনের প্রয়োজন কি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়?—জিজ্ঞাসু নন্দকিশোর বিদ্যানন্দের ইত্যাদি বিষয়ের জিজ্ঞাসা; জিজ্ঞাসু রমা ও নন্দকিশোরের পূজা বিষয়ক প্রশ্নসমূহের সমাধান করিতে হইলে, যে, যে বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য; পূজাতত্ত্বে যে যে বিষয়ের যে ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ—'ত্রিলোকে পূজার সদৃশ পুণ্যকর্ম্ম নাই', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ—পূজার স্বরূপ যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট হইলে, উপলব্ধি হইবে, শারীর ও মানস ছান্দস কর্ম্মমাত্রেই 'পূজা'; অতএব পূজা ও যজ্ঞ, পূজা ও যোগ, পূজা ও বিজ্ঞান, এক পদার্থ; বিশেষ বিশেষ ভাবকে সামান্য ভাবে নিমজ্জিত করা, পরিচ্ছিন্ন অহংকে অপরিচ্ছিন্ন অহং বা পরমাত্মাতে বিলীন করা, জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত একীভবন পূজার স্বরূপ; এককথায়, আমার বলিবার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ের সহিত আত্মাকে পরমাত্মচরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করাই প্রকৃত পূজা; মানুষ মাত্রেই পূজা করে, পূজাই জগতের জগত্ব; যে হৃদয়ে পূজা পূজিত হ'ন না, সে হৃদয় অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, সে হৃদয় কাষ্ঠ-পাষাণাদির ন্যায় জড় পদার্থ, সে হৃদয় মরুভূমি সদৃশ; 'সকলেই কি পূজা করেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর; বৈজ্ঞানিক পূজা করেন, দার্শনিক পূজা করেন, শিল্পী পূজা করেন; পূজা করিয়াই বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, হইয়া থাকেন, পূজা করিয়াই বণিক্, বাণিজ্য দ্বারা লাভবান্ হ'ন, ফলতঃ পূজা বিনা কেহ কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারগ হ'ন না, কোনরূপ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হ'ন না, পূজাই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ—পূজার বিজ্ঞান ও শিল্প—বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ কথা; পূজার বিজ্ঞানে ও পূজার শিল্পে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ—পূজার উপকরণ; আবাহন ও বিসর্জ্জনের তত্ত্বনিরূপণ; বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজার স্বরূপ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর মাতৃকাতত্ত্ব; বৈখরীমাতৃকা প্রথমাধিকারীর পূজার উপকরণ, মধ্যমামাতৃকা মধ্যমাধিকারীর পূজার উপকরণ, সূক্ষ্মতরমাতৃকা (পরা-পশ্যন্তীরূপা) উত্তমাধিকারীর পূজার উপকরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ—ষট্‌চক্রের তত্ত্বানুসন্ধান; আত্মশুদ্ধি প্রভৃতি পঞ্চশুদ্ধির বিবরণ; ভূতশুদ্ধি; মাতৃকাদিন্যাসতত্ত্ব; প্রাণপ্রতিষ্ঠা; মুদ্রা প্রভৃতির তত্ত্ববিচার; প্রাণায়ামের প্রয়োজন; জপতত্ত্ব; ধ্যানতত্ত্ব; যথাবিধি পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; অভ্যুদয়শীল মানবজাতি, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, (পূর্ণ বা বিশুদ্ধভাবে না হইলেও) পূজা করিয়া থাকে।

—:০:—

শ্রীরামপূজা।

—০—

দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্রতত্ত্ব।

সংস্কারতত্ত্ব।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়ানুক্রমণিকা—'সংস্কার' শব্দের অর্থ, সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'দেবশিল্প' ও 'মানুষশিল্প' এই দ্বিবিধ শিল্পের কথা; মানুষশিল্প দেবশিল্পেরই অনুকৃতি, যাহা জীবাত্মাকে ছন্দোময় (বেদময়) করে, যাহা জীবাত্মাকে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত করে, যদ্দারা

জীবাত্মাতে ব্রাহ্মণ্যাদি সদ্‌গুণগ্রামের আধান হয়, তাহাকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আত্মসংস্কৃতিরূপ দেবশিল্প বলিয়াছেন ("আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৫।১)। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন—চিত্র (ছবি) যেমন চিত্রকরের তূলিকার পৌনঃপুনিক স্পর্শে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত হইয়া ক্রমশঃ উন্মীলিত (পরিস্ফুট) হয়, সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক সংস্কার-কর্ম্মের প্রয়োগনিবন্ধন ব্রাহ্মণ্যগুণের পূর্ণ উন্মেষ হয় ("চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ। ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈ বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥")। মাতৃ-পিতৃ শরীরে বিদ্যমান দোষ সন্তানে সংক্রামিত হয়, গর্ভাধানরূপ আত্মসংস্কৃতি দ্বারা মাতৃ-পিতৃ শরীরে বিদ্যমান দোষ সন্তানে সংক্রমণ করে না, যথাবিধি সংস্কারের অভাবই বৈদিক আর্য্যজাতির অধঃপতনের কারণ, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের স্বরূপ বর্ণন, সংস্কারের প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এখন কিয়দংশে অনুভব করিতেছেন, আশা হয় ভবিষ্যৎকালে বৈদিক আর্য্যজাতির গর্ভাধানাদি সংস্কারের কার্য্য-কারিতা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ক্রমশঃ স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি হইবে, গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহই যে, মানুষকে মানুষ করে, ইহারাই যে মনুষ্যের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির হেতু, তাহা ইহাঁদের বিশ্বাস হইবে, এবং তাহা হইলে, বৈদিক আর্য্যদিগের আচার সকলকে ইহাঁরা আর বিনা বিচারে অসভ্যোচিত বলিবেন না।

সংস্কারতত্ত্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের প্রয়োগবিধি।

—:*:—

আচার তত্ত্ব।

অভিমত সংগ্রহ।

From Pandit B. N. SHARMA.. M. A. SAHITYOPADHYAYA, M.R A.S , M. D. M. G , etc., *Professor, Benares Hindu University*—

I deem this day to be one of the happiest ones in my life, for I have again come across the writing—inspiring and enlightening—of the author of the ARYASHASTRA PRADIP and MANAB TATTWA, I mean his book entitled SHIVA AUR SHIVARCHAN TATTWA (Hindi Edition of শিবরাত্রি ও শিবপূজা). I do not consider myself sufficiently qualified to review it in any way. The only thing I can wish is to see the second part of it as soon as possible so that I may live to learn and so to learn to live."

From Babu Gopinath Kaviraj. M. A. Principal Government Sanskrit College, Benares, Superintendent, Sanskrit Studies, United Provinces, and Registrar, Sanskrit Examinations, United Provinces, Benares.—

"যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপের" নাম অবশ্যই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এমন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াও এদেশে স্থায়িত্ব লাভ করিল না—তৈলাভাবেই হউক অথবা প্রতিকূল বায়ুর তাড়নাবশতঃই হউক, ইহা অকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। যদি দেশে প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা থাকিত তাহা হইলে এমন গ্রন্থ অমূল্য রত্নখণ্ডের ন্যায় যত্ন ও আদরের সহিত প্রতি গৃহে স্থান লাভ করিত। জিজ্ঞাসুর নিকটেই জ্ঞানের মহিমা প্রকাশিত হয়—যাহার জ্ঞানলিপ্সা নাই সে স্বভাবতঃ জ্ঞান ও জ্ঞানপ্রদ সাধনের সমাদর করিতে পারে না। "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপের" পরে "পরলোক". "মানবতত্ত্ব", "ভূত ও শক্তি", "আয়ুস্তত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থকারের আরও কয়েকখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার একখানিও এখন আর সহজলভ্য নহে। শ্রীভগবানের প্রেরণায় জগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়া দীর্ঘকাল পরে আবার পূজনীয় "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ"-কার মহাশয় লেখনী ধারণপূর্ব্বক সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সু ও মুমুক্ষু, যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ঋষিবাক্যে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারা এই সংবাদে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমান কালে সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় গ্রন্থ সুলভ হইলেও প্রকৃত জ্ঞানগর্ভগ্রন্থ তত সুলভ নহে। বিশেষতঃ যে গ্রন্থে নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের সমালোচনা আছে, আপ্তোপদেশের সহিত প্রত্যক্ষ ও

যুক্তির সমন্বয় আছে, শাস্ত্রবাক্যের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের সামঞ্জস্য আছে, সাধনার রহস্য বর্ণিত আছে, এক কথায় যাহাতে সংসারপীড়িত বিক্ষিপ্তমতি জীবের স্থিরকল্যাণ-লাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে, তাহার 'বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ'। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সমভাবে নিষ্ণাত, বহুশ্রুত, ভূয়োবিদ্য এবং অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের জ্ঞান ও ধর্ম্মের তত্ত্ববিষয়ক সাক্ষাৎ উপদেশ অতি দুর্লভ সামগ্রী।

তা'ই তাঁহার লেখনীপ্রসূত "শিবরাত্রি ও শিবপূজা"—প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড (বঙ্গভাষায়) এবং "শিবরামকা অভেদতত্ত্ব তথা শ্রীরামাবতারকথা"—প্রথম খণ্ড (হিন্দীভাষায়) প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই উভয় গ্রন্থই অসম্পূর্ণ, সুতরাং এখনও এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর আসে নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যে রীতিতে গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন তাহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে যদি তিনি ঐ রীতির সম্যক্ অনুসরণপূর্ব্বক গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে অবকাশ পান তাহা হইলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কিছুই প্রষ্টব্য থাকিবে না। আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—তা'ই এখানে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার যথাসম্ভব সত্বর গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়া এবং উপক্রান্ত অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া জিজ্ঞাসুবর্গের বিবিদিষানল উপশান্ত করুণ, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। আশা করি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ এই প্রকাশ্যমান গ্রন্থমালা হইতে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইবেন।"

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।—'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় 'বঙ্গবাসীর' পাঠকগণের নিকট বহুদিন হইতেই সুপরিচিত। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশসমূহ বহুবারই তাঁহারা পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি "শিবরাত্রি ও শিবপূজা" নামে তাঁহার এতদ্‌বিষয়ক অমূল্য উপদেশসমূহ পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার তিন খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রথমে উপক্রমণিকা; ইহা একটি স্বতন্ত্র খণ্ড। তাহার পর পুস্তক আরম্ভ, তাহার প্রথম ভাগ 'শিবরাত্রি'; এখন পর্য্যন্ত প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয়, এই দুই খণ্ড অর্থাৎ উপক্রমণিকা লইয়া তিন খণ্ড মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সম্বন্ধে এবং তাহার পাণ্ডিত্য, বিচার-সামর্থ্য, তথ্যানুসন্ধান, জ্ঞানের গভীরত্ব ও উপদেশ প্রদানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এক হিসাবে তাঁহার লেখা সমালোচনার অতীত; তাহা কেবল পড়িতে হয় এবং উপদেশ সমূহের মধুর আস্বাদনে চমৎকৃত হইতে হয়। শিব কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি কি, শিবপূজা কি, কেন তাহা করিতে হয়, করিলেই বা কি হয়, শিবরাত্রির সহিত শিবপূজার সম্পর্ক কি, কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করা যায়,—ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তক পাঠে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রবচন, ইতিহাস এবং ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ প্রভৃতির বচন প্রমাণ দিয়া এমন যুক্তিপূর্ব্বক ব্যক্তব্যের বিশ্লেষণ বস্তুতই বিরল। "শিবরাত্রি ও শিবপূজা" গ্রন্থের

উপক্রমণিকাভাগের মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র; ইহার প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের মূল্য ১।৹ এক টাকা চারি আনা এবং প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ৸৹ বার আনা। শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, বি, এল্ মহাশয় ইহার প্রকাশক। উত্তরপাড়া, হুগলী,—এই ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট এই গ্রন্থ পাওয়া যায়। উপক্রমণিকা খণ্ডে হর-পার্ব্বতীর রঙ্গীণ চিত্র আছে এবং প্রথম ভাগ প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকারের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দু নরনারী চিরদিনই বর্ষে বর্ষে শিবরাত্রি ও শিবপূজা দেখিয়া আসিতেছেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখুন,—প্রকৃত রহস্যটা কি। প্রত্যেক হিন্দুরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।—

বঙ্গবাসী, ৭ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৪ সাল।

From Pandit B. N. SHARMA. M. A., SAHITYOPADHYAYA, M.R.A.S, M. D. M. G., etc. *Prof., Benares Hindu University*—

"After about a month I have had again the good fortune of being assailed by a very agreeable surprise. Last time, when I saw SHIVA AUR SHIVARCHAN TATTWA (Hindi Edition of শিবরাত্রি ও শিবপূজা), the surprise was caused by the sudden removal of a long felt feeling of disappointment. But at present, when I have before me SHRI RAMAVATARKATHA (first part), coming from the inspiring pen of the same highly revered author, the feeling of surprise has been generated by finding something when I expected something else. I have been longing to see the second part of SHIVA AUR SHIVARCHAN TATTWA, but before that longing could be satisfied, another has been created for seeing the second part of SHRI RAMAVATARKATHA. To confess the truth I find myself in a peculiar condition. The longing, brought about by the previous work (now entirely unobtainable) has been now carried to a high pitch by the present ones. May I with all reverence beg to request the Great Gifted author, not to leave us in this unenviable condition but to satisfy our lonigings as early as possible."

From Pandit Lanti Singh, B.A., *Professor of History, Kshatriya Pathshala, Benares* :—

"SHIVA AUR SHIVARCHAN TATTWA (শিবরাত্রি ও শিবপূজা) is excellently fitted to afford spiritual solace to millions of earnest devotees, as it has been doing to me. What language can be adequate to express its utility ? It is beyond all possible words of praise It is so unique. It is a book which can enhance the glory of our Religion even during these days of political subjugation. My heart-felt thanks, PRONAMA and JAI SHANKAR to the Great Baba (the author)."